প্রথম প্রকাশ ঃ অক্ষয় তৃতীয়া ১৩৬৩
প্রকাশক ঃ মোম
শাশ্বতী মোতায়েদ
বীথি মজুমদার
৪/২ বি বিজয়গড়
কলকাতা ৩২
প্রচ্ছদ ঃ
প্রণবেশ মাইতি
মুদ্রক ঃ
বীরেন্দ্রমোহন বসাক
সারদা প্রেস
১০ ডাঃ কার্তিক বোস স্ট্রীট
কলিকাতা ৯

শ্রীপবিত্র দে

মান্যবরেষু

কৈফিয়ৎ

এক

সূর্যোদয় থেকে সূর্যোদয় এবং বৈশাখ থেকে চৈত্র—এইভাবে লোকজীবনের যে বর্ষ-পরিক্রমা তারই মধ্যে লোকনাট্যের জন্ম। কিন্তু এই সময়-সীমায় সমস্ত মুহূর্তই লোকনাট্যের জন্মলগ্ন নয়। কোনো কোনো মুহূর্ত তার জন্যে নির্ধারিত। চলমান জীবন ও সমাজে কখনো কখনো চমক সৃষ্টি হয়। জীবন-ছন্দে তারই নাম দোলা। আর শিল্পগতরূপে তারই নাম নাট্য।

তাই, লোকনাট্য আসলে একটি চমক। এই চমক সৃষ্টির তাগিদে সে চারপাশের অবস্থা পরিবেশ থেকে স্বাতন্ত্র্য নির্মাণে আগ্রহী। কিন্তু এই স্বাতন্ত্র্য চারপাশের অবস্থার সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা করে। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক।

সূর্যোদয়ে চাষী চাষ করতে মাঠে যায়। চাষ করে বাড়ি ফিরে আসে। কিন্তু, এই সময়ের মধ্যে চমক সৃষ্টিকারী অনেক ঘটনা ঘটে। কিন্তু তার কোনটাই বিচ্ছিন্ন প্রক্ষিপ্ত নয়—বরং ধারাবাহিত। 'হালুয়া-হালুয়ানী' (পঃ দিনাজপুর) অর্থাৎ 'কিষাণ-কিষাণী' নামক পালায় দেখা যায় ভোর থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত, কিষাণ-কিষাণীর জীবনের দৈনন্দিন চিত্র। কিন্তু এরই মধ্যে নাটক সৃষ্টির বহুবিধ উপাদান তৈরি হয়েছে বলেই তা মঞ্চস্থ হবার দাবী রাখে। এই পালায় যেখানে মূল নাটক তৈরি হতে পারত বিশিষ্ট নাট্যকারের হাতে, তা লোকনাট্যে স্বভাবতই অনুপস্থিত। 'হালুয়া-হালুয়ানী' পালায় যেখানে মূল নাটক সেখানে সে অসম্পূর্ণ, কিন্তু নাট্যের ভূমিকাটি সম্পূর্ণ। (সংকলিত পালাটি দ্রষ্টব্য।)

এ উদাহরণ তো লোকজীবনের একটি দিকমাত্র। যা একদিন প্রতিদিনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। যেমন চাষী চাষ করে আবার হাটেও যায়—বেচা-কেনায় দায়ে। তাই বলে তা লোকনাট্য নয়। লোকনাট্যের স্রষ্টা শিল্পীরাও এ সম্পর্কে অবহিত। সংকলিত ঢাকোশোরী পালায় দেখা যাবে যেখানে হাটের ঘটনায় কোনো নাটক সৃষ্টি হয় নি সেখানে পালার রচয়িতারা শুধু বুঝিয়েছেন 'এখন হাট' কিংবা অমুক অমুক হাট করে বাড়ি ফেরে। অথবা হাটে গিয়ে অমুক খবরটা শুনল। আবার হাটে যেখানে নাটক তৈরি হয় নি অথচ নাটক তৈরির তাগিদ রয়েছে সেখানে পানওয়ালা গান গাইতে গাইতে পান ফেরি করে হাটময়। পানওয়ালার সঙ্গে হাটের দৃশ্য দেখতে হবে কল্পনায়।

তাই, লোকজীবন ও সমাজের সমস্ত ঘটনাই নাটক নয়, কোনো কোনো ঘটনা নাটক।

উত্তরবঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে লোকনাট্যের দুটি রূপ দেখতে পাই। (এক) পরোক্ষ অর্থাৎ লোকজীবন ও সমাজের অজ্ঞাতসারেই যেখানে নাট্য রচিত। (দুই) প্রত্যক্ষ অর্থাৎ সচেতনভাবে নাট্যসৃষ্টির অভিপ্রায়ে যখন তা মঞ্চস্থ। এই দুই রূপকে আবার 'আনুষ্ঠানিক' ও অনানুষ্ঠানিক' এইভাবে বিভক্ত করলে দেখা যাবে যে সমস্ত সৃষ্টির মূলে বা নাট্যানুষ্ঠানের পশ্চাতে কোনো বিশেষ আচার বা কৃত্য যুক্ত, তাদেরই বলব আনুষ্ঠানিক লোকনাট্য। বলাবাহুল্য এ ছাড়া সবই অনানুষ্ঠানক।

এই নাট্যের প্রথম রূপ জীবন ও সমাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। উদাহরণ—উত্তরবঙ্গের দেশী পলি রাজবংশী সমাজে 'মহৎ' নির্বাচন। কিংবা বিবাহের পাত্র বা পাত্রী দেখার অনুষ্ঠান। অথবা বন্ধুত্ব স্থাপনার আচার, অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি সম্বন্ধীয় ব্রত বা কৃত্য। অথবা বছরের বিভিন্ন সময়কার ব্রত অনুষ্ঠান। এইসব অনুষ্ঠান সর্বক্ষেত্রেই অবিচল ও একইরূপ। এছাড়াও ব্রত বা পুজো বা পার্বণকে উপলক্ষ করে কিছু নাটক মঞ্চস্থ হয়। তার মধ্যে আবার অনেকগুলো মানসিক অনুসারী। দ্বিতীয় রূপের মধ্যে মানসিক অনুসারী মঞ্চায়নও লক্ষণীয়। পৌরাণিক বিষয় ছাড়াও একটি পালার দৃষ্টান্ত উল্লেখযোগ্য, যেমন 'ব-খেলা'র 'হালুয়া-হালুয়ানী'। (ব্রতকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান তাই ব-খেলা। হাল যে বয় সে হালুয়া আর হালুয়ানী তার বউ)।

আগেই বলেছি দ্বিতীয় রূপে লোকনাট্য প্রত্যক্ষ। যেমন, বছরের বিভিন্ন সময়ে গীত ও অভিনীত 'গাউন' এর জন্য একটি নির্দিষ্ট মঞ্চ তার আবশ্যক। মঞ্চের মধ্যবর্তী স্থানে বাজনদার এবং যাবতীয় 'গাউনদার' (দোহার কুশীলবসহ) জড়োসড়ো হয়ে বৃত্তাকারে বসেন। তাদের কেন্দ্র করে প্রায় তিন চার হাত ব্যাসযুক্ত একটি শূন্য অংশই অভিনয়ের স্থান। তারপরেই ওই মঞ্চকে ঘিরে বৃত্তাকারে বসেন দর্শক বা শ্রোতা। এই মঞ্চ কিন্তু উঁচু বা বিশেষভাবে নির্মিত নয়। গৃহস্থের অঙ্গনে বা দেবদেবীর থান বা কোনো অকর্ষিত জমি যে কোনো সময়ই এই অভিনয়ের মঞ্চ হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। সমস্ত আসর জুড়ে যদি মাথার উপর কোনো আচ্ছাদন দেওয়া সম্ভব না হয় তবে অন্তত অভিনয়ের স্থানে একটি বর্গায়িত কোনো চাদর বা চাঁদোয়া টাঙানো থাকবেই। খড়ের চালা তুলে আচ্ছাদন তৈয়ারি হলেও তার নীচে চাঁদোয়া বা চাদর টাঙানো হবেই।

এই বৃত্তাকার মঞ্চ আদিম সাম্যবাদী সমাজের স্মৃতিবাহী। নৃত্য-নাটক সমাজ জীবনের অভ্যন্তরেই। কিন্তু আমরা জানি, রাজতন্ত্রের যুগে সংস্কৃত নাটক মন্দিরে প্রাসাদগৃহের সীমাবদ্ধতায় অভিনীত হতো। লোকমঞ্চ ও তার শ্রোতৃমণ্ডলী স্বভাবতই তা থেকে অনেক দূরে। যুগান্তরে আদিম সাম্যবাদী সমাজ ক্ষয়িষ্ণু, অন্যদিকে সংস্কৃতায়ন-এর প্রবাহ সমাজজীবনে যখন লক্ষণীয় তখন লোকমঞ্চেও তা দুর্লক্ষ্য নয়। তাই, লোকমঞ্চের উপরে রচিত হলো আচ্ছাদন।

লোকাভিনয় কখনো কখনো নির্দিষ্ট মঞ্চ ছেড়ে শোভাযাত্রায় অংশ নেয়। তখন তার মঞ্চ পথ বা প্রান্তর। এখানেও বাইন, গাইন প্রভৃতি থাকেন, কিন্তু সাধারণতঃ এ সময় খুব বেশি কথ্যসংলাপ শোনা যায় না। এখানে নৃত্য অভিনয়ই প্রাধান্য পায়। কখনো কখনো এখানেও অভিনয়ের স্থলে চাঁদোয়া ধরার কথা শোনা যায়। এও ওই সংস্কৃতায়নের ফল। তবে, উত্তরাঞ্চলে লোকনৃত্যে এ রূপ দুর্লভ। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের মতো বাংলার এই উত্তরাঞ্চলে সংস্কতায়ন খুব প্রবলতা পায় নি।

নাট্য বা নৃত্য-অনুষ্ঠানের আরেক নাম 'খেলু' বা খেলা। তাই উত্তরবঙ্গে ব-খেলা, মোখা-খেলা, কথাগুলো পাওয়া যায়। নিছক রঙ্গাভিনয় অর্থে খেলা শব্দটি উচ্চারিত হয়।

এই দ্বিতীয়রূপে নাট্যকে দুইভাবে দেখা যেতে পারে। (এক) পৌরাণিক বা ধর্মীয় বিষয় বা বিশ্বাস নির্ভর (দুই) সমাজ-জীবন নির্ভর।

পৌরাণিক বা ধর্মীয় কাহিনীভিত্তিক নাট্যগুলোর মধ্যে উত্তরবঙ্গে এ পর্যন্ত যা পেয়েছি তা হলো ঃ

পৌরাণিক বা ধর্মীয় বিশ্বাস ভিত্তিক নাট্য ঃ

	বিষয়	কাহিনী উৎস	অনুষ্ঠানের সময়
এক (ক)	বিষহরা	মনসামঙ্গল কাহিনী	মানৎ অনুসারে ভাদ্র থেকে
(খ)	কানী বিষহরি বা কান্না বিষহরি	জগজ্জীবন ঘোষাল (পঃ দিনাজপুর)	আষাঢ়, সময় এবং সুযোগ মতো অগ্রহায়ণ থেকে
(গ)	দুর্গাবুলী		ফাল্গুনেই বেশী অনুষ্ঠিত হয়।
দুই	সৈৎপীর / খোয়াজপীর	সত্যপীরের কাহিনী	মানৎ অনুসারে সময় সুযোগ মতো বছরের যেকোনো সময়ে তবে অগ্রহায়ণ থেকে ফাল্গুন মাসে এর অনুষ্ঠান সমধিক।
তিন	লক্ষ্মীয়ালা/কুশান নবকুশ		মানৎ অনুসারে বছরের যেকোনো সময়ে। তবে
(ক)	কল্মী	রামায়ণের কাহিনী	নবান্নর পর অগ্রহায়ণ থেকে
(খ)	বারুয়ালী		ফাল্গুনের মধ্যে এর অনুষ্ঠান সমধিক।
চার	চণ্ডীয়াল্লা	মানিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল (মালদহ)	মানৎ অনুসারে বা জ্যেষ্ঠ বা কার্তিক মাসে চণ্ডী-পুজো উপলক্ষে।

	বিষয়	কাহিনী উৎস	অনুষ্ঠানের সময়
পাঁচ	রামবনবাস	কৃত্তিবাসী রামায়ণ তবে অদ্ভুত আচার্যের রামায়ণের কিছু প্রভাব আছে	মানৎ অনুসারে বছরের যে-কোনো সময়ে অনুষ্ঠিতব্য
ছয়	জঙ্গ	জঙ্গনামা	মানৎ অনুসারে বছরের যেকোনো সময় অনুষ্ঠিতব্য
সাত	গমিরা/গম্ভীরা মোখা খেলা	সুনির্দিষ্ট কাহিনী নেই। কখনো পৌরাণিক কখনো লৌকিক কাহিনীর ছিন্ন অংশ	চৈত্র সংক্রান্তি থেকে আষাঢ় মাসের অম্বুবাচী পর্যন্ত
আট	বকাসুর বধ	মহাভারত	মানৎ অনুসারে অগ্রহায়ণ-চৈত্র
নয়	নটুয়া	রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা ভিত্তিক	কালীপুজার পর
দশ	খজাগর	লৌকিকধর্মীয়	লক্ষ্মী পূর্ণিমা

সমাজজীবন আশ্রিত নাট্য :

এক	খন	স্থানীয় ঘটনা-কেন্দ্রিক	অগ্রহায়ণ-চৈত্র বা কোনো অবসর সময়ে।
দুই	ব-খেলা	স্থানীয় ঘটনা-কেন্দ্রিক	শ্রাবণ সংক্রান্তি বা তার পরবর্তী কোনো অবসর সময়ে অগ্রহায়ণ-চৈত্র
তিন	পালাটিয়া		
(ক)	রঙ পাচালি	স্থানীয় ঘটনা বা কাল্পনিক	
(খ)	খাস পাচালি	সত্যমূলক ঘটনাকেন্দ্রিক	
চার	বোলভাই/বোলবাহি	কাল্পনিক/ঐতিহাসিক/পৌরাণিক	অগ্রহায়ণ-চৈত্র
পাঁচ	চোর-চুরনী চক-চুন্দী	স্থানীয় বা লৌকিক ঘটনা	কার্তিক মাসের কালীপুজো
ছয়	মোখা খেলা/মুখা খেল	স্থানীয় বা লৌকিক	চৈত্র-সংক্রান্তি থেকে আষাঢ়

	বিষয়	কাহিনী উৎস	অনুষ্ঠানের সময়
সাত	গম্ভীরা	পৌরাণিক শিব আশ্রিত হলেও স্থানীয় ও রাজনৈতিক বিষয় প্রাধান্য পায়	বছরের যে কোনো সময়ে
আট	ডোমনী/নাউয়া নাউয়্যানী বা বাউদ্যা-বাউদ্যানী	স্থানীয় ঘটনাকেন্দ্রিক লৌকিক	বছরের যে কোনো সময়ে

ঐতিহাসিক পৌরাণিক নাট্য ঃ

এক	পালাটিয়া মানপাচালি	যে কোনো ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক বা ধর্মীয় বা শাস্ত্রীয় কাহিনী	যে কোন পুজো উপলক্ষে পুজোধামে বা মানৎ অনুসারে গৃহস্থের অঙ্গনে বছরের যে কোনো সময়ে

এ ছাড়াও আরো ব্যাপকভাবে অনুসন্ধান করলে বহু পালা পাওয়া যাবে, তবে সেগুলো তেমন লোকপ্রিয় নয় নিঃসন্দেহে। মালদহের গম্ভীরার দুটি রূপ (এক) মুখোশ নৃত্যনাট্য (দুই) রঙ্গব্যঙ্গাত্মক নৃত্য-গীতাভিনয়। তবে উত্তরবঙ্গের দেশী-পলি-রাজবংশী সমাজ গমিরা বা মোখা খেলার সঙ্গেই বিশেষভাবে যুক্ত। গমিরা তাদের আদি ও অকৃত্রিম। গম্ভীরা নয়। মালদহে, পশ্চিম দিনাজপুরে যে আলকাপ শোনা যায়, তার সঙ্গে দেশী-পলি ও রাজবংশী সমাজ বিশেষভাবে জড়িত নয়। এ নাট্যরূপ যে বহিরাগত, তাঁদের সমাজের সৃষ্টি নয় তারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা জরুরী যে পৌরাণিক, ধর্মীয় বা আচার-নির্ভর যে কোনো নাটকই যুগপৎ কাহিনী ও মঞ্চায়নের ক্ষেত্রে খুবই flexible. অভিনেতারা স্বপরিবেশ, সমাজ থেকে কল্পলোকে পুরোপুরি নির্বাসিত হন না কখনই। সুযোগ সুবিধে মতো তারা নিজেদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা হাজির করেন অভিনয়ে ও কাহিনীতে।

দুই

লোকসাহিত্যের মধ্যে লোকনাট্যই স্বল্পালোচিত। কেন জানিনা, আমাদের পূর্বসূরী গবেষকরা এদিকটা তেমন নজর দেন নি। অবশ্য, অনেকেই 'যাত্রা'কে লোকনাট্যরূপে চিহ্নিত করে নিশ্চিন্ত ছিলেন। আজ নানা কারণেই আমরা জেনে গেছি যে যাত্রা যথার্থ লোকনাট্য নয়। যথার্থ লোকনাট্যের কোনো ক্ষেত্রেই একক ব্যক্তিত্বের স্থান নেই। অথচ যাত্রায় সেই ব্যক্তিত্বের প্রাধান্য লক্ষণীয়। এর পৃষ্ঠপোষকতায় ছিলেন জমিদার। তাছাড়া রচনা ও অভিনয়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তি

বিশেষের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা ঘটে যাত্রায়। কিন্তু যথার্থ লোকনাট্যের পৃষ্ঠপোষকতায় কিছু মধ্যবিত্ত ভূমির মালিক থাকলেও সাধারণ লোকসমাজ এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক। আর রচনা ও অভিনয়ের ক্ষেত্রে তো ব্যক্তি বিশেষের প্রাধান্য বা প্রতিষ্ঠা দুর্লক্ষ্য।

আজ থেকে প্রায় ১৬-১৭ বছর আগে পশ্চিমদিনাজপুর জেলায় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লোকসাহিত্য সংগ্রহ করতে গিয়ে সে অঞ্চলে সর্বাধিক লোকপ্রিয় 'খন্ গান'-এর আসরে বসে আমি অনুভব করেছিলাম যে, বঙ্গে লোকসাহিত্য সংগ্রহ-গবেষণায় বোধকরি সর্বাধিক উপেক্ষিত লোকনাট্য। বুঝেছিলাম লোকনাট্যের স্রষ্টা, অভিনেতা, বাদ্যযন্ত্রী, দর্শক ও পৃষ্ঠপোষকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সমাজ জীবনের পরিচয় গ্রহণ করতে না পারলে এই বিষয়ে খুব বেশি কথা বলা ঠিক হবে না। ফলে পশ্চিম দিনাজপুর জেলার আহেল বাসিন্দা দেশী-পলি-রাজবংশীদের সমাজ জীবন ও সংস্কৃতির পরিচয় নিতে হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। এরই মধ্যে আমি ওই জেলার বাইরে জলপাইগুড়ি কোচবিহার এবং পশ্চিম দিনাজপুর সন্নিহিত বিহার ও মালদহে গিয়ে এই আহেল বাসিন্দাদের জীবন-সমাজ-সংস্কৃতির পরিচয় নিয়েছি সাধ্যমতো। আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার নিরিখে যেসব গ্রন্থ-নিবন্ধে এই জনগোষ্ঠীর এবং তদুপরি ভারতে ও বহির্ভারতে তথা বিশ্বের প্রাচীন জনসমাজের কথা উল্লিখিত, তার কিছু কিছু পড়ে দেখার সুযোগ হয়েছে। আমার সংগ্রহক্ষেত্রে শুধুমাত্র লোকনাট্য লক্ষ্য ছিলো না। দেশী, পলি, রাজবংশী এবং তাঁদের পাশাপাশি বসবাসকারী জনসমাজের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটের পরিচয় সম্ভবমতো নেবার চেষ্টা করেছি। এক্ষেত্রে ভু-প্রকৃতি, নদনদী, প্রাচীন ইতিহাস, পরিবেশ-পরিস্থিতি, অবস্থা, বাসভূমি, জন্ম-মৃত্যু বিবাহ, আচার ব্যবহার, পোষাক, ধর্ম, রীতিনীতি, শিল্পকর্ম প্রভৃতি যাবতীয় দিক খতিয়ে দেখার চেষ্টা হয়েছে। লোকমানসিকতা বুঝতে সাহিত্যধারার বিবিধ দিকের ব্যবহার যেমন দেখেছি এবং তা সম্ভবক্ষেত্রে সংগ্রহ করেছি। লোকনাট্য ছাড়া ছড়া ধাঁধা প্রবাদ ব্রতগান লোককথা প্রভৃতির যে সুরবৈচিত্র্য তাও টেপ রেকর্ডে ধরে রাখা হয়েছে। এই সবের ভিত্তিতে 'উত্তরবঙ্গের লোকনাট্য ও সমাজ জীবন' নামক গ্রন্থখানি রচিত। কিন্তু এই গ্রন্থটি প্রকাশে এখুনি উদ্যোগী হইনি নানা কারণে। তার আগে সংগৃহীত ও সংকলিত লোকনাট্যগুলি প্রকাশ জরুরী মনে হয়েছে। প্রথমত লোকনাট্যচর্চার অভাবে পালাগুলি ক্রমশঃ হারিয়ে যাচ্ছে। অভিনয়েচ্ছু শিল্পীদের কাছে পুরানো পালার সন্ধান দুরূহ হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয়ত লোকনাট্যে আগ্রহী মানুষের কাছে তাকে পাঠ্য করে তোলা। পরের মুখে ঝাল খাওয়ার আগে সরাসরি নিজের চোখে তাকে পড়তে সাহায্য করা। লোকনাট্যও যে সাহিত্যগুণসমৃদ্ধ তার নিদর্শন তুলে ধরা। তৃতীয়ত বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোকনাট্য সংগ্রহ ও সংকলনের আগ্রহ সৃষ্টি করা।

আমি বর্তমান খণ্ডে ১০টি নাট্যপালা সংকলন করেছি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেগুলি অবিকলভাবে সংকলিত। এমন কি অনেকক্ষেত্রে বানান পর্যন্ত সংস্কার করিনি। তাছাড়া উচ্চারণ অনুযায়ী এগুলির কথ্যরূপ লিখিত হয়েছে। সংকলিত নাট্যপালাগুলির টীকা টিপ্পনীও সাধ্যমতো দেওয়া হয়েছে। বর্তমান সংকলন দুটি পর্যায়ে বিন্যস্ত। (১) আনুষ্ঠানিক (২) অনানুষ্ঠানিক। আনুষ্ঠানিক নাট্যপর্যায়ে বন্ধুপুছা, ব-খেলা, নটুয়া—এই তিনটি রূপের একটি করে নিদর্শন সংকলিত। অনানুষ্ঠানিক পর্যায়ে খিসা-খন, শাস্তোরী-খন, পালাটিয়ার খাস পাচালি, রঙ পাচালি—মোট চারটি রূপের সাতটি পালা এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত। আনুষ্ঠানিক বিশেষত পৌরাণিক বা ধর্মীয় কাহিনী ভিত্তিক নাট্যপালাগুলি ছাড়া উত্তরবঙ্গে সর্বাধিক লোকপ্রিয় নাট্যরূপ হলো পশ্চিমদিনাজপুরে খন্ এবং পালাটিয়া বা ধামগান জলপাইগুড়ি কোচবিহারে। মালদহের গম্ভীরা এখন অনানুষ্ঠানিক হলেও আদিতে আনুষ্ঠানিক। গম্ভীরার কোন বর্তমান নাট্যরূপ সংকলনে নেই। নেই সে অঞ্চলের ডোমনী পালা। তবে স্মরণীয় যে এদের প্রত্যেকের লোকপ্রিয়তা আঞ্চলিক অর্থাৎ জেলা ও সন্নিহিত অঞ্চল ভিত্তিক।

উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্য সংস্কৃতির প্রতি আমার আগ্রহ ও কৌতূহল সৃষ্টি হয় ১৯৬৭ সালে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ আয়োজিত আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন শতবার্ষিকী উৎসবে। সেখানে বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডঃ হরিপদ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলার লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে আলোচনা ও অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল। উত্তরবঙ্গে তথা পশ্চিম দিনাজপুরে আমি তখন নবাগত তরুণ অধ্যাপক। রায়গঞ্জ কলেজ থেকে কৌতূহলের বশেই আমি সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলাম। অধ্যাপক হলেই কিছু বলার অধিকার এসে যায়। ফলে, পশ্চিম দিনাজপুর জেলার লোকসাহিত্য সম্পর্কে আমাকে বলার জন্য আহ্বান করা হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই সেদিন আমি এ বিষয়ে কিছু বলতে সক্ষম হইনি। ওই আলোচনাচক্রে রায়গঞ্জের প্রথিতযশা চিকিৎসক শ্রদ্ধেয় বৃন্দাবনচন্দ্র বাগচী পশ্চিমদিনাজপুরের লোকসাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তা আমাকে সেদিন যথার্থ অনুপ্রাণিত করেছিলো। ডাক্তার বাগচীর বক্তৃতা ও প্রযোজিত অনুষ্ঠানের নেপথ্যে সেদিন যিনি ছিলেন তিনি পরবর্তীকালে আমার জীবনে এক বিস্ময়কর মানুষ। আমার উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতির প্রতি আগ্রহের সেই প্রত্যূষে প্রচার-বিমুখ এই মানুষটির উদার সহযোগিতা যদি না পেতাম তবে এই সংস্কৃতির বহিরঙ্গনে ঘোরাঘুরিই আমার সার হতো। সৌভাগ্যবশতঃ আজও তিনি আমাদের মধ্যে আছেন পশ্চিমদিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জ থানার অখ্যাত বাঘন গ্রামে। তিনি যথার্থ অর্থে গান্ধীবাদী এবং সর্বোদয়ব্রতী। তাঁর নাম পবিত্র দে। এই খণ্ড তাঁকেই উৎসর্গ করা হয়েছে।

লোকনাট্য সংগ্রহ-সংকলনে প্রত্যক্ষত যাঁদের সহযোগিতা আমি পেয়েছি, তাঁদের প্রত্যেকের নাম সংকলনগ্রন্থেই স্বীকৃত। আমাকে দীর্ঘদিন ধরে নিরলস উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়েছেন যে কতজন তা সংখ্যা দিয়ে পরিমাপ করা যায় না। এঁদের মধ্যে অনেকেই প্রথিতযশা। আচার্য সুনীতিকুমার, নট-নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য, অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যালের কথা আমার সকলের আগে মনে পড়ে। তাঁরা সশরীরে আজ আমাদের মধ্যে নেই তাই তাঁদের হাতে আর এ গ্রন্থ তুলে দেওয়া সম্ভব হলো না। কিন্তু সৌভাগ্যবশত নাট্যকার মন্মথ রায় এখনো আমাদের মধ্যে আছেন। এছাড়া রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য বিশেষভাবে স্মরণীয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার আমার গবেষণা নির্দেশক ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার ডঃ নির্মল দাস, রায়গঞ্জ কলেজের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক হরিচরণ দেবনাথ, পরিমল সরকার ও ইংরেজী বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক জ্যোৎস্নাকুমার সেন, বালুরঘাট কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডঃ সুধীর করণ, ওই কলেজের অধ্যাপক অচিন্ত্য গোস্বামী, অধ্যাপক অজিতেশ ভট্টাচার্য, বালুরঘাট জেলা গ্রন্থাগারের চিত্তরঞ্জন দত্ত, ত্রিতীর্থের সম্পাদক অধ্যাপক নির্মলেন্দু তালুকদার, লেখক ও সাংবাদিক রাধামোহন মোহান্ত, অধ্যাপক দুলাল চৌধুরী, বন্ধুবর অধ্যাপক গিরিজাশংকর রায়, সোমনাথ চক্রবর্তী, পশুপতিপ্রসাদ মাহাতো, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শরৎচন্দ্র অধ্যাপক ও বাংলা বিভাগের প্রধান ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কলা বিভাগের সচিব ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের রীডার অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন ঘোষ, অধ্যাপক ডঃ পবিত্র সরকার, সহপাঠী বন্ধু অধ্যাপক ডঃ পিনাকেশ সরকার, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের অধ্যাপক ডঃ নীরেন চৌধুরী, ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ পুলিন দাশ, ডঃ অশ্রুকুমার শিকদার, ডঃ শিবচন্দ্র লাহিড়ী, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকসংস্কৃতি পর্ষদের সম্পাদক ও উপ-অধিকর্তা মানিক সরকার, ভারতীয় জাদুঘরের ডঃ সবিতারঞ্জন সরকার, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায়, বন্ধুবর অধ্যাপক বরুণকুমার চক্রবর্তী, সংস্কৃতি-সমালোচক দেবাশিস দাসগুপ্ত, গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের সম্পাদক শিল্পী ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, লোকসঙ্গীত শিল্পী বন্ধুবর সুখবিলাস বর্মা, বন্ধুবর অধ্যাপক দিলীপ ঘোষরায়, অধ্যাপিকা ব্রততী ঘোষরায়, অধ্যাপক ডঃ সুভাষ রায়চৌধুরী, প্রবোধবন্ধু অধিকারী, প্রখ্যাত সাংবাদিক অমিতাভ চৌধুরী, বন্ধুবর সাংবাদিক অমিতাভ চক্রবর্তী, সুজিতভূষণ রায়, সঞ্জীব সরকার, বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ পল্লব সেনগুপ্ত, অধ্যাপক আশুতোষ রায়, এঁদের সকলের

কাছে আমি ঋণী। আমার প্রীতিভাজন পঙ্কজ সাহা, শর্মিষ্ঠা দাশগুপ্ত এবং ছাত্র সুনীল চন্দ, স্বপন মজুমদার, অশোক সেনগুপ্ত, রথীন্দ্রনাথ রায়, অচিন্ত্য রায়, নন্দিতা গুপ্তা, গোপাল সরকার, ক্ষিতীশ সরকার এবং হরিমোহন রায়ের সহযোগিতা আমি ভুলতে পারি না।

লোকনাট্য বিষয়ক সামান্য কিছু আলোচনা হলেও লোকনাট্য সংগ্রহ ও সংকলনের কাজ তেমন এগোয়নি। একজন গবেষকের পক্ষে একাজ নিতান্ত দুরূহ। একদিকে যেমন তা ব্যয়সাধ্য অন্যদিকে তেমনি সময়-সাপেক্ষ। সমাজ-জীবনের নিবিড় অভিজ্ঞতা, ভাষাজ্ঞান স্থানীয় ব্যক্তির সহায়তা একাজে জরুরী। লোকশিল্পীদের খাতায় গীতিসংলাপ অনেক সময় পাওয়া যায়। কিন্তু কথ্য সংলাপ তো আসরেই কুশীলবরা মুখে মুখে তৈরি করেন। এক আসর থেকে অন্য আসরে স্বাভাবিকভাবে তার কিছু অদলবদল হলেও মূল বক্তব্যের বদল হয় না। আসর-নির্ভর আরও নিপুণ সংগ্রহ দরকার। আমি একাকী এ কাজে পুরোপুরি সফল হইনি। নিপুণ সংগ্রহক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়েরই এগিয়ে আসা দরকার। যতো দিন যাচ্ছে, ততোই এসব হারিয়ে যাচ্ছে। পুরানো পালা পাওয়া খুবই কঠিন হয়ে পড়ছে।

এই গ্রন্থপ্রকাশের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ বেশ কিছুটা আর্থিক সহায়তা দিয়েছেন। এই আনুকূল্যটুকু আমাকে প্রকাশনার কাজে উৎসাহিত করেছে। তাছাড়া, আশৈশব বন্ধু অশোক মোতায়েদের আর্থিক সহায়তাও স্মরণীয়। তারই আগ্রহে 'মোম' প্রকাশন এই অব্যবসায়িক সামাজিক দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছে। পুস্তক বিপণির অনুপ মাহিন্দারের সহযোগিতাও আমার বড়ো ভরসাস্থল। সারদা প্রেসের অমল বসাক ও স্বত্বাধিকারী বীরেন্দ্রমোহন বসাক এবং কর্মীবৃন্দের সহযোগিতার জন্য আমার শ্রম কিছুটা লাঘব হয়েছে।

আমার ঋণ বিশেষভাবে যাঁদের কাছে অপরিশোধ্য তাঁরা আমার প্রিয় লোকশিল্পী ও লোকসংস্কৃতি পৃষ্ঠপোষক গ্রামীণ মানুষ। বহু প্রতিকূলতার মধ্যেও তাঁরা আমাকে 'গাউন' সংগ্রহে সাহায্য করেছেন, দিয়েছেন আতিথেয়তা। তাঁদের জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'উত্তরবঙ্গ লোকযান' সংস্থা। আমি বিশেষভাবে স্মরণ করি, পশ্চিম দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জ থানার টুঙ্গুল গাঁয়ের হরেন দেবশর্মা, কুশমন্ডী থানার দিনোর শা পাড়ার মলিন সরকার, রুয়া নগরের নিত্য সরকার, অজিত সরকার, হেমতাবাদ থানার কৃষ্ণবাটীর মেঘনাদ সরকার, শচীন্দ্রনাথ সরকার, রবেন বর্মণ, রশোনপুরের কামিনী সরকার, মানবেন্দ্র সরকার, ধীরেন্দ্রনাথ বর্মণ, ইটাহারের মুশীকপুর গ্রামের মধুমঙ্গল দাস, সোনাপুরের বাঁশবাড়ী গাঁয়ের গোবিন পরভর, জলপাইগুড়ির মন্থনী গাঁয়ের অচিন্ত্য মজুমদার, ধীরেন মুন্সীকে।

আমার এ কাজ দুই-এক বছরের নয়। দীর্ঘ ১৬-১৭ বছর আমি উত্তরের লোকসংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত। তাই গ্রাম-শহরে অসংখ্য ছাত্র ও সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষের সহযোগিতা আমি পেয়েছি। সকলের নাম উল্লেখ করা গেল না বলে ক্ষমাপ্রার্থী।

গণনাট্যের প্রাচীন যোদ্ধা, যিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকসংস্কৃতি পর্ষদের সহ-সভাপতি এবং মার্কসিস্ট কালচারাল মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া গ্রন্থটির জন্য রবীন্দ্র পুরস্কারে ভূষিত, সেই পরম শ্রদ্ধেয় সুধী প্রধান আমার অনুরোধে ইংরেজিতে এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দেওয়ায় আমি বাধিত। এর ফলে, যাঁরা বাংলা জানেন না, তাঁদের হয়তো এই ধরণের গ্রন্থের প্রতি আগ্রহ জাগতে পারে।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী, যিনি উত্তরবঙ্গে লোকসংস্কৃতি গবেষণায় ঢেউ তুলে দিয়ে এসেছিলেন, তাঁর ভূমিকা এই গ্রন্থটির একটি বিশিষ্ট সংযোজন। তিনি আমার আচার্যপ্রতিম। তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ধৃষ্টতা আমার নেই। এছাড়া আছেন শ্রীমতী বীথি মজুমদার, যাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পর্কটুকু বিষম বাধা!

পরিশেষে সবিনয় নিবেদন, ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও পালাগুলোর গীতিসংলাপের স্বরলিপি তৈরি করে দেওয়া গেল না। কিংবা মঞ্চ বা অভিনয়ের কোন দৃশ্যের ফটোগ্রাফও। আমার আগামী প্রকাশনা 'উত্তরবঙ্গের লোকনাট্য ও সমাজ জীবন' গ্রন্থে এ সবই প্রকাশ করার বাসনা রইল।

আরেকটি কথা, এ-বছর তো কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ১২৫-তম জন্মবর্ষ। সেই পুণ্যবর্ষে এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ায় আমি গৌরবান্বিত।

শিশির মজুমদার

কৈফিয়ৎ ২

চার বছর বাদে এই সংকলনের দ্বিতীয় কৈফিয়ৎ দেবার যখন সুযোগ এসেছে তখন খবর পাওয়া গেল পবিত্র দে'র জীবনাবসান হয়েছে। বলাবাহুল্য, এই গ্রন্থটি তাঁরই নামে উৎসর্গীকৃত। তিনি আমার কাছে এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। এই গ্রন্থটি সুধী সমাজে সমাদৃত হওয়ায় আমি ধন্য। এখন লোকনাটক বিষয়ে আগ্রহ ক্রমবর্ধমান। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে লোকনাটক পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সেদিক থেকে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ জরুরী বলে মনে হয়েছে। তাছাড়া, নাট্যনৃতত্ত্ব, লোকসমাজ ও ভাষা নিয়ে যাঁরা গবেষণা করতে ইচ্ছুক তাঁদের কাছেও গ্রন্থটির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

এই সংস্করণেও নির্বাচিত গীতি-সংলাপের স্বরলিপিটি যুক্ত করা গেল না বলে দুঃখিত। আমার আসন্ন প্রকাশ 'লোকনাট্য-নাটক ও সমাজ জীবন' গ্রন্থের উত্তরবঙ্গ পর্বে তা যুক্ত হবে বলে আশা করা যায়। বর্তমান সংস্করণে পূর্ববর্তী সংস্করণের কোন অংশই বর্জিত হয়নি কিংবা সংযোজিত হয়নি নতুন কোন নাটক। শুধুমাত্র প্রচ্ছদ পরিবর্তন করা হয়েছে আর আমার জীবনপঞ্জীতে যুক্ত হয়েছে কিছু তথ্য। এই সংকলনের একটি পালা 'হালুয়া-হালুয়ানী'র আরও একটি সংযোজন পশ্চিমদিনাজপুর জেলার রুয়ানগর গ্রামের শিল্পীদের পরিবেষিত অনুষ্ঠানে আমি পেয়েছিলাম বালুরঘাট শহরে ১৯৮১ সালের মার্চ মাসে। পরবর্তীকালে সেই সংযোজিত অংশটিসহ 'হালুয়া-হালুয়ানী' বহুবার প্রযোজনার উদ্যোগ নিয়েছে লোকশিল্পীদের নিয়ে গঠিত সংস্থা 'উত্তরবঙ্গ লোকযান'। কিন্তু তা পূর্ববর্তী বা এই সংস্করণে সংকলিত হয়নি বিশেষ কারণে। এই পালাটির বহুবার মঞ্চায়ন দেখার সুযোগে এবং গ্রামীণ সমাজের বাইরে এর বিশেষ সমাদর লাভে শুধুমাত্র এই পালাটি নিয়ে আমার পৃথক একটি গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। সে পরের কথা। যাইহোক, এই সংস্করণটি দ্রুত নিঃশেষিত হলে আমি ২য় খণ্ড সম্পাদনায় উৎসাহিত হবো।

শিশির মজুমদার

সূচীপত্র

আনুষ্ঠানিক লোকনাট্য

বন্ধুপুছা

ব-খেলা

অনানুষ্ঠানিক লোকনাট্য

খন খিসা

খন শাস্তোরী

পালাটিয়া : খাস পাচালি

পালাটিয়া : রঙ পাচালি

আনুষ্ঠানিক

লোকনাট্য

বন্ধুপুছা

চরিত্রলিপি ঃ

ভাটী—প্রস্তাবক বন্ধু

শিরো—প্রস্তাবগ্রহীতা বন্ধু

সভাস্থ ব্যক্তিগণ—অনুষ্ঠানে উপস্থিত ব্যক্তিগণ

বন্ধুপুছা/বন্ধুআলা

উঠানের মধ্যে দুটো পিড়া। পূর্বে একটা পশ্চিমে একটা। ভাটী অর্থাৎ প্রস্তাবক দাঁড়াবে পশ্চিমের পিড়ায়। শিরো দাঁড়াবে পূবের পিড়াটায়। এদের মাঝখান দিয়ে কাপড় পর্দার মত থাকবে—যাতে এর মুখ ও না দেখে। দু' জনের হাতে একটা করে পানের খিলি ও একটি করে টাকা। পানের খিলিতে শুধু সুপারী। তারপর সভাস্থ ব্যক্তিগণ ভাটীকে জিজ্ঞাসা করে। ভাটী তার জবাব দেয়।

সভাস্থ ব্যক্তিগণ : কেনে তুই দাঁড়াইছিস।

ভাটী : ওর সাথ বন্ধুয়ালা করবা মনাইছে।

ব্যক্তিগণ : ভালমন্দ না বুঝিফট করি বন্ধুআলা পাতবা—চাহচিস? লোকটা খারাপ।

ভাটী : হোক তাহ করমো।

ব্যক্তিগণ : ও যদি ক্ষতি করে তোর কিছু।

ভাটী : তাহো মাপ।

ব্যক্তিগণ : ও যদি তোর সাথ চাতুরী করে।

ভাটী : তাহো মাপ।

ব্যক্তিগণ : সুখের জন্য না দুখের জন্য।

ভাটী : সুখ দুখ দুটারই জন্য।

ব্যক্তিগণ : তাতে কে সাক্ষী।

ভাটী : আকাশে চান্দো, সূর্য্য, তারা, মাটিতে বসুমতী আর তরা দশজন।

এরপর শিরো একটি পানের খিলি ও কাঁচা টাকা ভাটির হাতে পর্দার উপর দিয়ে দেবে। ভাটিও দেবে শিরোকে তার হাতের পানের খিলি ও টাকা। তবে সে দেবে পর্দার নীচ দিয়ে। ধুতিও দিতে গেলে এইভাবেই দেবে পরস্পর পরস্পরকে।

কথান্তর

মাটিৎ যে দশ ঠাকুরলা রইচে অমরা জগাইক জিগাস কোলে'।

—কেনে তুই পিড়া খনৎ খাড়া হইসি

জগই—অর সথে বন্ধু পুছবার তানে।

—অয় নোকটু খুব খারাপ

—হোক খারাপ তাহ পুছিম।

—অর গরু ছাগলে যুদি তোর ক্ষেত খায়

—তাহ মাপ।

—তোর বেছুয়াটা নিহানে যুদি পালায় যায়

—তাহ মাপ।

—এক দিনের তানে না চিরদিনের তানে

—চিরদিনের তানে—সুখে দুখে বিপদে আপদে শমশানে-ঘাটে

—বন্ধু যে পুছলেন কে সাক্ষী থাকিল—

—আকাশত চন্দ্র সুর্য আর তারা মাটিত দশঝন।

ব-খেলা

হালুয়া-হালুয়ানী

চরিত্রলিপি

হালুয়া	···	একজন চাষী
হালুয়ানী	···	তাব বউ
সাপুটার	···	অভিনয়ে সাহায্যকারী। যেন একজন প্রতিবেশী বা চাষী। সংপুটকার, সূত্রধার
জুলুম	···	একজন মাহাত্ বা ওঝা বা গ্রামীণ চিকিৎসক
আজু	···	হালুয়ানীর দাদু
দিদি/বাই	···	হালুয়ানীব দিদিমা

একটি গাই, একটি বলদ

বন্দনা

শ্যামা মায়ের নামটি তোমার
মা বলিয়া ডাক রে ডাক
পূরবে বন্ধনা করি ধর্ম নিরঞ্জন
তাহারও চরণ বন্ধি মস্তকের উপর
উত্তরে বন্ধনা করি কালীমায়ের চরণ বন্ধি
তাহারও চরণে হামরা পরণাম করি।
পশ্চিমে বন্ধনা করি পীরসাহেবের চরণ বন্ধি
তাহারই চরণে হামরা সেলামও করি
দক্ষিণে বন্ধনা করি গঙ্গামায়ের চরণ বন্ধি
তাহারই চরণে হামরা পরণামও করি।
আসরে বন্দনা করি দশবাবাব চরণ বন্ধি
তাহারও চরণে হামরা পরণামও করি।
বন্ধনা করিতে হামার হইল অনেকক্ষণ
এই আসরে গাওনা হবে হালুয়া হালুয়ানীব খন।[১]

হালুয়া[২]-হালুয়ানীর[৩] উঠোনে

হালুয়া : গান

উঠেক উঠেক বাই নওদারী[৪]
হাল বহিবা যাছুং মুই ভুরভুসি ডাঙ্গি[৫]
(ওকি ও মরিরে) আমল[৬] পন্তা নুনেব ছিটা
আর নেগাস[৭] তুই মরিচের গুণ্ডা[৮]

১. খন—পালা, 'বন্ধনা করিতে...হালুয়ানীর খন' অংশটি গোড়ায় শুনিনি। পরবর্তীকালে সংযোজিত, ২. হালুয়া—যে হাল বয়, ৩. হালুয়ানী—হালুয়ার স্ত্রী, ৪. নওদারী—নবদারী, নবপরিণীতা স্ত্রী, এক সন্তানবতী মহিলা ও নওদারী ৫. ভুরুভুসি ডাঙ্গি—একটি চাষের ক্ষেতের নাম, ৬. আমল—অম্ল, ৭. নেগাস – নিয়ে যাইস, ৮. গুণ্ডা – গুঁড়া।

পা-ন্তালা মাখিয়া নিগাইস তুই ঘিউ[৯] দিয়া
এখেত চৈত্‌মাসের রোদ
ভোক[১০] চাইতে পিয়াস মুখৎ
পান্তালা ধরিয়া যাইস মোর হাল বাড়ী

পথের মধ্যে

সাপুটার : এঠিনা কি কেদু[১১] যাছি ?
হালুয়া : যাবা চাহাচু ভাই হাল বোহিবা।
সাপ টার : হালনে বহিবা যাচ্ছি গোল্‌লা[১২] কাহা ?
হাল যা : হোদেখ ভাই ঠিকেইত। (গোরু আনতে বাড়ী মুখো হয়)
সাপুটার : এই শুন শুন।
হাল য়া : কেনেহে ?
সাপ,টাব : কেনে তোর বাড়ীতে লোক নাই।
হালুয়া : ছোনি, মোর হালুয়ানী ছে বাড়ীত্‌।[১৩]
সাপ টার : অকে ডাকদে। যাত্রা করি ফালাইছি। ওহে আনি দিবে গরু দুইটা।
হালুয়া : তুহে ডাক দেনিতে ভাই।
সাপ,টার : তোর হালুয়ানী তুহে ডাক দিবে। মুই ফের কেনং করি ডাক দু। তুহে ডাকদে।
হাল য়া : মকে ডাক দিবা হোবে। আচ্ছা তাহলে ডাক দুদি। শুনা পালো। শুনাপালে না নাইতে।
হাল য়ানী : কি কহচেনতে। কি কহচেন। কি কোরবা ডাক দেছেনতে।
হাল,য়া : মুই ভাই বড়য় ভুল করি ফালায়সু।
হাল,য়ানী : কি ভুল কোইলেন।

৯. ঘিউ—ঘি। ১০. ভোক ক্ষুধা, ১১. কেদু—কোথায়, ১২. গোল্‌লা—গোরুগুলো। বহুবচনে 'লা' ১৩. ছোনি মোর হালুয়ানী ছে বাড়ীত—নেই আবার ? আমার হালুয়ানী বাড়িতে আছে।

হালুয়া : কেনে মুইত ভাই হাল বোহবা যাছু গোর দুটা ছাড়িয়া আইসচু

হালুয়ানী : তোমরায় ফের হালুয়া।

হালুয়া : যা যা ভাই গোর দুটা তাড়াতাড়ি আনি দে।

হালুয়ানী : তাহলে যাবায় হোবে। তাহলে যাছি।

(প্রস্থান)

গরু দুটো নিয়ে প্রবেশ

হালুয়ানী : এই ন গরু দুইটা

হালুয়া : গোরু দুটা দে ফের আনি দিলো। একটা মোর কথা শুন।

হালুয়ানী : কি কথাছে তমার।

হালুয়া : হাল বহিবা যাছু মুই জলপান নিয়াযাইস।

হালুয়ানী : জলপান ধরি যাবায় পারিম নি।

হালুয়া : কেনেহে যাবা পারিবো নি—

হালুয়ানী : যখন জলপান ধরি যাবা কহছেন তাহলে হামার একটা কথা শুন।

গান

শুন শয়ামী[১৪] জলপান ধরি হামরা স্বামী যাবায় পারিমনি।
বাসিকামলা করিতে হবে মোর দেরী
হামরা স্বামী যাবায় পারিম নি।
থালি বাটি মাজিতে মোর হবে দেরী
হামরা স্বামী যাবায় পারিম নি।

হালুয়া : কেনে তুই জলপান ধরি যাবা পারবিনি। তাহলে মোর একটা কথা শুনেক

১৪. শয়ামী—সয়ামী, স্বামী।

গান

হালখান জ্বরেছ্ব বাড়ীর প্ববপাকে
পান্তালা নিগাইস তুই তাড়াতাড়ি কবি
ও মরিরে কাইলছ্ব বেলার খোরাকে[১৫]
পান্তালা নিগাইস তুই তাড়াতাড়ি করে।

হাল্বয়া : শ্বনা পালেক হাল্বয়ানী ?

হাল্বয়ানী : শ্বনা পাইসি। তাহলে কি জলপান ধবে যাবায় হবে।

হাল্বয়া : হে যাবায় হোবে।

হাল্বয়ানী : তাহলে ম্বই যাছ্ব। বেলা হয়া যাছে।

(প্রস্থান)

মাঠে

হাল্বয়া : হ হ গব দ্বইটা। গোরলা কেবাং[১৬] কবছে খালি বেলটায় বেলটায়[১৭] দেছে।

সাপ্বটাব : এই লোকটা, কেনং কোবে হালখান জ্ববছি। গর্ব দ্বইটাত উল্টা প্বল্টি হচে।

হাল্বয়া : হোদেখ উল্টা প্বল্টি হইলে।

সাপ্বটার : কালটা দিবা হোবে দাহি না পাকায়[১৮]। লালটা দিবা হোবে বাঁয়া পাকায়। তোর গর্ব তোরেই ফমনি[১৯] থাকে।

হাল্বয়া : হে হে মোক ফের আজকা কি ধোইসে[২০]। হাল চালকা ঘ্বর ঘ্বর হঃ হঃ যা যা হেইট।

সাপ্বটার : এই ভাই লোকটা হালখানাত বহি যাচ্ছি পন্তা খাইছি ?

হাল্বয়া : কেনে হে কি কোহেচিস হালের সময়। এমনে মোর রোদে আর ভোকে।

১৫. কাইলছ্ব বেলার খোরাকে—গতকাল একবেলা খেয়েছি, ১৬. কেবাং—কিরকম, ১৭. বেলটায় বেলটায়—উল্টে পাল্টে ১৮. পাকায়—দিকে, ১৯. ফমনি—মনে নাই, ২০. ধোইসে ধরেছে।

সাপ্টার : কেনং কাথা এখনো তুই পান্তা খাইসনি। লোকলার তো পন্তা হেজমে[২১] হইয়াছে। এখন তুই পান্তা খাইস নাই ?

হাল্য়া : নাই ভাই নাই। মোর হাল্য়ানীট দে ফের কি করছে।

সাপ্টার : হালখান ফকায় দে। ফকায়[২২] দিহিনে বাড়ীত্ যা।

হাল্য়া : হে ভাই এলা ফকায় দিবা হোবে। যারে যা দুই একটা পাক বোহিনে ফাকায় দিবা হোবে।

গান

আজিকার মনে ম ই হালখান দেছু ছাড়ি
ছাইগেরস্তি হয়া যাউক মাটি
ও কি ও মরিরে বেলা হইল দশ ঘটি
পন্তা নাই খাম পাথার বাড়ী[২৩]
বাড়ী যায়া দেখু শালী কুন কামত্ পইসি

হাল্য়া : হঃ হঃ দুইট হর। এংনা[২৪] জিড়াউ। জিড়াহানে ফাকায় দিম।

(বিশ্রাম)

গান

হাল্য়ানী : সাধের হাল্য়া পন্তা খাবুতে আগারে আগা
আধকাঠা[২৫] চাউলের গুণ্ডা
পিঠিত্ কইসু কাচুয়া[২৬] ছুয়া
সাধের হাল্য়া পন্তা খাবুতে আগারে আগা।

মোর হাল্য়া দে কোন তিনা[২৭] হালবহছে কোহিত যায়নি। এঠনায়ত[২৮] মামা শ্বশুরের বাড়ীছে এংনা

২১. হেজমে—হজম, ২২. ফকায়—ফেলে, ২৩. পাথার বাড়ী—শস্য রোপা-গাড়ার আগের ক্ষেত বা জমি, ২৪. এংনা—একটু, ২৫. কাঠা—বেতের তৈয়ারি চাল মাপার পাত্র, ২৬. কাচুয়া—কাঁচ, ২৭. তিনা—কোনদিকে না, ২৮. এঠনায়ত—এইখানে।

ডাকায় দেখ্দি। হা বাহে মামা শ্বশ্রও। হা বাহে মামা শ্বশ্র।

সাপ্টার (মামা শ্বশ্র) : কি কহচেনতে বই[২৯] কি কহচেন। তাড়াতাড়ি কহ হামাকফের একঠিনা যাবায় হয়।

হাল্য়ানী : তমার ভাগিনাক দেখিছেন কোনতি হালবহচে।

সাপ্টার : ঐ দেখ ভুরভুসি ডাংগীর কদমের গাছটর গোড়।

হাল্য়ানী : ও কদমের গাছটর গোড় হাল্য়াট হাল বহচে হামার।

সাপ্টার : হেঃ হেঃ ঐ কদমের গাছটার গোড়।

হাল্য়ানী : কহাতে হাল্য়া। হালয়া—হাল্য়া।

হাল্য়া : এলা ব্ঝি মোর হালয়ানীটা জলপান ধরে আসচে। কে উভা[৩০] হাল্য়ানী নাকি। কি তুই জলপান আনিসি।

হাল্য়ানী : হে জলপান আনিছ্। আইস জলপান খাও।

হাল্য়া : তে আন, আন। এলা খ্নতে[৩১] আসচিতে। আন এঠনায় খাবা হোবে।

হাল্য়ানী : এইনাও তাড়াতাড়ি করে খাও।

হাল্য়া : চাউলের গ্ড়ো আনিসি আধকাঠা আর জল আধ নট্য। নোঁদ এইং না জলদি কেনং করে খাল যায়। (খেতে গিয়ে বিষম খাবে যেন খাবার গলায় আটকে গেছে। শ্বাস কষ্টে হাল্য়া হাঁসফাঁস করে। সে সময় হাল্য়ানী বিচলিত হয়ে হাল্য়ার ব্ক মালিশ করতে থাকে।)

সাপ্টার : এই নাও এমার কি হইসে হে হালবাড়ী ব্ক দলাদলি করচেন। ব্যাপারটা কি?

হাল্য়া : বেপার হচে ভাই এই দে মোর হাল্য়ানীটা চাউলের গ্ড়ো আনিসে আধকাঠা আর জল আনিসে আধনটা[৩২]। নোঁদ এই খান জল দিয়া কেনং করে খাওয়া যায়। তে

২৯. বই—ভাগ্নে বৌকে সম্বোধনে, ৩০. উভা—সম্বোধনে, ৩১. এলা খ্নতে—এতক্ষণে, ৩২. নটা—লোটা।

মনের সঙ্গে চিন্তা করে দেখন; চাউলের গ‚ড়োলা যখন নিয়া আইচে তখন খাবায় হোবে। এই ত্য ভাই খাবা ধোরন এম‚নভাবে টুটিত নাগিল তে ভাই কিছু‚তেই আর ছ‚টেনি। তাতেই ভাই হচে ব‚ক দলাদলি।

সাপ‚টার : ত‚ই ফের কেনং তে হে ?

হাল‚য়া : কেনে হে ?

সাপ‚টার : কেনেহে ? ঐ রকমের যদি মোর ঘোরনীটা[৩৩] এতটা করিহানে পন্তা নিয়া আনল হয় তাহলে দেখলোই দি।

হাল‚য়া : কি দেখলো হই।

সাপ‚টার : দেখলোই মানে মারি সারা করে দিবা পারন; ইনা নাই ? তোর কি রাগ ব‚লতে কিছ‚ ছেইনি ?

হাল‚য়া : কি কোহেচিস ত‚ই। মোর রাগছে নি। (হাল‚য়া হাল‚য়ানীকে মার দেবে এবং হাল‚য়ানীর কান্না শ‚র‚ হয়ে যাবে)

হাল‚য়া : আই দেক ঐলা ফের লোকের কথা ধরে। লোকের কথা ধোরবা নি হয়। লোকের কথা ধরে মারছিন; এলা কানবা ধোলে। এলা কি করা যায়। ত‚ই কিছ‚ কোরি দিবা পারবো না কি ? (হাল‚য়ানীর কান্না থামাতে গিয়ে হাল‚য়া কেঁদে ফেলবে। আবার হাল‚য়ার কান্না থামাতে গিয়ে হাল‚য়ানী কেঁদে ফেলবে। অন্তরান্তর কান্না)।

সাপ‚টার : এঠনায় ভাই এংনা কান্না কান্নি ধরিসে ম‚ই ভাই কিছ‚ কোরি দিবা পারিম নাই।

হাল‚য়া : আচ্ছা ভাই ত‚ই যদি জানিস তাহলে ত‚ই মোর কিছ‚ করে দে।

৩৩. ঘোরনী— ঘরণী।

সাপ্‌টার : মুই পারিম নাই তবে জুলুম নামে একজন মাহাতছে ওঠিনা যা ওহে পারবে। ওরঠিনা যা।

(একই মঞ্চে দু'বার পাক দিয়ে ঘুরে দৃশ্যান্তর ঘটায়)

হালুয়া : আচ্ছা জুলুম দাবঠিনা যাউঁদি। জুলুম দা ও জুলুমে দা।

জুলুম : মোকদে ফেব কে জুলুম দা জুলুমদা করে ডাকছে কে। যাউঁদি কে ডাকছে। কে উভা ?

হালুয়া : কাম দিবো জুলুম দা। তোক মুই এলাতে ডাকাছু লোকটাব চাল শব্দ কিছুই নাই।

জুলুম : তমাব বেপাবটা কি হইসে তে ?

হালুয়া : হামাব বেপাবটা শুনিস। এইত একটা লোক আইসা কহিল খাওয়া দাওয়াব বেপারে হামার চলিসল তখনতি হে পাস রকম কথা কহা কোহি হইল। তখনেই মোব আগ জ্বলি গেল তে ভাই, ধরি যা কয়টা মার লাগাইসু হালুয়ানিটা কানবা ধোলে যখনেই কানবা ধোলে তখনেই চুপাসু। অয় কান্দেছে কান্দেছে মুই চুপেছে। একটা লোক আসিহিনে কহিল তুই জুলুমদার ঠিনা যা। জুলুমদা কান্দা কান্দির জল কষি[৩৭] দিবা পাবে। তে ভাই মোক জল কোষিদে।

জুলুম : জল ত কাষিয়া দিম তে টপ করে যা একটা কোচুর পাত ত উলটা পাকায় জল নিয়াসিস।

হালুয়া : উলটা পাকায় জল আনবা হোবে। তে ভাই তুই তাহে থাকিস মুই এলায় নিয়া আসিম।

(মঞ্চে দুবার পাক দিয়ে জুলুমের কাছে ফিরে আসে)

জুলুমের

মন্ত্র : হরি কিট কিট জবদর খিল[৩৫]

ঠুকিয়া দিলে কাচনার বিল*

৩৪. জলকাষি—জলে মন্ত্র মাহাত্ রীতি, ৩৫. জবদরখিল—বেশ ভালভাবে আটকে দেওয়া। *কালিয়াগঞ্জ থানা এলাকায় এই নামে একটি বিল আছে।

কাচনা বিলের ধান খালে বানে
পুব মুখে বসিয়া ডেনকা[৩৬] বাবুর
চেকা[৩৭] নাকটা টানে।

জুলুম : এই খান জল তোর বহুক ছিটায় দিবে আর তুই এংনা ছিটায় নিবো।

(হালুয়া হালুয়ানীর কাছে এসে অনুরূপ নির্দেশ মানলে হালুয়ানীর কান্না থামে।)

হালুয়া : কান্না—কানিত কপাল মাইল্লু তুই বাড়ীত যা ধানের বিচন[৩৮] লা আনিস। ধানলা বুনিহলে মহ বাড়ি যাচ্ছু।

গান

ফসলখান বুনিয়া যাছু মুই
যা করে ভগবান হরি।

হালুয়া : যাক হালখান ফকায় দু।

দৃশ্যান্তর

হালুয়ানী : মোর হালুয়াটর খুবই অসুখ এলা দে কেনং করে দিন যাবে।

(হালুয়ানীর বাই ঠাকুর দিদি প্রবেশ)

দিদি : কি কোরছি হেথাগে হালুয়ানী।

হালুয়ানী : কি শুনবো মোর দুঃখের কাথালা, মোর স্বামীর খুবই অসুখ।

দিদি : অসুখ হইসে তো কি হইসে।

হালুয়ানী : শুনবা চাহাচিস।

গান

মোর মনটা কান্দেছে গে বাই
জোহিলা পড়া[৩৯] টাক দেখিয়া

৩৬. ডেনকা—রোগাশোকা, ৩৭. চেকা —চিকন, সরু, ৩৮. বিচন—ধানের বীজ, ৩৯. জোহিল-পড়া—অশক্ত, অসমর্থ।

গরম জলের নোটাটো মিছরির ডিকাটো
লইয়া কতয় করিম মুই উঠাবসা
আধা রাতিয়া।

হালুয়ানী : শুনা পালে দিদি।

দিদি : শুনাত পালু। কান্দিয়া কি হোবে বাড়ী চল।

(প্রস্থান)

দৃশ্যান্তর

হালুয়া : এংনা মুই আজুর বাড়ী যাবা চাহাচু। আজু, আজু।

আজু : কে উভা রে। কেনে কি হইলে তোর।

হালুয়া : কি শুনবো ভাই মোর দুঃখের কথা।

আজু : কি দুঃখ পোইসে তোর।

হালুয়া : আচ্ছা শুনিস ভাই।

গান

আজুগে সখ করিয়া কোনু বেহা গে আজু
ভোগ করিবায় পান্নু না।
বেহা করিয়া আজুগে
বাঁচেছু কিনা
ডাক্তারে দেখিলে হাত গে আজু
আতুল বাতুল[৪০] কধু[৪১] কুণ্ঢা[৪২] নাহুশাক
সেই গুলাত মোর খাবায় মানা

আজু : বেহা কোলতে কি হইল রে।

হালুয়া : এইট শুনবা চাহাচিস তুই।

আজু : শুনিম নি না শুনলে কেনং হোবে।

৪০. আতুলবাতুল—এটা সেটা, নানারকম, ৪১. কধু—কদু, লাউ,
৪২. কুণ্ঢা—কুমড়ো।

হালুয়া : গান

কোটিখান হইলে তারি পুন্দিয়া[৪৩] গে আজু।
ঢেল ঢোকস্[৪৪] হইসে গে আজু মাথাটা।
বেহা করিয়া আজু গে আজু বাচেছু কিনা।
ডাক্তারের দেখিল হাত গে।
কদু কুণ্ঢা নাউ শাক সেহলা তো খাবায় মানা।

খাবা কহছে মাগুর মাছ, খাবা কহচে পাপিতা[৪৫] খাবা কহচে মুখ কালাইয়ের ডাইল। এইলা মেটাবায় পারিম না খাবায় পারিম।

আজু : এলা তুই কি কোরবা চাহচিস।

হালুয়া : তে এইলা কথা বাহে। তুই এঠিনা থাকিস মুই এলায় আসিম।

(হালুয়ানীকে নিয়ে আসে)

এই নে তোর নাতিনিক। মোর অসুখ ভালয় হবে না আর রাখিমকনি।

আজু : শুনে শুনে এডা ফের কেনং কাথা। অসুখ কি কারও হয়নি।

হালুয়া : নাই ভাই মুই আর রাখিম কেনি। তুই যখন বেহায় দিলি এই তোর নাতিনিক ফেরৎ নে।

(হালুয়া চলে গেল)

৪৩. কোটিখান হইলে তারি পুন্দিয়া—কোমর পাছা শুকিয়ে গেছে, ৪৪. ঢেল্ঢোকস্—মাটির ঢেলা। জমিতে চাষের পর বড় বড় মাটির ঢেলাগুলোকে বলা হয় ঢেল্ ঢোকস্ ৪৪. পাপিতা—পেঁপে।

সংযোজন

॥ মুখা-খেলা ॥

প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসংগীত

২য় খণ্ড ঃ সগ্রহ

ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক পৃঃ ৩৭৭

হালুয়া-হালুয়ানী। সংগ্রাহক। পরশুরাম রায়।

বালাপাড়া, জলপাইগুড়ি

(লাঙল-জোঙ্গাল হাতে লইয়া হালুয়া গান করিতে করিতে আসিতেছে)

গান

ও মুই বাইর হনু[১]রে
নতুন রসের হালুয়া[২]
কোনোয়[৩] গিরিয়ে[৪] হাল না দেয়[৫]
ও মোর মাইয়া গ্যাদেরা[৬] ॥
মুই যাছোঁ[৭] হালো-বাড়ী[৮]
ছোয়া বেড়ায় টাড়ী-বাড়ী[৯]
কান্দিয়া বেড়ায়—
বাপুরেকিবাপুরে করিয়া ॥
মাইয়া[১০] চাহাচে ছিলিকের শাড়ী[১১]
হাতত নাই মোর টাকা-কড়ি—
মাইয়া ধরিছে বাহেনা[১২] ॥
(হালুয়ার আসরে প্রবেশ)

১. হনু—বাহির হইলাম, ২. হালুয়া—অল্পবয়সের কৃষক, ৩. কোনোয় —কেহই, ৪. গিরিয়ে—গৃহস্থই, ৫. হাল না দেয়—চাষ করিবার জন্য আমাকে ভূমি দেয় না। 'হাল না দেওয়া' অর্থ প্রজা হিসেবে জমি চাষ করিতে না দেওয়া, ৬. গ্যাদেরা—বোকা, বে-হিসাবি অপরিষ্কার ইত্যাদি অর্থে, ৭. যাছোঁ —যাইতেছি, ৮. হালো-বাড়ি—হালবহা হয় যেখানে, অর্থাৎ ক্ষেতে ৯. টাড়ীবাড়ী—পাড়ায় পাড়ার ১০. মাইয়া—বউ, ১১. ছিলিকের শাড়ী- সিল্কের শাড়ী চাহিতেছে, ১২. বাহেনা—বায়না।

জনৈক পথিক : কি রে হালুয়া, খুবে[১৩] যে দুঃখে করোছিৎ[১৪]।

হালুয়া : দাদা, কি আর কহিম মোর দুঃখের কথা। কহিলে আর চলে না[১৫] মাইয়া শালী মোর কাথায়[১৬] শোনে না।

জঃ পঃ : কেনং কহ দি[১৭] ?

গান

হালুয়া :
মাইয়ার বড় ঠেলারে দাদা,
মাইয়ার বড়ো ঠেলা।
মাইয়া পিন্ধে, অং-ঢঙের পাটানী
মোর কাঙ্গোতে[১৮] ছিঁড়া খ্যাঁতা[১৯] ॥
ওরে ঢেনা[২০] ছিনু, ভালো রে ছিনু।
বিহো[২১] করিয়া জ্বালাৎ পাইনু—
মাইয়া এলা[২২] ধরিছে বাহেনা ॥

জঃ পঃ : ভাই, তুই যে এতোলা[২৩] কাথা কহিলো, মুই তো কিছুই বুঝিবা[২৪] নাই পানু।

হালুয়া : ভাই, তুই যখন মোর কথাটা কিছুই বুঝিবা নাই পারলো,[২৫] তো দেখেক মোর অবস্থা। এই দেখেক চিঁড়া[২৬] ধুতিটা, চিঁড়া পিরানটা, চিঁড়া পাগুড়িটা, চিঁড়া গামছাটা। যেইটে হাত দ্যাছোঁ[২৭] ভাই, সেইটে[২৮] চিঁড়া। কহ কেনে, মোর নাখান[২৯] দুখ আর কার আছে। ঢেনা ছিনু জেলা, সেলা ভাই জুতা পিন্ধিধচুঁ, জামা পরিছুঁ।

১৩. খুবে—খুবই, ১৪. করোছিত—করিতেছিস, ১৫. চলে না—কওয়া যায়না, ১৬. কাথায়—কথাই ১৭. কহ দি—কি রকম বল দেখি, ১৮. কাঙ্গোতে—কাঁধে, ১৯. খঁ্যাতা—ছেঁড়া কাপড়, ২০. ঢেনা—অবিবাহিত, ২১. বিহো—বিবাহ, ২২. এলা—এখন, ২৩. এতোলা—এতোগুলি। ২৪. বুঝিবা—বুঝিবার, ২৫. পারলো,—পারিলি, ২৬. চিঁড়া—ছেঁড়া, ২৭. দ্যাছোঁ—যেখানেই হাত দিতেছি, ২৮. সেইটে—সেইখানেই, ২৯. মোর নাখান—মতো।

জঃ পঃ : অ হ তোর তো খুবে দুঃখ।

হালুয়া : দুঃখের কাথা না কহিসরে। মোর দুঃখের কাথা শুনিলে আতি না পোহায়[৩০] চকুর পানি না নহে[৩১]। তো মুই এলা কনেক হাল বহাবা যাও[৩২]।

(পথিকের প্রস্থান। হালুয়া হাল বহিতে লাগিল। হাল বহিয়া ক্লান্ত হইল। শেষে দেখিল, নিকটেই একটি যুবতী আসিতেছে। তাহাকে দেখিয়া সে গান গাহিতে লাগিল)

হালুয়া : এক-পাক, দুই-পাক হাল বয়হা রে
নদারীক দেখোঁ[৩৩]
মনটা কহচে রে[৩৪] শালার
এইঠে রে বসোঁ[৩৫]

(লাঙলের মুঠি ছাড়িয়া দিয়া হালুয়া গালে হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। সেই পথিকের পুনরায় প্রবেশ। সে কহিল—)

জঃ পঃ : কি রে হালুয়া, হাল ছাড়ি দিয়া তুই বসি গেলো যে ?
(পথিকের কথায় হালুয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং হালের মুঠি ধরিয়া হাল বহিতে বহিতে গাহিতে লাগিল—)

গান

হালুয়া : ও মোর এ্যাল গাড়ী রে,
তামানে[৩৬] কলেরে চলে।
দেখা দে গে মাই তুই নানান ছলে॥
(গান গাহিতে গাহিতে আবার সে লাঙ্গলের মুঠি ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া পড়িল। পথিক কহিল—)

৩০. না পোহায়—রাত্রি পোহাইয়া যায়, তবু দুঃখ শেষ হয়না, ৩১. পানি না নহে—না রহে, ৩২. বহাবা যাও—এখন আমি একটু হাল বহিতে যাই, ৩৩. দেখোঁ—নববধূকে দেখি, ৩৪. কহরে—মনটা কহিতেছে, ৩৫. বসোঁ—এইখানে বসি, ৩৬. তামানে—সবই।

জঃ পঃ : কি রে হাল্য়া, হাল ছাড়ি দিয়া তুই বসি গেলো যে ?

(হাল্য়া আবার উঠিয়া দাঁড়াইল এবং হাল বহিতে বহিতে গাহিতে লাগিল—)

গান

হাল্য়া : একপাক, দুইপাক, হাল বয়হারে,
নদারীক দেখোঁ—
মনটা কহচেরে শালার
এইঠে রে থাকু[৩৭]।

(লাঙলের মুঠি ছাড়িয়া দিয়া হাল্য়া এবার ক্ষেতের উপর শুইয়া পড়িল। পথিক কহিল—)

জঃ পঃ : কিরে হাল্য়া, হাল ছাড়ি দিয়া থাকিলো যে ?

হাল্য়া : আর মোর দুঃখের কাথা না কইস। সোগারে মাইয়া খোরাক[৩৮] ধরি আসিল্। মোর মাইয়া এলাও নাই আইসে। ভোকে তিষষায় জানটা মোর নিকালিবা ধইচ্চে[৩৯]।

পথিক : দ্যাখেক হাল্য়া, তোক একনা কাথা কওঁ। তোর মাইয়া যখন তোর ময়হা[৪০] না করে, তখন তুই উয়ার ময়হা কি করিবো। মোর কাথা ধর—হাল ছাড়ি দিয়া তুই নিধুয়া পাথাবত্ চলি যা।

(মনের খেদে হাল্য়া জঙ্গলে চলিয়া গেল। এদিকে হাল্য়ানী টোপলা বাঁধিয়া হাল্য়ার খাদ্যদ্রব্যাদি লইয়া গান করিতে করিতে প্রবেশ করিল—)

৩৭. থাকুঁ—শুই। ৩৮. মাইয়া খোরাক—বৌ খাদ্য লইয়া, ৩৯. ধইছে—বাহির হইবার উপক্রম হইয়াছে, ৪০. তোর ময়হা—মায়া।

গান

হাল্যানী : ওগে ননন বাই[৪১]

যার হাল্যা গেইসে পাছে—

তার হাল্যা আসিল আগে।

মোর হাল্যার এলাও নাগাল নাই ॥

ওগে ননন বাই,

এক কাঠা চাউলের গংড়া[৪২]

হাতোত্ নোটা পিঠিত্ ছোয়া

হাঁটুনি ফাবেনারে[৪৩] দূরের হাল্যা ॥

(পথিক তাহাকে বলিল—)

পথিক : হ'বা'রে বুড়ীর বেটী[৪৪], তমরা[৪৫] কোনঠে যাবেন ?

হাল্যানী : রে বা[৪৬] মুই কোনঠে আর যাইম, মোর হাল্যাটা গেইসে মাঠে, উয়াক[৪৭] যাছো খোরাক দিবা।

পথিক : তমার হাল্যা তো নাই, উয়ায় পালাইসে !

হাল্যানী : পালাইসে ? কোনঠে পালাইসে ? কিতায় পালাইসে ?

পথিক : হা বা' রে, যে ভোক নাগাইসে[৪৮] উয়ার,—হাল ছাড়ি দিয়া উয়ায় পালাইসে।

৪১. ননন বাই—ননদিনী দিদি, ৪২. গুন্ডা—গুঁড়া, ৪৩. হাঁটুনি ফাবে নারে—হাঁটিয়া সহজে আসা যায় না, ৪৪. বেটী—নারীকে সম্মান দেখাইবার সম্বোধন, ৪৫. তমরা—তুমি। "আপনি" অর্থে, ৪৬. রে বা—পুরুষকে সম্বোধন, ৪৭. উয়াক—উহাকে। ৪৮. নাগাইসে -লাগিয়েছে।

হালুয়ানী : কহঁাদ[49] মোক, উয়ায় কোনঠে পালাইল্। মুই দেখো দি কনেক অংসেয়া[50] দেখোঁ।

পথিক : হোর দেখ্ উয়ায় ওই জঙ্গলটাত্ পালাইসে।

(খুঁজিতে খুঁজিতে সেই জঙ্গলের মধ্যে হালুয়ানী হালুয়ার সাক্ষাৎ পাইল। দুইজনের মিল হইল।)

৪৯. কহঁাদ—বল দেখি, ৫০. অংসেয়া—অনুসন্ধান করিয়া, খুঁজিয়া

নটুয়া

নটুয়া

চরিত্রলিপি

গাইন, প্যাংচিয়া, দুইজন বাঈ বা 'ছুকরা'।

রাধা ও কৃষ্ণ দুটি চরিত্রের কথা থাকলেও মূল গাইন কৃষ্ণের ও একজন ছুকরা অথবা কখনো প্যাংচিয়া রাধার গান করেন। রাধা-কৃষ্ণসাজে কেউ সজ্জিত হন না।

'নটুয়া' গান আমি জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ থানা-অন্তর্গত মন্থনী হাটে বসে জটিয়া রায়ের (রাজবংশী) কাছে শুনেছি। জটিয়া রায়ের 'নটুয়া' গানের কিয়দংশ নমুনা হিসাবে সংকলনভুক্ত করা হয়েছে। ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক তাঁর 'প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত' গ্রন্থে (২য় খণ্ড পৃঃ ৫৪২-৫৪৩) কয়েকটি নটুয়া গান সংকলন করেছেন।

পশ্চিমদিনাজপুর জেলার হেমতাবাদ কালিয়াগঞ্জ ও কুশমণ্ডী থানার যথাক্রমে বীণা গাঁও, টুঙ্গেল বিলপাড়া ও রুয়ানগর গ্রামেও আমি কয়েকটি 'নটুয়া' গান শুনেছি। কিন্তু তখন অসুবিধাবশতঃ সংগ্রহ করা যায়নি। বর্তমান সংকলনভুক্ত 'নটুয়া' পশ্চিমদিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ থানার অন্তর্গত জগদীশপুর (ডাকঘর ঃ পাঁচভায়া) গ্রামনিবাসী আমার ছাত্র শ্রীমান রামপদ বর্মণ বি. এ. অনার্স কর্তৃক সংগৃহীত। শ্রীমান বর্মণ ওই গ্রামের নটুয়া গায়কদের (গাউনদার) কাছ থেকে এটি সংগ্রহ করেছেন। এই গানের দলের শিল্পীরা সকলেই কৃষিমজুর এবং পোলিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত বলে আমি শুনেছি। সাধারণতঃ কালীপুজোর পর দল বেঁধে এই গান করা হয়। 'নটুয়া চকচুন্দী' বা 'নটুয়া চোরচুরাণী' নামেও এই গান পশ্চিমদিনাজপুর জেলায় প্রচলিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, হেমতাবাদ থানার রশোনপুর গ্রামের মানবেন্দ্র সরকার পরবর্তী সময়ে আমাকে 'নটুয়া চোরচুরণী' গানের একটি খাতা সংগ্রহ ক'রে দিয়েছেন। জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ির অনন্য এক ক্ষেত্রকর্মী এবং শিক্ষক শ্রীদীনেশ রায় আমাকে কিছু 'চোরচুরনী' গান নমুনা হিসাবে দেখতে দিয়েছেন। বর্তমান সংকলনে এগুলো ব্যবহার করা হয় নি। শুধু এইটুকু বলে রাখা ভালো যে জলপাইগুড়ি জেলায় প্রচলিত 'চোরচুরনী'র সঙ্গে পশ্চিম দিনাজপুর জেলার 'নটুয়া চোরচুরনীর' মিল পাওয়া যাবে না।

১

রাধা : বেহানে[১] উঠিয়ে ওহে গোরা দিয়ে গেলো সারা[২]
ষোল শ গোপিনী সাজে একেটি রাধেকা[৩]
পাব কব নিলাজ কানাই রে বেড়িবাক[৪] চাই
নষ্ট হবে দহি দুধ বিক্রি বহে যায়।
তুই হোলো সুন্দর কানু ঘাটে ভাঙ্গা লাও
কুণ্ঠা[৫] রাখিম্ দধি প্রসাদ কুণ্ঠা জুরাম[৬] গাও।

২

কৃষ্ণ : ভাঙ্গা নাহি টুটা নাহি বজারিয়া ভাবি[৭]
হাতি ঘড়া[৮] পাব করু তুই কতয় ভাবি
কেশবা ছাড়িয়া রাধে গড়ায়[৯] চাপে বস
মুটে মুটে[১০] পানি ছেক লজ্জায় কেন মব
কাচলি[১১] চিড়িয়া রাধে গারিনু[১২] সকল
প্রাণ শান্তি হইয়া রাধে টুটে গেল্ জল

৩

রাধা : বহেরে দক্ষিণা বায় টলমল করে লাও
ডুবাইলো মোক আগম দরিয়ার জলে

১. বেহানে—ভোরবেলায়, ২. সারা—সাড়া, ৩. ষোল শ' গোপিনী সাজে একেটি রাধিকা (ভাগবৎ) ৪ বেড়িবাক—বেড়াতে, ৫. কুণ্ঠা—কোথায়, ৬. জুরাম—জুড়াম, জুড়াব, ৭. বজারিয়া ভারী—বজরা, নৌকা ভাল, ৮. ঘড়া—ঘোড়া, ৯ গড়ায়—গোড়ায়, ১০ মুটে মুটে—মুঠিতে মুঠিতে, ১১. কাচলি—কাঁচলি। মেয়েদের বক্ষবন্ধনী। কিন্তু এখানে বস্ত্র, ১২. গারিনু—গাড়িনু।

ফাকরি[১৩] এক

গাইন : কাক কলংকে পাখি শিয়াল চন্দ্রমুখি
রাজহংস হল্লা ব্যাঙ[১৪] ব্রাহ্মণের আঘুতি[১৫]
ফেচকাইচু[১৬] ঠ্যাঙ
তুইরে বোগলা[১৭] মোক খাবো।

প্যাংচিয়া দোয়ার[১৮] : সেইড মানে ত বুঝবায়নি পারনু বারে[১৯]। মোক বুঝায় দেতবারে। ইড কাথা কে কোহালে[২০] বারে।

গাইন : সেই ড মানে উড চ্যাঙ মাছট কহচে বারে। একদিনকা একজন বারাহ্মাণ[২১] জজমান করা যাতে যাতে আরকি আষার[২২] শায়নের দিনত্ বিলডত্[২৩] একটা চ্যাঙ মাছ পাইচে বারে। তে মাছট ত শানে[২৪] গিছে ঐ জলত্ কনিক[২৫] অয় ধুবা চাহিসল আরকি আর চ্যাঙ মাছত ছড়্পিয়ে[২৬] পালান দিছে। ঐঠিনা ছিলে একটা বোগলা তে সেই চ্যাঙ মাছট কহচে আর ইড।

৪

কৃষ্ণ : কোথা হইতে আইলো রাধে কোথায় তুমার ঘর
কিসের প্রসাদ আছে মস্তকের ওপর।

১৩. ফাকরি—ধাঁধা, ১৪. হল্লাব্যাঙ-কোলাব্যাঙ, ১৫. আঘুতি—সামনে, ১৬. ফ্যাচকাইছু—পা বাড়িয়ে দেওয়া, ১৭. বোগলা—বক, ১৮. হাস্যরস সৃষ্টিকারী ভাঁড়, দোহার এই চরিত্র উত্তরের লোকনাট্যে একান্ত আবশ্যিক, তবে কোথাও তার নাম ভিন্ন। দোয়ারকি ছাড়া নাটক জমে না, দর্শক আকৃষ্ট হয় না, ১৯. বারে—বাপুরে (সম্বোধনে), ২০ কোহালে—কহিলু, ২১. বারাহ্মণকে—'বাভন' উচ্চারণ করাই সাধারণ রীতি, ২২. আষার—আষাঢ়, ২৩. বিলডত্—একটি বড় জলাশয়ে, ২৪. শানে—মাটি কাদায় মাখা, ২৫. কনিক—খানিক, ২৬. ছড়্পিয়ে—ছড়পড় করে।

৫

রাধা : দহি আছে দুধ আছে খাওবে কানাই
সেই তুমার মনে আছে তাই তো হবার নাই।

ফাকরি দুই

গাইন : তালের পর[২৭] তাল তিন চক্কর তাল
গুজ-গুজিয়া[২৮] পাড়িয়ে মোর মাথার গেল ছাল
পড়িয়া ছিন, মুই মালার[২৯] ফানত্[৩০]
মালা বেটা বেচিয়ে[৩১] খালে আধ কাঠা ধানত্
ধুলাই[৩২] লুট-পুট-ধুলায় সুট-পুট, কাটিল তিন ফেচা[৩৩]
তিন ভুবন দেখাল মোক চিলা বেটা
একছিলে চিলা রানী তার প্রসাদে পান, মুই
আগম দরিয়ার পানি।
(কথায়) মুই একটা ফের শালুক পান বাবে।

প্যাংচিয়া : শালুক না শিলক[৩৪] বাবে?

গাইন : হঁ্যা হঁ্যা শিলুক বাবে।

প্যাংচিয়া দোয়ার : কোহোদিতে ইড কিসের খনড[৩৫] বাবে।

গাইন : ইড হচে শোল মাছের খনড বাবে। একটা শোল মাছ ছিলে বাবে। একদিনকাত একটা মাছুয়া মাছমারবা আসিয়ে জাল দিয়ে অক মারে লিলে

২৭. তালের পর······তাল—জেলের জাল বিছিয়ে মাছ ধরার ভঙ্গিতে, ২৮. গুজগুজিয়া—জালো কাঠি (লোহার তৈয়ারি), ২৯. মালা—মাহালদার, মালো অর্থাৎ জেলে, ৩০. ফানত্-ফাঁদে, ৩১. মালা বেটা বেচিয়ে···ধানত্—জেলে মাছের বদলে আধকাঠা ধান নেয়, ৩২. ধুলাই লুটপুট...সুট পুট—মাছ কাটার আগে মাটিতে ধুলোয় মেখে নেওয়া হয় তার বর্ণনা, ৩৩. ফেচা—(মাছের) লেজের দিকের অংশ, ৩৪. শিলুক—ফাকরির আরেক নাম। মূল কথা শ্লোক। ৩৫. খনড—ঘটনা।

তারপর আধকাঠা ধান দিয়ে বদলায় লিলে তেসেনা মালকানি[৩৬] ড ত ভূয়াবা[৩৭] বসিচে আরকি তিনখান ফেচা কাটিয়ে গিসল জল আনবা ঐখ্‌না আর উপরতে একটা চিলা আসিয়ে ছে দিয়ে লিয়ে চ্‌লে গেল আসমানত[৩৮] আর হিতিতে চিলানী কহচে দে তুই একলায় খাবো তেসেনা লাগায় দিছে মারামারি ঐ মারামারি করতে করতে শোল মাছ ফের ঐ সুযোগে পড়ে গিছে জলত্‌। তে হোল্‌ জীবনড রক্ষা। তাতে ম্‌ইই ইড লাগায় ল্‌গায় তাকরি বান্ধিচ্‌বারে।

প্যাংচিয়া দোয়াব : তাকরি না ফাকরি বারে।

গাইন : হ্যাঁ হ্যাঁ ফাকরি বারে।

৬

রাধা : পরের রমণী দেখিয়ে কান্‌ জলে[৩৯] বেনে মর
নিজ জান ভাঙ্গায়[৪০] কান্‌ বেহা কেনোন কব।

৭

কৃষ্ণ : ভাল্‌ ভাল্‌ সুন্দর নারী ভাল বলিস মোরে
মোর কপালে বেহা নাই কাইন[৪১] করিম তোরে।

৩৬ মালকানি জেলের স্ত্রী, ৩৭ ভূয়াবা—মাছ কাটতে। ৩৮· আসমানত—আকাশে ৩৯· জলে- জ্বলে, ৪০· জান ভাঙ্গায়—শ্রম দিয়ে। দেশী-পলি সমাজে বিবাহে 'কন্যাপণ' দিতে হয়। যে প্‌রুষ কন্যাপণ দিতে পারে—সে পরিশ্রমী ও সম্পদশালী বলে বিবেচিত। খ্‌ব পরিশ্রম করে চাষবাস করলে অর্থের অধিকারী হওয়া যায় বলে বিশ্বাস। ৪১· কাইন - এখানে বউ। আন্‌ষ্ঠানিক বিয়ে ছাড়াও কোন কুমারী বা বিধবাকে পত্নীরূপে রাখাকে দেশী-পলি-রাজবংশী সমাজে 'কাইন'বলে। কাইন-এর অন্য নাম নিকা। (দ্রঃ **Some Accounts of the Palis of Dinajpur, G. H. Damant : The Indian Antiquary Vol. I. 1872 P. 339).**

ফাকরি তিন

গাইন : কুহ্ কুহ্ বইলে যায় কুহ্কি নন্দন
বিরপাকে[42] পড়ে গেল পেঁচার বন্ধন
ঠকায় ঠকায় পেঁচার মাথাত্ কইচ্ ঘাও
তাহনি ছেড়ে, প্যাঁচা আপনার রাও
ক্যাচ ম্যাচ করি হামরা ক্যাচ ম্যাচ করি
পুন্দিত ঘুতা দিলে সহজে মরি।
(কথায়) মুই ত একটা ফের শালুক পানু বারে

প্যাংচিয়া দোয়াব: শালুক না শিলুক বারে

অধিকারী গাইন: হ্যাঁ হ্যাঁ শিলুক বারে

প্যাংচিয়া : তে ই ড কাব খনডতে বারে কোহোদিতে বারে

গাইন : ইড পেঁচডব খন্ ড বারে একটা ফানপেতা[43] ফান বসাইচে কুহুলিডব তানে তে কুহুলিড নি পড়িয়ে পাড়ে গিছে পেঁচ ড তে সেই পেঁচড কহচে ক্যাচ ম্যাচ করি হামবা ক্যাচ ম্যাচ করি পুন্দিত ঘুতা দিলে সহজে মরি তাতে মুই ইড লাসায় লুসায় তাকরি বান্ধিছু বাবে।

প্যাংচিয়া : তাকরি না ফাকরি বারে ?

গাইন : হ্যাঁ হ্যাঁ ফাকরি বাবে।

৮

রাধা : শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ওহে প্রভু দয়া কর মোবে
দয়া কর ওহে প্রভু কৃপা কর মোরে
কৃষ্ণের কথা কৃষ্ণের নাম বজ্রলিলের[44] সঙ্গে
সদা সেবা আছে মন মনতে পড়িল

৪২. বিরপাকে—বিপাকে, ৪৩. ফানপেতা—ফাঁদপাতা লোক। যে কোকিল টিয়া প্রভৃতি পাখি ফাঁদ পেতে ধরে, ৪৪. ব্রজলিলের—ব্রজলীলা।

৯

কৃষ্ণ : কালো কালো বলিস ওহে গোপীজি
মোক বিধুতায়[৪৫] করাইচে কালো আমরা করবো কি

ফাকরি চার

গাইন : কাংকুরী কুংকুরী[৪৬] পরম সুন্দরী
ঘরতে বাহির হো নমস্কার করি
লেপিচু মুছিচু সন্ধাইচু ঘর
পরণাম কোরাবোতে দুরে দুরে কর
কালকার ঘুকনে[৪৭] মোর আজি আইচে জবর

প্যাংচিয়া : ইড ফের কিডর খন্ড কহচে বাবে

গাইন : ইড মানে বুঝবা পারলো নি বারে শিয়াল ড আর কাকড়টর খন্ড বারে। শিয়াল গিছে কাকরটক আহার করবা। তাস্তে কাকরট কহচে আরকি—তাতে মুই ইড লাসায় লুসায় তাকরি বান্ধিচু আরকি—

প্যাংচিয়া : তাকরি না ফাকরি বারে

গাইন : হ্যাঁ হ্যাঁ ফাকরি বারে

১০

রাধা : ভাত শাগ নান্ধিয়ে[৪৮] ওগে রাধে হয় গেল তৈয়ারী
কৈসে জাগামু রাধে আজল সুয়ামি[৪৯]
শাশুড়ি হোল মোর বিরহলী[৫০]
নন্দন[৫১] মেরা ওহোরে হয় গেল কুটুনী[৫২]

৪৫. বিধুতা—বিধাতা, ৪৬. কাঙ্কুরীকুঙ্কুরী—কাঁকড়া, ৪৭. ঘুকনে—বকুনি, তিরস্কার, ৪৮. নান্ধিয়ে—রান্না, ৪৯. আজল সুয়ামী—বোকা, দাম্পত্য জীবনে অক্ষম স্বামী, ৫০. বিরহলী—বিমুখ, ৫১. নন্দন—ননদ, ৫২. কুটুলী—কুটিল মনের সখী. বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে বিখ্যাত কুটনীর লোকব্যাখ্যা।

অগর চন্দন লেহ্ রাধে কটরা ভরাইয়া
স্যুয়ামী জাগাইতে সুন্দরী চলে গেলা
একছিটা দুই ছিটা ছিটা তিনবার
ছিটাতে মোর স্যুয়ামী জাগেলা।[৫৩]

ফাকরি পাঁচ

গাইন : ভাবের বন্ধু জুয়ারে মিঠ[৫৪]
মাথত্ করে আনে দিলে কাউনের পিঠ[৫৫]
মুই দিনু রস তে হোল ধসধস
নিতে মরে গেলহলি

প্যাংচিয়া : ইড ফেব কিসের খন্ড বারে

গাইন : ইড আর কহিস না বারে—একটা ছণ্ডার সঙ্গে একটা ছুণ্ডীর ভাব ছিলে আর কি তে ভাবুয়া বন্ধুডর তুনে ত বন্ধুয়ানী ড একেবারে গরম গরম কাউনের পিঠ না মনে মনে খাবা আনিয়ে দিছে আর ঐ নে ভাবুয়া বন্ধু ড গরম গরম খাবা ধুইচে আরাকি বড় বড় গাসে[৫৬] গরম জিনিস ছুবেছে[৫৭] আর ত টুটিত্[৫৮] গিছে লাগিয়ে। তেসেনা ঐ নে একটা ফের ছণ্ডা ছিলে আর কি অয় তেসেনা দেখেছে যে লোকটত আলায় মরবে তে অয় দৌড়িয়েহেনে জল আনিয়ে টুটিডত দিলে ঢালিয়ে তে ত লোকটি যায়

৫৩ তুলনীয় চৈতা গান—'গটাভরি অগর চন্দন লহ হে রামা। ছিঁটি ছিঁটি সেঁয়ারে জাগায়েরেহো রামা'—গানের নাম চৈতা। শিশির মজুমদার 'উত্তর গ্রাম চরিত', ৫৪. জুয়ারে মিঠ—ভাবের বন্ধুর কথা মিঠা, ৫৫. কাউনের পিঠ—ভাকা পিঠা, ৫৬. গাসে—গ্রাসে, ৫৭. ছুবেছে—ছ্যাঁকা লেগেছে, ৫৮. টুটিত—গলায়।

হেনে পরসাগিলোক[৫৯] তেসেনা আরাম পালে। নিতে মরিয়ে গেলহি। তাতে ম্যুই ইড তাকরি বেনাইচু আর কি।

প্যাংচিয়া : তাকরি না ফাকরি বারে।

গাইন : হঁ্যা হঁ্যা ফাকরি বারে।

১১

রাধা : ভাত বা খাইয়া কানু মুখ পাখুরায়[৬০]
ধুতিয়া পর্ঘাড়ি[৬১] কান্দে ধনি[৬২] ধরতি[৬৩] লটায়
রাজা বিনে রাজ্য শুন্[৬৪] হেংস[৬৫] বিনে দহ শুন
শুন হোল্ মোর এঘব মুন্দিল[৬৬]
মুই ধনি কারণা করুরে।
ঘুর রে ঘুর রে কানু শ্রীপুর
মোর খায়ে যাওরে
কপালের লেখা করমের দোষ খন্ডাল না যায়রে
তেলসে জলি গেলি রাম গেলো রাতি
নয়নের জলে ভিজে গেলো মেরা ছাতি।[৬৭]

ফাকরি ছয়

গাইন : হাসলি নি সনালি[৬৮] চলকিয়ে[৬৯] বেড়ায়
কুড়ো নি[৭০] কাসাই[৭১] নি মল মল বাসায়[৭২]

৫৯. পরসাগিলোক—ঢোক গেলা, ৬০. পাখুরায়-ধোয়া, ৬১. ধুতিয়া-পাঘড়ি ধুতি-পাগড়ি, ৬২. ধনি—সুন্দরী ৬৩. ধরতি—ধরিত্রী, ৬৪. শুন—শুন্য, ৬৫. হেংস—হংস, ৬৬. মুন্দিল—মন্দির, ৬৭ ছাতি—বুক, ৬৮. হাসলি নি সনালি- সোনার হাসুলি। বালা গহনা। দ্রঃ The Rajbansis of North Bengal by Dr. C. C. Sanyal—'a short and thick silver necklace'—p-38 ৬৯. চলকিয়ে—পরিধান করে বেড়ায়, ৭০. কুড়ো ৭১. কাসাই—একরকমের গাছ, ৭২. মলমলবাসায়—সুগন্ধে আমোদিত হয়।

প্যাংটিয়া : ইড কিসের খনড্ কোহোদিতে বারে

গাইন : ইড হ্চে বকরা[৭৩] ডর খনড বারে

১২

রাধা : শ্কুনা লাখরি[৭৪] ও হোরে মোর মচাক গেলারে
আরওত না লাগিবে জড়া
কাউন বিরোগে[৭৫] সাইয়া মোকে তাজি গেলা
কাল মেঘা লীল মেঘা হো মিনতি কর্ তোর
আজ মেঘা বরষিলে রে এ দ্ন্দা পাথর[৭৬]

ফাকরি সাত

গাইন : চাকাত্ কোলে চিকিত কোলে[৭৭] মেঘের গর্জন
ঐ ঠিনা দে পান্ মুই বাপ-পুতের ধন
হকস বকস করে লিয়ানুন ঘর
থয় দিন্ চাকার পর হয় গেল পানি
খায় নিলে মোর ঐ চ্তমারানি[৭৮]
(কথায়) মুই ফের একটা শাল্ক কুড়ায় পান্ বারে

প্যাংচিয়া : শাল্ক না শিল্ক বারে

গাইন : হ্যাঁ হ্যাঁ শিল্ক বারে। একটা হাল্য়া গিসলে হাল বহবা তেসেনা মেঘ বলবা ধরিলনা আর পানি দুনে বাতাসে[৭৯] পথলে[৮০] পড়বা ধরিল হেই বড়া বড়া পথল তেসেনা একখান বড় পথল ত কুড়ায় আনিয়ে রাখে দিলে। অয় মনে করচে দেইখান মুই বুঝি

৭৩. বকরা—ছাগল, ৭৪. লাখরি—লাকড়ি, কাঠ, ৭৫. কাউন বিরোগে – কোন অপরাধে, ৭৬. দুন্দা পাথর—ঝড় শিলাবৃষ্টি, ৭৭. চিকিত কোলে—বিদ্যুৎ চমকানোর রূপ, ৭৮. ঐ চুতমারানি—স্ত্রীর উদ্দেশ্যে একটি গালি, ৭৯. দুনে বাতাসে-সহচর শব্দ। ঝড় বাতাস, ৮০. পথলে—পাথর, শিলা,

খুব ভালো জিনিস পানু লিয়ে যায় হেনে চাকার উপরত্ ত রাখে দিছে। তেসেনা পথল খান হয় গিছে জল তার মানে গলে গিছে তেসেনা তার তিরমাতটক্[৮১] ধরিচে মারবা দে তুহে খালো মোর জিনিস খান তাতে মুই ইড লাসায় লুসায় তার্কার বান্ধিচু।

প্যাংচিয়া : তার্কার না ফাকরি বারে

গাইন : হ্যাঁ হ্যাঁ ফাকরি বারে

ফাকরি আট

বড় ঘর দেখালো হরি
কাহার নি কিছু করি
বড় বড় খপা [৮২] লাড়িয়ে দেখি
কমরত নিছে দড়ি[৮৩]

প্যাংচিয়া : ইড কিড হোলতে বারে কোহোদিতে বারে।

গাইন : ইড বুঝবা পালো নি বারে! ইড হচে গসাই ড আর শিষ্টর খনুড বারে। গসাই ড শিষটক লিয়ে খিয়ে আর একখান বড় ঘরত্ বোহতলা গসাই শুতিয়েছে। তে শিষট আর দেখেছে দে সভারে বড় বড় খপাছে, আর কমরত ফের দড়ি কাহারনি। সেই মুই ইড লাসায় লুসায় ফাকরি বান্ধিছু বারে।

৮১. তিরমাতটক - স্ত্রী। স্ত্রী+মাতৃ>তিরমাত+টক। ৮২. খপা—চুল। সাধু-গোসাঁইদের বড় বড় চুল, ৮৩. দড়ি—শিকই। দেশী-পলি-রাজবংশীদের এবং ওই অঞ্চলের অন্য নিম্নবর্ণের বহু মানুষের জন্মের পর থেকেই কোমড়ে কালো বা লাল সুতো বেঁধে দেওয়া হয় তার নাম শিকই।

ফাকরি নয়

কেশপুর মে চোর ধরেলা
তালাপুর সে বিচার হুয়া
কটপুর সে পেচেত

প্যাংচিয়া : ইড ফের কিড বারে ?

গাইন : ইড বুঝলো নি বারে। মায়া লোকলার মাথাত্‌ কিবা বহচে বারে ?

প্যাংচিয়া : মায়া লোকলার মাথাত্‌ নুকুন[৮৪] বারে।

গাইন : হ্যাঁ হ্যাঁ নুকুনলা ড বারে। যখুনা মায়ালোকলা নুকুন মারে অখুনা মাথাডক চুলিলাতে নুকুনডক ধরচে আর হাতের তালাখনত্‌ রাখিয়ে বিচার করবে দে ইড কি ডিমাওনা নুকুন ড তেসেনা আঙ্গুলের খুড়ালা দিয়ে পেচেত্‌ করে মারে ফিলাচে। তাতে মুই ইড জড়ায় জাটায় ফাকরি বান্ধিচু বারে।

ফাকরি দশ

কুশ কুশিয়ার ভাই কুশকুশিয়া
লাম্বা ফোরটি রসিয়া
ঘাট ফোরটি নি রসিয়া
তিরিশ দশাংয়ে তিরিশ
ই ঢন্ডার পানি ই ঢন্ডাত্‌ দিস ॥

তাই দে মুই একট যে শালুক পানু বারে

প্যাংচিয়া : শালুক না শিলুক বারে।

গাইন : হ্যাঁ হ্যাঁ শিলুকবারে।

প্যাংচিয়া : ইউ কিডর খণ্ডতে বারে কোহোদিতে বারে।

৮৪. নুকুন - উকুন।

গাইন : ইড হচে গসাইড আর শিষটবারে। একাদিনকা আর কুহিস না। গসাইড আর শিষটয় চ.লে যাছে আরকি শিষের বাড়ি। আরদেনা রাস্তাডর বগলত্ ছে একখান কুশিয়ারের[৮৫] ক্ষেত। তেসেনা দেখিয়ে ওমাক কুশিয়ার খাবা মেনাইচে। শিষট ভিতরাতি ঢুকিচে কাটবা। ওয় ত বাশ বাড়ি ঢুকিয়ে বাশকানা। তাতে গসাইড কহচে কুশিয়ার……ঢণ্ডাত দিস।

ফাকরি এগারো

হর হর হর খাইতে হেমন দড়
একে লাথে ফিকে দিলে হাত দশেক বার
শিকনীর[৮৬] শ.গাল ছিটকিয়ে উঠে মহিপাল[৮৭]
সটকালপ.ন্দি মটকাল ঘাড়[৮৮]
ইখান কাম কেধনি[৮৯] করিম আর ॥

গাইন : কোহোদি বারে ইড কিড বারে

প্যাংচিয়া : ম.ই কাহা ব ঝবা পারছ. বারে

গাইন : ইড গর.ড বারে। মানে ছে শ.তিয়ে চিতর ভেলটাং[৯০] হয়ে হেনে আরকি। আর ইড কিবা কহচে শিকনী ড মনে করিচে যে গর. ব.ঝি মরে গিছে। যায় হেনে ত কটিখানত্ ম.খখান ঢুকায় দিছে যেমনে ঢুকাইচে তেমনে গর. ছিট পিটায় উঠিয়ে ঠ.কিল যে একটা লাত্ একেবারে শিকনির দশ বার হাত ফিকে দিলে। তাতে ম.ই ইড লাসায় ল.সায় তাকরি বান্ধিচ. বারে।

৮৫. কুশিয়া—আখ। ৮৬. শিকনী—শকুন, ৮৭. মহিপাল—পশ্চিমদিনাজপ.র জেলার কুশমণ্ডী থানায় মহীপাল দিঘি আছে। পালবংশের রাজা মহীপাল এই দিঘি খনন করেছেন বলে শোনা যায়। ৮৮. সটকাল প.ন্দি মটকাল ঘাড়—সর. পাছা যার তার ঘাড় মটকালো, ৮৯. কেধ.নি—কখনো। ৯০. শ.তিয়ে চিতর ভেলটাং—চলতি বাংলায় 'উল্টে চিৎপটাং'।

প্যাংচিয়া ঃ তাকরি না ফাকরি বারে।

গাইন ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ ফাকরি বারে।

ফাস গান*

জপেত মিরদঙ্গ ভায়ারে মোর মিরদঙ্গ রাখে তাল
বামে বসে কালী মায় রে মোর ডায়নে হনুমান

ফাকরি বারো

ছেলেক লকার ভাই ছোলেক লেকা
বসিয়ে করচিস কি ?
ঢুক দিখি তুই শক্ত কেমন মুই
দেখবা আসবে মোক লয়ে যাবে তোক
জান যাবে তোর গুহা ফাটবে মোর।

প্যাংচিয়া ঃ শালুকট ফের বুঝবা কাহা পারনু বারে।

গাইন ঃ বুঝবা পারলোনি বারে। ইড মাছ মারা ডিহিরি[৯১]ডর খনড বারে। ডিহিরিড মাছটক কহছে বারে।

১৩

কৃষ্ণ ঃ শিকিয়া ছিঁড্ডিল[৯২] বাংঘিয়া[৯৩] ভাঙ্গিল
ও মোর কাঙ্গের[৯৪] গেলি ছাল
কেমনে বহিমু রাধে তুমহার দধি ভাড়

* ফাস গান—আনুষ্ঠানিক লোকনাট্য ক্ষেত্রে দেখা গেছে পালা চলতে চলতে হঠাৎ গাইন ভিন্ন বিষয়ের অবতারণা করেন। মূল পালার সঙ্গে তার কিছুমাত্র যোগ থাকে না। বিষহরি, সৈত্পীর, লক্ষ্মীয়ালা বা লব-কুশ প্রভৃতি গানে তো বহু ফাস শোনা যায়। মিরবঙ্গ বাদ্যযন্দ্রের উল্লেখ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো যে নটুয়ায় এই বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার আবশ্যিক। ৯১. ডিহিরি—বাঁশের তৈয়ারি মাছ মারার একটি জাল, ৯২ শিকিয়া ছিঁড্ডিল—বাঁশের বা দড়ির তৈয়ারি। শিকিয়াতে হাঁড়ি-পাতিল রাখা হয় সেই শিকিয়া ছিঁড়ল, ৯৩. বাংঘিয়া—বাঁশের বাঁক। তার দু'ধারে জিনিসপত্র ঝুলিয়ে নেওয়া হয়। ৯৪. কাঙ্গের—কাঁধের।

ফাকরি তোরো

গাইন : শ্যামসুন্দরী নারীড ভাল পুরুষের ঠা বসে
ঢুকিলে ককট মকট বাহিরতি যায় খিটখিটায় হাসে।

প্যাংচিয়া : ইড যে কিসের খনড বারে।

গাইন : ইড ত বেটিছুয়ার[৯৫] খনড বারে। বেটিছুয়ালা চুড়ি পিনবা বেটাছুয়ালার ঠিন বসবে না। আর যখুনা চুড়িলা ঢুকাচে অখু কসাছচে আর ককট মকট করে ঢুকপা হচে। ঢুকা হয় গালে বাহিরতি যায় খিটখিটায় হাসচে। তাতে মুই ইড লাসায় লুসায় ফাকরি বান্ধিচু বারে।

১৪

রাধা : তুই হলো সুন্দর নায়া ঘাটে ভাঙ্গা লাও
কুণ্ঠী থুমু দধির ভান্ডরে মুই কুণ্ঠা জুড়াম গাও

ফাকরি চোদ্দ

স্বর্গে মুছে ডারি বিন কুমারে হাণ্ডি
বিন গঙ্গায় পানি বিন দুধে ছানি[৯৬]।

প্যাংচিয়া : ইড ফের কিড বারে?

গাইন : ইড হচে নারিগোলডর খনড বারে।

১৪

কৃষ্ণ : পাথারের শোভাং মেরা ধানুয়ারে[৯৭]
গৃহালির শোভাং মেরা ধেনু গাইরে
গাই করে হাম্বা হাম্বা বাছুর পাড়ায় রোল
বাথানে[৯৮] যায়ে দেখুবে মুই কতয় বেলা হোল॥

৯৫. বেটিছুয়া—মেয়েলোক, ৯৬. ছানি—ছানা ৯৭. ধানুয়া—চাষী, ৯৮. বাথান—চাষের ক্ষেত্র।

সংযোজন

নটুয়া

জলপাইগ্নড়ি

১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমি জলপাইগ্নড়ি জেলার রাজগঞ্জ থানা অন্তর্গত মন্থনী হাটে বসে ওই থানার খ্নরকিপাড়া (ডাকঘর ঃ ডাঙ্গাপাড়া) গ্রামের 'নটুয়া' গায়ক জটিয়া রাজবংশীর কাছ থেকে এই গানের নম্ননা সংগ্রহ করি। এই গ্রামে যাওয়াব ব্যাপারে আমাকে উৎসাহ দেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের রীডার ডঃ নির্মল দাশ।

এক. যে সোনা কদমকা ফুলা
সে সোনা মোর সৈঁয়া নাই মোব ঘররে
ও মোর শখিয়া ফুলত দেইখা ম্নই
কেইসে বান্ধিম হিয়াবে কদমকা ফুলা

দ্নই. মা হইল নবনীরে মোর বাপ হইল বাতেসা
ওহোরে কলাবও[১] সোয়ামীরে ছিল
পরভু মোর যেমন অসগল্লারে[২]

তিন. এখে অঙ্গে একে সঙ্গে ওহে পরভু ম্নই
নাই রহিম দ্নই ঘরেরে পরভু
হাম্ন না যাম্ন ম্নই অরণে[৩] জঙ্গলে

১. কোলের, ২. রসগোল্লারে, ৩. অরণ্যে

অনানুষ্ঠানিক

লোকনাট্য

খন্ ঃ খিসা

ঢাকোসরী/ঢাকোশোরী

চরিত্রলিপি

বাঘো	···	একজন চাষী, গৃহস্থ
ঢাকো	···	ঐ স্ত্রী
ভেদুমণ্ডল	···	গোসাই
ডমন	···	ঐ শিষ্য
বাংকা	···	ভেদুমণ্ডলের শিষ্য
জগেন্দর, জগীন্দর	···	বাংকার ছেলে
গীবন	···	বাঘোর ভাগ্নে
ভাইজি	···	বাঘোর ভায়রা
ভাগ্য	···	বাঘোর শ্যালিকা
বুধা	···	একজন নাপিত
ধুদির মা	···	প্রতিবেশিনী
আয়রাতি বয়রাতি	···	এয়ো (কন্যাপক্ষে) বরযাত্রী
মনো/মন	···	বাংকার মেয়ে
সিদাম/শীদাম	···	মনোর ভাইপো
কিতাম	···	ঐ
কাদেম	···	পীরস্থানের সেবক

চৌকিদার, ফেরিওয়ালা, দারোগা, জমাদার, পুলিশ, কিতামের মা প্রভৃতি

১

বন্দনা[১]

২

(বাঘোর বাড়ির উঠোনে)

বাঘো : একসঙ্গে উঠন। হাল জুড়বা হয়। মোর যে বউটা কেদ্দুর গেল (স্ত্রীকে ডাকা) ঢাকো-ঢাকো—

ঢাকো : মুইতো বিছানাতে উঠিহেনে মুতবা বসনু। তুই ডাকবা ধরিহাস। মুতেতে মুতেতে আও[২] দিবা হবে নাকি।

বাঘো : গান

হাল জুড়েছু বাড়ির পুব পাকে।
জলপান লয়ে জাইস সকালে॥
কাইল খাইছু আদুবেলা[৩]
খরাকের জল পান নয়ে জাইস সকালে
জলপান দিয়া কাম করিস পরে॥

(কথায়) শুনলো, জলপান মেটাইনে হালবাড়ি নেয়ে জাইস।[৪]

ঢাকো : গান

ভাজাপড়ার[৫] কাম করিতে
মোর হোবে বেলা
পারু কিনা পারু মুই যাবা
হায়েরে মরি হায় দারুণ বিধিরে

বাঘো : উলা[৬] শুনিম কেনি মুই

ঢাকো : বাড়ীর কিছু নিছে। পন্তাওনিছে। বাড়ীত আসিহিনে খাইস।

(বাঘো হাল বাইতে চলে গেল)

১. বন্দনা—অন্যান্য খনের মতই, ২. আও—রাও, ৩ আদুবেলা—আধাবেলা, ৪. জাইস—যাইস, ৫. ভাজাপড়া—রান্নাবান্না, ভাজা ও পোড়া ৬. উলা—ওগুলো।

৩

(মাঠে, চাষের কাজে)

বাঘো : গান

ওমোই এখলা বাহেছু হাল।

ও মোর বাঢ়ুং[৭] ভাঙ্গা কপাল ॥

হেমুন কপাল পড়া[৮]।

কপালতে নাইরে বেটা।

মরি জাইলে কেই খাবে সম্পতিলা[৯] ॥

ও মোর সম্পতিলা, বেটি হইলে রাখিম ঘরজিয়া[১০]।

আর সকল

হালুয়া : হালুয়া[১১] ভাই বেলা অনেক হইল। হাল ফকা[১২]। বেলা অনেক হইল।

বাঘো : হাল ফকাম নি—পন্তা আনবা কয়হাল[১৩]। পন্তা আসবে।

বাঘো : গান

আজিকার মনে দেছু হাল ছাড়ি।

ছাই গারস্তি হই জাউক মোর মাটি ॥

বেলা হইল সাত ঘটি

নাই খাম জলপান পাথার বাড়ি[১৪]।

বাড়িত জায়া[১৫] দেখু নদারিক[১৬]

কন কামত্ পইসে।

(বাঘো বাড়ীতে গেল)

৭. বাঢ়ুং—ঝাঁটা, ৮. পড়া—পোড়া, ৯. সম্পতিলা—সম্পত্তিগুলো, জমি-জমাকে 'সম্পত্তি' বোঝানো হচ্ছে, ১০. ঘরজিয়া—ঘরজামাই, ১১. হালুয়া—হাল যে বহে, চাষী ১২. ফকা—জোড়া হাল খুলে ফেলা, ১৩. কয়হাউ—কয়েছি, বলেছি, ১৪. পাথারবাড়ি—জমিতে ফসল রোপন করার আগের অবস্থা, প্রান্তর, ক্ষেত, ১৫. জায়া—যাইয়া, ১৬. নদারিক—সাধারণ অর্থে নবপরিণীতা বধূ। কিন্তু উত্তরবঙ্গের দেশী-পলি সমাজে এক সন্তানবতী স্ত্রীকেও 'নদারি' বলে উল্লেখ করা হয়। এখানে 'ঢাকোতো' সন্তানহীনা।

৪

(বাঘোর বাড়ি)

ঢাকো : হাল্‌য়াটাতে পন্তা দিবা যাবা কহিলল। ভাত আন্না করতে দেরী হই গেল।

বাঘো : (বাড়ীতে ঢুকে) ঢাকো-গরুলা ধোর। আর পন্তা আন।

ঢাকো : গান

সামিক[১৭] কি দেখালেন তাপ[১৮]
তেল মাখিয়া করনে সিনান ॥
আন্ধিস্থ কচুর ঝোল মাছের ভাজা
সামি বসনে খাবা
(কথায়) হাল বহিহিনে পা না ধইহিনে এমনি খাবো কত ভোক লাগিয়া[১৯] ?

বাঘো : হারে আন্ধলো ত কিন্তু মাছ কেদ পালো।

ঢাকো : হাল বাইবার পর ছাগল বানধাবা যাইনে পুকুরত মাছ মারনু।

(ঢাকো ভাতের থালা বাঘোর সামনে এমনভাবে রাখল যাতে বাঘো বলল)

বাঘো : গান

ডাকো কিদস[২০] পালু
ভাতের থালিখান আছড়াই দিলু
ঘরৎ নাইরে বেটাছুয়া[২১]
কার কথাতে হলু গসা[২২]
এলা আগ[২৩] মকে তুই দেখাইস না।

১৭. সামিক—স্বামী, ১৮. তাপ—রাগ, ১৯. কত ভোক লাগিয়া—কত খিদে পেয়েছে, ২০. কিদস—কি দোষ, ২১. বেটাছুয়া—ছেলে, ২২. গসা—গোঁসা, ২৩. আগ—রাগ।

ঢাকো : গান

শুন সুয়ামিধন বেহার শাস্তর[২৪] দেখনে এখন

বাঘো : আরে মোক কে কইনা দেবে। মুইতো বুড়া হইনু।

ঢাকো : তোক বর সাজবা কহু নাই। তক বেহা করবা মেনালে? দেখি দেখি—

গান

হামার নাইরে বেটা ছুয়া
কেমনে পাসর পারিম
হামরা ভাগিনা বেহাম।
ভাগিনাক বেহাইলে নাম হবে
পোইন কুটুমে[২৫] সাবাসি দিবে॥

বাঘো : এই শুনু শুনু। একটা কথা মোর শুনেক্।

গান

বেহা, বেহা ডাকে তুই করিস
বেহাতে ডুভে ঘর বাড়ি॥
কৈনার পণ তিসটি[২৬] টাকা সুয়াশ টাকা গহনা।
তিরি পুরুসের[২৭] কামাই কতলা॥

ঢাকো : ভাগিনাটা বেহাবা চাহাচুত ওই বাড়ী ঘর সব ফুরাহা।

গান

ঘর ডুভোক সামি সংসার ডুভোক
তাহা না দেখি হামরা
ভাগিনা পুতুহুর[২৮] মক[২৯]॥

২৪. শাস্তর—শাস্ত্র। কিন্তু এখানে ব্যবস্থা, ২৫. পইনকুটুমে—আত্মীয়স্বজন, জ্ঞাতি-গোষ্ঠী, ২৬. তিস—ত্রিশ, ২৭. তিরিপুরুসের—স্ত্রী-পুরুষের, ২৮. পুতুহু—বউ। এখানে ভাগিনা-বধূ, ২৯. মক—মুখ।

হামার নাইরে বেটা বেটি
সারাবার বেরাবার[৩০] নাইরে নোক[৩১]
ভাগিনা পুতুহুক বেহায়া আনলে
দেখিম নয়ান শোগ[৩২]

(কথায়) শুনলো—

বাঘো : শুননু শুননু। তোর কাথা মুই বুঝা পাহাউ। তোর দে মনটা কি কহচে তা মুই বুঝা পাহাউ।

গান

ঢাকো দেখিস বাড়িব কাম
বোহনই বাড়ি মুই বুঝিবা জাম[৩৩] ॥
ভেদু মণ্ডল বুঝের গড়া[৩৪]
হুকুম দিলে নাগাম বেহা
তবে না শুনিম ডাকো
তোর মুখেব কথা ॥

ঢাকো : বেহা নাগাম হামরা। আর তুই বুঝবা যাবো বহনইর বাড়ি তাতে তোর লাভ কি হবে ?

বাঘো : মুই যামকেই। তুই যেই কহো সেই কহো।

(বাঘো চলে গেলো)

৫

(ভেদু মণ্ডলের বাড়ীতে)

বাঘো : বোহনই, বোহনই।

ভেদু : কে উভা[৩৫]—বাঘো।

৩০. সারাবার বেরাবার—সাড়াবার-বেড়াবার, সঙ্গীসাথী, ৩১. নোক—লোক, ৩২. নয়ানশোগ—চোখের শোভা বা চোখের সুখ, ৩৩. জাম—যাব, ৩৪. গড়া—গোড়া, ৩৫. উভা—সম্বোধনে, যেমন প্রচলিত বাংলায় হে ব্যবহৃত হয়, ৩৬. হেরিয়ান্—হয়রান।

বাঘো : ডাকি ডাকি হেরিয়ানু[৩৬] যাহাউ। তাহ তুই আও না দিস।

ভেদু : বাঘো তুই বসু।

বাঘো : মুই আসিয়াও বুঝিবা।

ভেদু : তুই কোন বুঝ নিবা আসিয়াইস ?

বাঘো : মুইতো বুঝ নিবা আসিয়াউ। গবিন মাউরিয়াটাকু[৩৭] বেহা দিবা চাহাচু।

ভেদু : তাহলে মোর কথা আথে শুনু।

গান*

ছাড় বাঘ, কিষ্ণর নাম
নেরে গাসতলিয়ার[৩৮] নাম
ধনজন বাড়িবে বাঘ, নদীর জল সমান।
নাই লাগিবে টাকা পইসা
নাই লাগিবে পণ পাটা
গসাই ধরমে হবে ধুলমাখাবেহা ॥[৩৯]

ভেদু : শুনলো বাঘো ?

বাঘো : শুননু তো—উলা হবে নাই।

ভেদু : তবে শুন আর একটা কথা

৩৭. মাউরিয়াটাক—মাতৃ-পিতৃহীন। টাক-বিভক্তি, ৩৮. গাসতলিয়ার—গাছ তলিয়ার। যেসব সাধু বা গোঁসাই গাছের তলে থাকেন। ধর্মমতে এটি ভিন্ন রীতি বা ধারা। গাছতলিয়ার সাধু বা গোঁসাইরা দক্ষিণ দিকে প্রণাম করেন। এই মতের উদ্ভব রাজশাহী জেলার পাংসী পাড়া গ্রামে। এর একটি শাখা পশ্চিমদিনাজপুর জেলার কুশুমণ্ডী থানার 'উখুরিয়া' গ্রামে আছে, ৩৯. ধুলমাখাবেহা—এই বিয়ের রীতিতে কনের সিঁথিতে সিঁদুরের বদলে বর ধুলো দান করে।

* এই গানটা নিম্নরূপে রসোনপুর গ্রামে (থানা হেমতাবাদ) শুনেছি।

নে বাঘো গাছতলিয়ার নাম
ঘুচিবে আটখুড়া নাম
ধনজন বাড়িবে নদীর জল সমান
দেহা শ্মশানের সমান
গাছতলিয়ার মন্ত্র নিলে হবে ফুলবাগান।

গান

প্রেমানন্দ সাদ্ুর[৪০] ভক্ত হইয়াছে গাছতলা
দেখবেন তে যায় সাদ্ুর পরিখা[৪১]
তাহারই মস্তকে বট বিরিখের[৪২] গাছ আছে
কেমন গাছ পরিখা দিয়াছে।

বাঘো : ইলা কি নেশা খাইয়াইস। না এমনি কহাছিস। ইলা হবে নাই। মোর বুঝটা কহো।

ভেদু : গান

সত্যতে নারায়ণ ত্রেতাতে রাম লক্ষ্মণ
দ্বাপরেতে কৃষ্ণের সেবা কলিতে গসাইর ধরম।

(কথায়) শুনা পালো বাঘো।

বাঘো : শুনা ত পান, শুনা তো পানু। কিন্তু ইলা কাথা মোর মনটা বসে নাই। আগে মোর বুঝটা কহো।

ভেদু : গান

বাপে দিয়েছে জনম
মাটিতে গোসাইর ধরম
ফকির চাদ বাউল্ল ক্ষ্যাপা
শেক সৈয়দ মোগল পাঠান
তাহার সেবা ফকির চাদ
ফকিব চাদ বাউল্ল খ্যাপা।

বাঘো : অত ঘুরা পেচা না কহিহিনে কি হবে সোজাসুজি কহো। (একটু চুপ ক'রে) যা তোর নাম নিম। তারিখটা কহ।

ভেদু : গান

বাঘু জারে জা রববারদিনকা জাম নাম দিবা ॥
গসাইর নাগিবে সেবা ধুতি ফতা[৪৩]

৪০. সাদু—সাধু, ৪১. পরিখা—পরীক্ষা, ৪২. বিরিখের—বৃক্ষের, ৪৩. ফতা—ফতুয়া।

ভকতের নাগিবে নুচি পলা

আইলা সায়দা করে বাঘু যারে যা ॥

(বাঘো সব শুনে বাড়িব পথে হাঁটা দিতে গিয়ে আবার ফিরে আসে)

বাঘো : এ বচনই, নাম মুই নিম নাই। কারণ উলা নিলে মুই একলা ঘরে থাকবা পারিম নাই।

ভেদু : তাহলে শুনিস বাঘো—

গান

দশে কলে কামটি নাগালে পঞ্চাতি

বিনা দসে[৪৪] বারণ দিলে বাড়িরে বাড়ি

হরিরামপুরের ময়দা চিনি

টাকা হৈল মোর তিন কুড়ি

দশক দিনুরে বাঘো ছয়টাবে খাশি।

বাঘো : শুন, শুন—যেনং কাথা কহছিস উলা হবে নাই। দশের পঞ্চাতি[৪৫] দিবা পারিম নাই।

ভেদু : উলা নাহায় পঞ্চাতি দিহিনে মুই সমাজের উঠি গেলু। কাজেই উলা কিছু লাগবে নাই।

বাঘো : নাম দিবার কি লাগবে। নাম কহ।

৪৪. দসে—দোষে, ৪৫. দশের পঞ্চাতি—দশজনের বিচারসভা। এই অঞ্চলে গাছতলিয়া গোসাঁই ধরম খুব সহজে প্রবেশাধিকার পায় নি। প্রতিষ্ঠিত সমাজের কাছ থেকে যে বাধা এসেছিল তার প্রমাণ বাঘো ও ভেদু মণ্ডলের উক্তি। এই ধর্মমত গ্রহণ করলে সমাজে একঘরে হতে হয়। ভেদু মণ্ডলও হয়েছিল। কিন্তু সমাজের নির্দেশ মতো তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। কিন্তু সমাজ ওই ধর্মমত ছাড়তে নির্দেশ করেনি। সুতরাং ভেদু মণ্ডল প্রায়শ্চিত্ত করে ওই ধর্মমতসহ সমাজভুক্ত হয়। এখানেই এই সমাজের উদারতা। যেহেতু ভেদু মণ্ডল গোসাই হিসেবে সর্বপ্রথম সমাজের বাধা পার হয়ে ওই ধর্মকে সমাজে চালু করেছে, সেহেতু তার কোন শিষ্যকে আর প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না বা একঘরে থাকতে হবে না। এইভাবেই এই সমাজে বাইরের নানা ধর্মমত প্রবেশাধিকার পেয়েছে।

ভেদু : শুনিস। গসাইর নাগিবে সেবা ধুতি ফতা। ভকতের নাগিবে নুচি পলা।

বাঘো : তাহলে যাউ।

(বাঘো চলে গেলো ভেদু তার শিষ্য ডমনের বাড়ী গেল)

৬

ভেদু : এইডাতো ডমনের বাড়ী। ডমন, ডমন।

ডমন : ও গসাই। বসো।

ভেদু : ডমন নাম দিবা যাবা হবে।

ডমন : কেদুর যাবা হবে। কহবেন তো গসাই।

ভেদু : চলত। পরে কহা যাবে।

ডমন : গসাই হামরা থাকতে তোমার টপলাটা নেবেন কেনে তাহলে ওটা হামাক দো।

ভেদু : গান

নেরে ডমন ঝলাটা
দুরের রাস্তা জাম হাটিয়া
কামাইলপুর দিয়া জামত হামরা
উত্তম বাংকা সির[৪৬] ভক্ত সঙ্গে নইয়া॥
(কথায়) চল বাপু চল।

৭

(বাংকা শিষ্যের বাড়ীতে)

বাংকা : বাবা জগেন্দর ছাগলটা জল দিস।

জগেন্দর : তোর মাথাটা খারাপ হই গেলে। ছাগলটা মুই জল দিহাউ।

ভেদু : বাংকা—বাংকা

৪৬. সির—সাক্ষাৎ শিষ্য। গুরুর সঙ্গে থাকে। 'শীর্ষ' থেকে এসেছে।

জগেন্দর : হ্যাং দেখো, গসাই তোমারা ফের হেতাছেন।[৪৭] আস আস।

বাংকা : কে উভা গসাই। আইস। চল বাড়ির ভিতি।[৪৮]

গান

শুনেক জগেন্দর বেটা
গসাই আসিল দেনে বসিবা ॥
শুনেক ও জগেন্দর বেটা
মানডই ঘরা[৪৯] দেরে বসিবা
ও তুই দোঁর করিস না ॥
বিছান[৫০] ধোকরা[৫১] করি বাহির
মানডই ঘরা দেরে বিছায়।

কথায়

বাবা বিছান ধকর দিহাইসত। বস বস।

ভেদু : গান

নাই নাগিবে বাংকা বসিবা
ও তুই সাজিয়া ভেরা ॥[৫২]
আজিকার আতিটারে বাংকা
বাঘুর বাড়ি করিম সাধুমেলা
কাইল আসিম সকাল বেলা।

বাংকা : গসাই কি কহচেন বুঝা পাই না।

ভেদু : গান

এই কি সংসারের সার
লোককে বুঝাইতে ভার
তুইরে বাংকা মুখরে[৫৩] বুঝনি

৪৭. হেতাছেন—এখানে (দাঁড়িয়ে) আছেন, ৪৮. ভিতি—ভেতরে, ৪৯. মানডই ঘরা—বৈঠকখানা ঘর, ৫০. বিছান—সুতোর নিজস্ব তাঁতে তৈয়ারি চাদর, ৫১. ধোকরা—অনেকটা শতরঞ্জির মতো দেখতে পাটের সুতোয় নিজস্ব তাঁতে তৈয়ারি। কার্পেট জাতীয়, ৫২. ভেরা—বাহির হও, ৫৩. মুখরে—মুর্খরে।

বাংকা : কেদুর উভা সাধু মেলা করবা যাবেন? মুই যাবা পারিম নাই।

ভেদু : গান

গসাইর কথা বাংকা ধরিবায় হবে

কুনমতে যাবায় হবে।

ডমন বাজাবে তাল খঞ্জরী

মঞ্জুরা জোড়া তোর বাজাবে কে

মুই তো বাজাম অসের[৫৪] মঞ্জুরী।

কথায়

আইজকা যাবা হবেই। একটা আতি[৫৫] তো।

বাংকা : গসাই হামার দুঃখ তোমরা কিছুই বুঝেন নাই।

ভেদু : মোনটত তোর বেটিছে ও বেটাওছে। তাতে তোর কোন দুঃখ।

বাংকা : গান

ঢেকিট হইসে গসাই হামার কাম

মোন বেটি এগুন কুড়ায়[৫৬] হামরায় কুটি ধান॥

মোন বেটি অবলা নারী কুটিতে না পারে ধান

শুধু করে আন্ধা বারার কাম।

ডমন : এই দা গসাই[৫৭] হামার একটা কথা শুন।

জগেন্দর : পেটের দায়ে তোমরা বেড়াহান আর লোকক কহছেন যে বাহিচা কুটাবেন।[৫৮]

ডমন : আইজকার আতটা কোনরকম কাটবে।

(গোসাই গান গাইতে গাইতে সকলকে নিয়ে বেরিয়ে যাবেন)

৫৪. অসের—রসের, ৫৫. আতি—রাত্রি, ৫৬. এগুন কুড়ায়—ছড়ানো ছেটানো ধানগুলোকে ঝাঁট দিয়ে একত্রিত করা, ৫৭. দা-গসাই—একই গোসাইর শিষ্য। তাই সম্বন্ধে দাদা গোসাই, ৫৮. বাহিচা কুটাবেন—খোরাকিসহ ধান কুটানো।

গোসাই ঃ গান

আগে আগে ভেদু মণ্ডল
তার পাছে ডমন সাহা
উত্তম বাংকা শিরভক্ত
সবারে পাছা
হায়রে মরি হায়……

৮

(ডাকো ও বাঘোর বাড়ী)

ডাকো ঃ মোর স্বয়ামীটা যে বেড়াবা গেলে আসে নাই।

বাঘো ঃ (ঢুকে) ঢাকো রবিবার দিম গসাই আসবে।

গান

ঢাকো করেক ছান চকা[৫৯]
রইবার দিনকা আসিবে গসাই নাম দিবা।
(কথায়) শুনলো

ঢাকো ঃ উলা কাথা শুনিম নাই। মোর কাথা শুন।

গান

শুন স্বয়ামি বাড়ির নিতি[৬০]
করিবায় পারিম নি।
মুই হনু একলা নারী
কতয় করিম বাড়ির নিতি
চুল দাড়ি বাড়াইয়া আসিলেন স্বামি কুনহট[৬১] ধরি ॥

বাঘো ঃ শুন ঢাকো। গোসাই কহছে নাম নিবা।

ঢাকো ঃ নাম নিলেই নি হয়। নিতিটা চালাবা হয়।

বাঘো ঃ উলা কাথা নাহায়—মুই দোকান ত যাউ তুই ছানচোকা দিস।

৫৯. ছান চকা—পরিষ্কার করা, ৬০. নিতি—নীতি নিয়ম, ৬১. কুনহট—ঝামেলা।

ঢাকো : (রেগে) দুই টাকার গরম ধরিয়া গসাইট আসক তো দেখা যবে।

বাঘো : ঢাকো শুনলো ?

ঢাকো : কিস

বাঘো : ঢাকো ঝাপ ধকর[৬২] ধুইয়াস না নাই। একটা কাথা শুনেক। নাম নিবার জন্য কিছু কাথা শুনেক।

ভেদু : (বাইরে থেকে) বাঘো বাঘো।

বাঘো : ঢাকো।

ঢাকো : কি স।

বাখো : গান

গসাই আসিলেন ঢাকো
বসিবা জগার[৬৩] কর
মুই আনুনে চরণ সেভার[৬৪] জল
হায়রে মরি হায় মুই আনুনে চরণ সেভার জল ॥
পানতামাকুল গাঞ্জা ভাঙ
খানচারেক টিকিয়ার আন
গাঞ্জার উপর টিকিয়ার আগুন
গসাই মারিবে টান।
(কথায়) শুনলো ?

ঢাকো : শুনা পাহাউ। বুঝা পাহাউ।

বাঘো : : গসাইটা দে আসিয়া—

ঢাকো : দেখি আস্থক কেনং[৬৫] গসাই।

(গোসাই বাংকা, ডমনকে নিয়ে ঢুকলেন। বাঘো গোসাই-সহ সবাইকে ভক্তি দিল)

৬২. ঝাপ ধকর—মেঝে বা তক্তোপোষ ঢাকার কাপড়, শতরঞ্জী জাতীয়, ৬৩. জগার—যোগাড়, ৬৪. সেভা—সেবা, ৬৫. কেনং—কেমন।

ঢাকো : গান

শুন স্বয়ামি গসাই আসিল হামার বাড়ি।
দাড়ি চুল অন্ধকার করি
হায়রে স্বয়ামি গাসতালিয়ার নাম
উঠিতে বসিতে ফকির চান
বাউল্লখেপা মোগল পাঠান
তাহার সেবা ফকির চান

ডমন ও
বাংকা : গান

শুন গসাই হামার কাথা
এটা কুন মায়্যা জাতীর
হস্তিনী শংখিনী নারী
তারায় করে পুরুষের বাখান
হামাক কহিলে বিলাতের মছলমান।

ভেদু : ঢাকো বাই শুন শুন। মোর একটা কাথা শুন।

ঢাকো : তোর নাম নিহিনে মোর কি হবে। মোর ছুয়া* হবে?

ভেদু : গসাইর নাম নিলে তোর ভালয় হবে।

গান

নেগে নেগে নেগে ঢাকো চরণ ধুলি
সামফল হবে জিনগানি[৬৬]
হায়রে মরি, হায়রে মরি। ওকি দারুণ বিধি।
(কথায়) শুনল ঢাকো বাই—তোর আঠকুরা বাঞ্জি[৬৭] নামটা
মিশায় যাবে।

ঢাকো : উলা মুই শুনিম নাই। বুঝিম নাই। ছুয়া মোর দরকার নাই।

* ছুয়া—সন্তান, ছেলে, ৬৬. সামফল হবে জিনগানি—সফল হবে জীবন, ৬৭. আঠকুড়া বাঞ্জি—আটকুড়া বউ।

ভেদু : ঢাকো শুন বাই। তুই যদি নাম নিস তাহলে তোর সম্মান বাড়ায় দিমু। বাঘোও তোকু ভক্তি[৬৮] দিবে।

ঢাকো : তাহলে মোকু ভক্তি দোকু। তাহলে মোকু ভকুতি দুয়াও।

বাংকা : দা গসাই হামরা সবায় বাড়ীর বেছুয়ালাক* ভক্তি দিহি।

বাঘো : ঢাকো—ঢাকো—শুনু। চকনিতে[৬৯] নাম নেই।

বাঘো : ঢাকো—ভকুতি নে। (অবশেষে ঢাকো ভক্তি দিল)।

ঢাকো : দাদা—দাদা—ভক্তি দিলে—। নাম দে। (গসাই কানে মন্ত্র দিল)

ঢাকো : মোর কানটা তালি লাগায় দিলে।

বাংকা : দা গসাই খাবার ব্যবস্থা কর।

বাঘো : ঢাকো—জলপান খিলাবা হলহয়। অল্প জলপান। (জল-পান দিল)

বাংকা : ঢাকো বাই। গেন। ভক্তি নে। জলপান ভাল খান—। তাহলে যাই। (প্রস্থান)

ঢাকো : (গোসাইকে) ভাত হই গেলে। খাও

গান

আইস গসাই কর ভোজন
মনে কিছু করিবেন নি
শুধু ডাইল পড়াপড়ি।

ভেদু : ঢাকো বাই তাহলে মুই যাউ। খাওয়া দাওয়া হই গেল।

ঢাকো : গান

গসাই একটা কথা শুন—
ছটতে পড়িসে গবিন মাউরিয়া
কইনা জুড়িম মা বাপ দেখিয়া

৬৮. ভকুতি—প্রণাম, পুজা * বেছুয়ালাক—মেয়েছেলেদের, ৬৯. চকনিতে—তাড়াতাড়ি।

ভেদু : গান

বাংকার বাড়ি আছে কৈনা

কালুয়া পেচি,[৭০] টেপুয়ানী,[৭১] একনাবয়স পুরাঠি।[৭২]

কামে কাটুনে[৭৩] মনো চতুরালি ঐ গুনা[৭৪] কইনা

জুড়িয়া আনিলে চালাবে গিরস্তি।

ঢাকো : কেনং কইনা দাদা টেপুয়ানি ?

ভেদু : ওই কইনাটা যদি পছন্দ হয় তাহলে ওই কইনাটা দেখি আয়। চল

৯

(বাংকা বুড়ার বাড়ি)

বাংকা : জগীন্দর*—বাবা জগীন্দর—। ছাগল্লা জল দিস।

(বাইরে থেকে গোসাইয়ের প্রবেশ)

আইস গসাই। আইস।

জগীন্দর : দেখ—গসাই—আইস গসাই। বস। বস।

বাংকা : গসাই—বাড়ি যান নি।

ভেদু : বড়য় কামে আসিনু বাংকা তর বাড়ি। বেটিক বেহাবু নাকি ?

বাংকা : খালি কহছেন তোর বেটিক বেহাবু নাকি। বর কাহা।

ভেদু : গান

আটাতে[৭৫] পাবো বাংকা জুয়াই[৭৬] বেটির ঘর

বেটি জনমিলেই যাবে পরের বাড়ি

কোনমতে বেহাবায় হবে

তর বেটি গবিন বর ওই বাড়িতে সমন[৭৭] কর

৭০. কালুয়া পেচি—কালো রঙ, ৭১ টেপুয়ানী—পেটমোটা, ফুলো ফুলো চেহারা, ৭২. একনাবয়স পুরাঠি—বেশি বয়সী, ৭৩. কামে কাটুনে—কাজে কামে, ৭৪. ঐগুনা—ঐ রকম। *জগীন্দর—বাংকা বুড়ার ছেলে। এর আগে বলা হয়েছে জগেন্দর। এখানে জগীন্দর। ৭৫. আটাতে—নিকটে, ৭৬. জুয়াই—জামাই, ৭৭. সমন—সম্বন্ধ।

বাংকা : গবিনটা কে উডা ?

গসাই : বাঘোর ভাগিনা। আর শ্‌ন

ভেদ্‌ : গান

বেটি জোরমিলে[৭৮]

পর ঘরে যাবে

ক্‌নমতে বেহাবায় হবে

বাংকা : ব্‌ঝন কাথা। বেটি বেহাবা হবে। কিন্তু এবছর পারব নাই। কারণ আমার কিছ্‌ নাই।

ভেদ্‌ : গান

উত্তম হলো তুই সিরভক্ত

গাছতলিয়ার গসাইর নামে করিয়া পিতিংগা[৭৯]

নাই নাগিবে চাল চ্‌ড়া

নাই নাগিবে টাকা পয়সা

গসাইর নিয়তে* বাংকা ধ্‌লামাখা বেহা

বাংকা : গসাই তাহাও তো কিছ্‌ লাগে। হামার কিছ্‌ নাই।

ভেদ্‌ : ত্‌ই সাজায় দেখা। পছন্দ হলে সমন্দ হবে।

বাঘো : (প্রবেশ করে) কইনা, কইনা কাহা, কইনা। দেখা যায় না। কখন দেখাবে।

বাংকা : বেটা আনরে। মাইটাক্‌ নিয়ায়। (মনোকে জগীন্দর নিয়ে আসবে)

বাঘো : কইনা দেখনো। ভক্তি দিবা হবে !

ভেদ্‌ : বাঘো—পছন্দ হইল। এখন বেহা উঠানি[৮০] নিবা হবে।

বাঘো : উঠানি নিম নাই।

৭৮. জোরমিলে—জন্মিলে, ৭৯. পিতিংগা—প্রতিজ্ঞা, * নিয়তে—নিয়মমতে, নিয়মেতে, ৮০. উঠানি—কন্যাকে তুলে নিয়ে বরের বাড়ি বিয়ে হলে তাকে উঠানি বিয়ে বলে।

ভেদু : গরিব মানুষ—বেহা উঠানি নিবা হবে। বাংকা যাহাউ। তমরা থাক।

(গোসাইর প্রস্থান)

বাঘো : গসাইর কাথাটা ধরিবায় হয়। আচ্ছা হামরা যাহাউ। শুক্রবার বেহা।

(বাঘোর প্রস্থান)

বাংকা : জগীন্দর বেহা ঠিক হয়ে গেল। শুক্রবার বেহা।

গান

শুনেক জগীন্দর বেটা
শালার বাঘু সাজিলে বর ঘরিয়া[৮১]—
শুনেরে জগীন্দর বেটা
তুই করেক বেহার জগার
মোনসরি* দিনুরে জুয়ার[৮২]

১০

(বাঘোর বাড়িতে)

বাঘো : উগনা[৮৩] কামু করি আসনু—। শুক্রবার বেহা।

ঢাকো : (আনন্দে) শুক্রবার বেহা। চাউল চুড়া নাই। কি হবে ? যা তোর ওই ভাগ্য শালিটাকু ডাকি আননে। ওরে গবিন—কেদুর গেলরে। তোর কইনা—জুড়িয়া।

গবিন : (প্রবেশ) কেদুর কইনা জুড়িয়া।

ঢাকো : তাহলে শুন—। তোর কাম ছে। নিমন্ত্রণ দিবা যা।

৮১. বরঘরিয়া—বরকর্তা, *মোনসরি—মনোশোরী, ঈশ্বরী>শোরী, এখানে স্নেহবাচক, ৮২. জুয়ার—স্বামীর ঘরে, ৮৩. উগনা—বিয়ের সম্বন্ধ।

গান

গবিন ভাগিনা তোর বেহার নিমন্ত্রণ দিবা যা।
যদু সভা, নীলমনসভা পইচ[৮৪] হল মোর ডমন-সাহা,
বুধা নাউয়াক[৮৫] দিয়া আয়নে গুয়া[৮৬] দুইটা।
(কথায়) যা নিমন্ত্রণ দিবা যা। টপ করি চলি আয়।

১১

গবিন : (বুধা নাপিতের বাড়ি যাবার পথে) বুধা নাপিতের বাড়ি যামু।

(নাপিতের বাড়িতে)

নাপিত : বেহা কোনু দিন—শুক্রবার? যামু যামু।

১২

বাঘো : (ভাগ্যর বাড়িতে) ভাইজি[৮৭] হে, ভাইজি হে। শুন শুন। তোমার ভাগ্য কাহা।

ভাইজি : বস বস। কেনং ছেন তে বাড়ি ভাল ছেন না? (এই সময় ভাগ্যের প্রবেশ)

বাঘো : ভাগ্য—তোর নেগাবা আসিহাই। ভাইজি—হামরা নেগাবা আসিহাই। গবিন ভাগিনাকু বেহা শুক্রবার।

ভাইজি : বুঝনতো। হামার বাড়ি চাউল চুড়া নাই।

বাঘো : ভাগ্য, চলু চলু।

(হাত ধরে টেনে নিয়ে প্রস্থান)

১৩

(ঢাকোর বাড়িতে)

ঢাকো : ওর শালিকু নিয়ে তো অ্যালাতউনি[৮৮] আসে। আসকদি কতযুগ আসে।

৮৪. পইচ—প্রতিবেশী, জ্ঞাতি, ৮৫. নাউয়াক—নাপিতকে, ৮৬. গুয়া—সুপারি, বিবাহের নিমন্ত্রণে দুটি সুপারি দিতে হয়, ৮৭. ভাইজি—ভায়রা, ৮৮. অ্যালাতউনি—এখনও তো।

বাঘো : (প্রবেশ) ঢাকো—ঢাকো—

ঢাকো : কিড—

বাঘো : এইনা নে। ভাগ্য আসিল্।

ভাগ্য : তাহলে চাউল কুটেক্।

১৪

(ঢাকো গান গাইতে গাইতে পাড়া প্রতিবেশীদের খবর দিতে যাবে)

ঢাকো : গান

কেই হে যাবেন তরা, সাজগে বয়রাতি[৮৯]
পেমনাল সাধু কারুয়া[৯০] ধুদিরমা আয়রাতি[৯১]
কেই জাবেন তরা সাজগে বয়রাতি

(কথায়) ধুদির মা বাই—কাহাগে বাই। ভাগিনাটার কইনা আনবা যাবা হবে।

ধুদির মা : যাবা পারিম নাই।

ঢাকো : যাবা হবেই। নি যাইলে হবে নাই।

১৫

(বাংকার বাড়িতে ঢাকোসহ বেছুয়াদের[৯২] বেহার গান)

চলগে চলগে মনো হামার দেশে গে
হামার দেশের গে মনো ফুলের ছিয়াগে[৯৩]
ফুলের ছিয়ায় ছিয়ায় কাম করামো গে
ভাই নাংগের শোগ[৯৪] মুই পাশুরামো[৯৫] গে

জগদীশ্দর : কে উভা গে। তোমরা কেদ যাবেন।

ঢাকো : হামরা যাম কইনা আনবা।

৮৯. বয়রাতি—বরযাত্রী, ৯০. কারুয়া—ঘটক, ৯১. আয়রাতি—কন্যাযাত্রী, এয়ো, ৯২. বেছুয়া—বিবাহিত নারী বা বিবাহিত বয়স্কা নারী, ৯৩. ছিয়াগে—ছায়াগে, ৯৪. নাংগের শোক—গোপন প্রেমিকের অভাব এটি একটি মেয়েলি রসিকতা। ৯৫. পাশুরামো—ভুলাবো।

জগীশ্দর : আস, আস, বস বস। পাও ধোও। বিড়ি খাও।

বাংকা : গসাই তাহলে বেটি সপে দিবা হবে।

ভেদু : হে হে বেটি আনিয়া সপে দে।

বাংকা : ঢাকো বাই। তাহলে মাউরিয়া ছুয়া সপে দিনু—তুই নিয়ে যা। ভাল করে দেখিস।

বাংকা : গান

বেটি যাগে যা, তোক্ দিনু মুই বানে ভাসায়া
কান্দিস্ না, ভাবিসনা বেটি
কান্দিয়ায় ও তুই করিবো কি
নাম উঠায়া খা গে বেটি
মাউরিয়াটাক ধরি।

ঢাকো : চল্ চল্।

বাংকা : বেটা জগীশ্দর তাহলে তুই বাড়িত থাকিস। মুই সপি দিবা যাউ। মোক যাবা হবে।

১৬

(পথে)

বাংকা : গান

বাংকা জাছে[৯৬] বেটির দান পারিবা
কাংগে[৯৭] ঝলা হাতে হংকা[৯৮]
যখন বাংকা রাস্তা ছাড়ে
মনে মনে বাংকা ভাবেছে
মনো বেটির কপালে কি ঘটে
যখন বাংকা রাস্তা ছাড়ে
গাছতলিয়া গসাইর নাম জপে
ভালয় ভালয় বঞ্চোক[৯৯] বেটি

৯৬. জাছে—যাচ্ছে, ৯৭. কাংগে—কাঁধে, ৯৮. হংকা—হুঁকো, ৯৯. বঞ্চোক—থাকুক।

লোকে যেন ভালবাসে
কতয় জনা সাবাসি[১০০] পাবে
যখন বাংকা রাস্তা ছাড়ে
দ্বই চক্ষের জল মাটিতে পড়ে।

(পথে বেহার গান)

ঢাকো : চলেছে মনো হামার দেশেটে
হামার দেশেটে কলর ছিপাটে[১০১]
কলর ছিয় ছিয় কাদ্বর ম্বটে[১০২]

(ঢাকোব বাড়ীর কাছে গান)

ব্বধা নাপিত: গান
খ্বেবর ভাইন[১০৩] কাছে করি
ব্বধা যায় বেহাবাড়ি
দহি চ্বড়া আশা কবি
ভাইগে গ্বণে নাগিনে বেহা
দহি চ্বড়া খাম দমভরা[১০৪]
খায়াদায় হামরা বাধিম টপলা।

১৭

নাপিত : (ঢাকোর বাড়ীতে কঠা কামানোর[১০৫] কাজ কবাব পর)
হ্ইগেল গে—কামা হ্ইগেল। খাবার দে।

ঢাকো : পরে খাইস। বাংকা সপি দেনে

১০০. সাবাসি—প্রশংসা, ১০১. কলর ছিপাটে—কলাগাছের শ্রীপত্রে, ১০২. কলর ছিয় ছিয় কাদ্বর ম্বটে—কলাগাছের ছায়ায় শ্বকনো কাদার উপর দিয়ে, ১০৩. ভাইন—ঝোলা, বাকস্, ১০৪. দমভরা—পেটভর্তি, ১০৫. কঠা কামানো—বরের চ্বল দাড়ি কামিয়ে বর ও কনের নখ ইত্যাদি কেটে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার নাম।

ঢাকোর বাড়িতে বিয়ের সময়ে গান

ঢাকো : গান

বাংকা বুড়া দান পারে
হাসি মুখ কালা করে
দুই চখের জল মাটিতে পড়ে
বাংকা বুড়া দান পারে থালিনটা*
ইস কুটুমে[১০৬] দান পারে টাকারে পইসা—

আয়রাতি : গান

গবিনটা বেহাত বসে নিরলে দেখে
মোনো কইনা পাশরে[১০৭] জিতে
মোন ছোন্ডি পাসর খেলায় হোলাসি[১০৮] মনে
গান্তলিয়ার ভক্তগিলা জয় দিয়া উঠে

(বিয়ের আচার অনুষ্ঠান শেষে বাংকা চলে যাওয়ার সময়ে গান)

মনো : তুইগে বায়ো[১০৯] জাছিস ছাড়িয়া
এখেলা ঘরে রহিবায় পারিম না
হাতের দসর[১১০] নাই মর ননদিনি
তুগে বায়ো জাছিস মকু ছাড়ি
এখেলা ঘরে রহিবায় পারিম না

বাংকা : গান

কান্দিস না ভারিসনা বেটি
কান্দিয়া তুই করিবি কি
নাম জাগায় খাগে বেটি
মাউরিয়াটাকু ধরি। (বাংকার প্রস্থান)

*** থালিনটা—থালা ও লোটা, ১০৬. ইস কুটুমে—আত্মীয়স্বজন, জ্ঞাতি, প্রতিবেশী, ১০৭. পাশরে—বিয়ের পর বরকনের নানা খেলা, ১০৮. হোলাসি—খুশী, উল্লসিত, ১০৯. বায়ো—বাবা, ১১০. দসর—দোসর।**

১৮

(বাঘোর বাড়িতে)

বাঘো : বেহা-বেহা-বেহা। বেহা ফুরাল। কাম কববা হবে। মরিচ কামবাছে।[১১১] গবিন-গবিন—

গবিন : কিগে—কি কহছি ?

বাঘো : বেহা শেষ হইল। চদি কাম করবা যাই।

গান

গবিন ভাগিনা উত্তর ভিটা চল যাই কাম করিবা
কাঙ্গাতে কোদাই[১১২] বইসলা[১১৩] হাতাতে হুংকা[১১৪]
উত্তরভিটা চল যাই কাম করিবা
(কথায়) গবিন শুনলো।

গবিন : শুনুনুতো। তুই আসিস। মুই গাই দুইটা নিয়ে যাহাউ।

বাঘো : ঢাকো-ঢাকো-মরিচ কামবা যাহাই। তুই পনতা দিবা যাইস।

ঢাকো : কাহা বহে।[১১৫] তোমাব শ্বশুর পনতা দিবা যাবা কহা। তুই থালি ধুইনে খবাক দিবার যোগাড় করি দে।

১৯

(জমিতে)

বাঘো : গবিন, কাম করিছিস না বসিছিসতে ?

গবিন : বেলা তো বড্ড হই গেল। চল্ বাড়ি যাই। খোরাক তো আসে নাই।

বাঘো : পন্তা দিবা যাবা কহিনুনু। বাড়ি যাইনে লাগাম।

১১১. মরিচ কামবাছে—লঙ্কাক্ষেতের কাজ, ১১২. কোদাই—কোদাল ১১৩. বইসলা—ক্ষেতের কাজে লাগে এমন যন্ত্র, ১১৪. হুংকা—হুঁকো, ১১৫. বহে—বৌমা।

(ঢাকো বাঘোর বাড়িতে)

ঢাকো : বহে বহে। থালিলা ধুই দ। অনেক দেরী হইল। (মনো এসে দাঁড়াবে) পন্তা কতক্ষণ দিবা যাম...(প্রহার)। পন্তা দিবা যাম নাই। মামা আসক। নাগাম্।

(প্রস্থান)

কান্না ও গান

মনো : মামি শাশুর[116] দেখিবায় নি পারে
পলাই যাছুং মা বাপের ঘরে
নোক্[117] দেখিলে কহিবে ভাতার[118] ছাড়ি
এলা কংখ[119] মর[120] কপালে ছিল বুজি

(প্রস্থান)

বাঘো : ঢাকো ঢাকো।

ঢাকো : (প্রবেশ করে) কিস ?

বাঘো : (প্রবেশের পর) পন্তা দিবা যাবা কহিনুনু। গবিন লাঠি নিয়ে আয়।

ঢাকো : মারব নাকি তে। খরাক নেই যাম কেনং করি। তোর পুতুহুটা পালাই দিহা। গোবিন ভগিনা মোর একটা কাথা শুনেক্।

গান

গবিন ভাগিনা ভাল চাইসতে
তোর মাউগক[121] আনিবা যা
মাউগক যদি নাই আনিবো
তহ যা শ্বশুরের বাড়ি
ও মুই একলায় নারী

১১৬. শাশুর—শাশুড়ি, ১১৭. নোক—লোক, ১১৮. ভাতার—স্বামী, ১১৯. কংখ—কলংক, ১২০. মর—মোর, ১২১. মাউগক—বউকে।

(কথায়) তুই শ্বশুরবাড়ি যা তোর বউ বাড়ি চলি গেলে।

গবিন : মামী তুই মোর একটা কাথা শুনিস

গান

বেহায় না দিলেন তমরা মামা মামী
তমরা দেখিবায় পারেন নি
তুই হলো আটখুরা ভাঞ্জি
তোর শরিলে[122] মামী নাই দয়া
ও তুই একলায় খুয়া[123]

ঢাকো : তুই চলি যা, তোর মোর দরকার নাই।

গবিন : মামী, মুই চলি যাহাউ। আগে মুই শ্বশুর বাড়ি যাহাউ। আগে মুই শ্বশুরবাড়ি দেখুনে, তারপর অন্য জায়গা।

(গোবিন ও ঢাকোর প্রস্থান)

বাঘো : ঢাকো—ঢাকো—অ্যাই দ্যাখ্ পন্তা না দিয়ে মোক ঢাকো চলি গেল। পরে হয়তো মোক্ বাহির করি দিবে।

(প্রস্থান)

২১

(বাংকার বাড়ি)

বাংকা : বাবা জগীন্দর

জগীন্দর : বাবা একটা মা নিয়ে আসেক্—বাবা তোর জনা মুই একটা কইনা দেখবা কয়হাউ।

মনো : (বাইরে থেকে) বাগে বাগে বা -

জগীন্দর : বাগে মোর বহনইরা আসে গে। তোক্ যাবা কহিল।

বাংকা : (মনোর প্রবেশ) মা তুই একলায় আসলো না পালায়ে ? চ মোক্ মুই এইনেই থুই আসিম। চ—

১২২. শরিলে—শরীরে, ১২৩. একলায় খুয়া—একা খাওয়া, স্বার্থপর।

মনো : গান

বেহায় না দিলে বায়ো মাউরিয়ার হাতে
দেখিবায় না পারে বায়ো বাহির করে দেছে,
মামা শশুর গে বায়ো কিছুই কহেনা,
মামী শাশুর গে বায়ো দেখিবায় পারে না,
তুই না হোলো বায়ো অবুঝা
বেহায় না দিলো বায়ো মামী শাশুর দেখিয়া
এমন মার মারিলে বায়ো চুলের জুণ্ডাটা[১২৪] ধরিয়া
আটকুরি ভাঞ্জিটার বায়ো শরীলে নাই দয়া

বাংকা : শুনু—শুনু (মনোর পিঠে হাত রেখে) ঠেকেই মারিসে মাই, মুই নাকি জানু দে এইরকম করবে, গসাইটা মোক এইরকম করবে ?

গান

ছুয়াটাক মারিয়া কইসে দামর কাছা,[১২৫]
কি দোসে মারিলে বেটি কোহো মোর আগা,
ছটতে পুষিনু বেটিক নাই দিনু মুই আংগুলের বাড়ি
আসোক ত ঢাকো শালি মোর বাড়ি।

(কথায়)

ভালর লাগি দিনু সমন, কিন্তু ছুয়াটা মারিয়া করিহা চাকা চাকা।[১২৬] দেকদি দেকদি ছোটতে মানুষ কনু। তমাক মুই মার নাই দু। যাক তুই খরাক জোগাড় করেক।

জগিন্দর : লাঠিখান মোক দে বাপ। মুই যাইনে অমাক মার দিয়ে আসু।

(গোবিনের প্রবেশ)

গবিন : জগিন্দর।

বাংকা : আসো—আসো—

১২৪. জুণ্ডা—চুলের গুচ্ছ, ১২৫. দামর কাছা—দাগ তোলা, ১২৬. চাকা চাকা—নানা জায়গায় ফুলে উঠেছে।

গবিন : তমার বেটি পালায় আসিয়া। তার জন্য দেক্বার আসি আই।

বাংকা : আসিয়া—। হামার বাড়ি আসিয়া।

গবিন : হামার বাড়ির জন্য হামরা আসি নাই।

বাংকা : আচ্ছা শুন, তমরা থাক। আগে শুন, তারপর শুনে। আগে ভাল করে শুনে ন। পরে যা হয় করা যাবে। বিদাই হামরা দিব নাই। তমরা তমার মামীক্ আসবা কহ। বিদায় দিম।

গবিন : আচ্ছা যাই। পরে পাঠাম। (প্রস্থান)

বাংকা : জগেন্দর, তুই লাঠির ব্যবস্থা করেক্—।

২২

(বাঘোর বাড়ি)

বাঘো : যেদিন তে ছুয়াটাক[127] বাহির করি দিহা, তারপরে ভাল লাগে নাই। ঢাকো—ঢাকো ছুয়াটা কেদুর গেলো।

ঢাকো : (প্রবেশ) ছুয়াটা যদি পালায়ে গেলো, তাহলে মুই কিরকম করিম। আপুনিই আসবে।

গবিন : মামা, মামা –

বাঘো : কে উভারে গবিন—? আয় আয়—।

ঢাকো : গবিন নাকিরে আস ন?

গবিন : (প্রবেশ করে) মামী তোক্ যাবা কয়হা। কারণ, ওয়ার খুব আসুক।

ঢাকো : মুই যাবা পারিম নাই। তোর মামাক্ যাবা কহেক্।

গবিন : মামা মোর শ্বশুরের খুব অসুক।

বাঘো : ঢাকো তুই যা · দুধ ধরি যা।

ঢাকো : মোক্ যাবা হবেই। আচ্ছা তাহলে যাউ। তাহলে বাড়িত্ থাকিস্। কোন গণ্ডোগোল হইলে দেখা যাবে।

বাঘো : যাক্ দেখি দেখা যাবে।

১২৭ ছুয়াটাক—ছেলেটাকে।

২৩

(বাংকার বাড়ি)

বাংকা : আইজকা আসবে ঢাকো। থাকিস জগিন।

ঢাকো : (প্রবেশ) দাদা—দাদা ভালো ছিস্‌গে।

বাংকা : তোর বাড়ি যাইনে, মোর ঝারাফিরা[১২৮] ধরিয়া। ঢাকো বাই মনো আসলদে। কেনং ব্যাপার।

ঢাকো : মুই যাইনে কহুচু থালি মাঞ্জি দ'। কিন্তু কাথাবাত্তা কিছুই শুনে নাই।

বাংকা : খুব মার দিহাইস্‌। তুই ভালো করে দেখিস ঢাকো। ছুয়াটাক কাম শিখাইতে যত মার দিবা পারিস দিস।

(জগিন্দর ঢুকে ঢাকোকে প্রহার করল)।

(ঢাকোর প্রস্থান)

জগিন্দর : বায়েয়োগে, মার খুব দিন। যাক এইবার গসাইটাক আনবা হবে।

২৪

(বাঘোর বাড়ি)

বাঘো : ঢাকো মোর এলাতউিন আসে। দেখা যাক।

(ঢাকোর প্রবেশ)

ঢাকো : মুই তো আসনু। কিন্তু কি কইব। মুই গেনু আর গল্প[১২৯] করহু। তারপরে জগিন্দর আসিহিনে মোর খুব মারদিহা।

২৫*

(বাংকার বাড়ি)

বাংকা : মাই মনো তোকু হাট যাবা হবে।

মনো : আচ্ছা মুই সাজি আসি।

* এখান থেকে শুরু "মনো-কিতামের" খন।

১২৮. ঝারাফিরা—বহুবার পাতলা দাস্ত, ১২৯. গল্পো—আলোচনা, শলা-পরামর্শ।

বাংকা : এইলা[১৩০] বেচে তুই একসের দুরা[১৩১] আনিস।

গান

বেটি হাটে যা মোক্ ধরিসে চৈতি হাগেনা।[১৩২]
বারমাসিয়া সজনালা, শাউনিয়া[১৩৩] গাছে আমগেলা,
ঐলা ধরিয়া বেটি হাটত্ যা।
বেচা কেনা করিয়া হবে সান্‌বেলা।[১৩৪]
মোর তানে [১৩৫] কিনিয়া আনিস হররগেছুয়া।[১৩৬]
হাট যাছিস গে বেটি জগতে[১৩৭] আসিস,
ভব ভয়ের মুলুকটা দেখিস।
দসর পাইলে বেটি দেরি করিস,
না দসর পাইলে বেটি জগতে আসিস

২৬

(কিতামের বাড়ি)

সিদাম : একেই বাপের হামরা দুই ভাই। যাক মোর ভাইক দেখা যায় নাই। চকিদারির টাকা দিবা হবেক। টাকা কেদুর পাল যাবে, তার ব্যবস্থা করা যাবে।

কিতাম : দাদা, মোক্ বেচবা দে। কি যাবানে হবে। উলা দিহিনে অনেক খরচ হবে। কি নেই যাম উলা ঠিক করি দে।

সিদাম : আরে কঠাল নেই যা। উলা বেচিহেনে চোকিদারি টাকা দিস। হুরুকাপেলা—বেটা কেদ ছে। দেখেক দি। কঠাল পাড়ি নিয়ে আয়।

১৩০. এইলা—এগুলো ১৩১. দুরা—ছোট ছোট গোলাকার কচ্ছপ। ১৩২. চৈতি হাগেনা—চৈত্রমাসের হাগা (পায়খানা। অনেকটা কলেরার মতো), ১৩৩. শাউনিয়া—শ্রাবণ মাসের, ১৩৪. সানবেলা—সন্ধ্যাবেলা, ১৩৫. তানে—জন্যে, ১৩৬. হররেগছুয়া—কচ্ছপের বাচ্চা। 'গে' গানের সুরে এসেছে, ১৩৭. জগতে—তাড়াতাড়ি।

কিতাম : আর কি লাগবে দাদা। লাগবে আলতা আর বোলোলিন।[১৩৮]

হুরকাপেলা : আনিয়াউ কাকা।

কিতাম : ইলা কেনং করি নিয়ে যাম ভারি। ছাতি আর চশমাখানা নিয়ে আয়—গরু লা তুই আনিস। (কিতাম কাঁধের বাঁকে কাঁঠালগুলো ঝুলিয়ে নিল)।

২৭

(হাটের পথে গান)

মনো : গান

বাপে পাঠালে হাট
ভর দুফর বেলা
হাটের বেলা গেলরে বহা
মুই হনু একলায় নারী
কেহ নাই মর সংগ সাথী
হাটে পনথে পরে ডাকাতি

কিতাম : গান

মনো পিসাই[১৩৯] হইল মোর ভাতার ছাড়ি[১৪০]
মুইতো নাগালে পাছুনি,
যখন কিতাম রাস্তা ছাড়ে
মনে মনে কিতাম ভাবেছে,
দুই চখের জল হাতেরে মোছে।
হায়রে দুখিয়ার কপাল
বেহায় হবে কতয় কাল,
এই জন্ম যাবেরে বিফল।

১৩৮. বোলোলিন—বোরোলীন, ১৩৯. পিসাই—পিশি, ১৪০. ভাতারছাড়ি—স্বামীকে ছেড়ে আসা নারী।

(কথায়) ওইতো, ওইডায় বুঝি মনো পিসাই হবা পায়।
তাহলে ডাক দিবা হবে।

গান

ওটা পিসাই নাকি হাট যাছিস
তোক্ দেখিয়া মোর উঠেছে চিত্[141]
ওনা দূর হইতে ডাকাছু পিসাই
ডাকাইল না শুনিস তুই,
তোক দেখিয়া উঠিছে মোর চিত্।

(কথায়) কে উভা পিসাই নাকি গে—। কেদ্ যাছিস ?

মনো : তুই কিতাম কেদ্ যাব। হাটত্ নাকি ?

কিতাম : হ্যাঁ। যাক্ যখন দেখা হইল একটা কথা মনে পড়ে।

গান

পিসাইয়ে ভাই বেটায় নাগাল হইল ডাকবাংলায় বড়তলা
চলগে পিসাই বসিয়া জিড়ান গাছতলা

(কথায়) একসঙ্গে দেখা হয়ে আরেকটা কথা মনে হইল—

গান

হাটে করম কিনা-বেচা, হবে সানবেলা
ঘুরিবার কালে গে পিসাই আসিম দুই জনা

(কথায়) পিসাই, চল্ তাহলে আগা। পিসাই একটা কাথা শুনেক।

গান

কি নি গাছিস্ পিসাই বক্নাটাত[142]
চড়ায়ে নাকি দিবু মোর ভারটাত

(কথায়) তোর জিনিস লা মোর ভারটাত চড়ায়ে দে।

মনো : না দিম্ নাই। তুই ওইলা নিয়ে চ।

১৪১. চিত্—চিত্ত চঞ্চল, কামনা, ১৪২. বক্নাটাত্—বোচ্কা, পুঁটলি।

কিতাম : গান

ভারটা হইলে একা করিয়া
বহিবায় পিসাই হইলে বেজুত
হাটের পত্খান গে পিসাই আরো বহুদূর।

মনো : তোর কাথা শুনিহিনে মোর কাথাটা শুনেক।

গান

যারে যারে কিতাম আগায়া,
ধীরে ধীরে মুই যান পাছায়া,
তোরেহে না কঠালের ভার
তোর ভারটারে কিতাম হোল ভারি।
কিতাম যা-রে আগায়ে।

কিতাম : মোর কথাটা শুনিয়া তোর কি আগ জ্বলি গেল।

গান

ছাতাটা নে গে পিশাই নাগে রোদ
হাটে পথে দেখিম নয়ান শোগ[১৪৩]
এখেতে শাওন মাসের রোদ
রোদের ঝালা[১৪৪] তোক দেখিয়া
ওগে পিশাই মোক নাগে দয়া।

মন : তুই চলি যা আগাতি।

কিতাম : পিসাই আর একটা কাথা কহচু তোক্।

গান

তোক দেখিয়া পিসাই মন কান্দেছে
মোর কাথালা সহেনি তোর গায়ে।
মুই হনু থাকুয়ার পুরুষ[১৪৫]
হাটে পথে দেখিম নয়ে সন্সের[১৪৬]

১৪৩. নয়ানশোগ—নয়ন শোভা, ১৪৪. ঝালা—তেজ, ১৪৫. থাকুয়ার পুরুষ—অবিবাহিত পুরুষ, ১৪৬. নয়ে সন্সের—নয়া সংসার,

মোক দেখিয়া তোক গে পিসাই দয়া নি লাগে
তোক লাগিয়া মন কান্দেছে পূরা মনের আশা।
(কথায়) বুঝা পাল পিসাই। তাহলে তোর রাগ হছে নাকি।

মন : তোর কাথা শুনিয়া মোর একটা কাথা ছে শুনেক।

গান

হাটে পথে এইসব কথা
সমন্ধে হবু ভাই বেটা
তুইরে কিতাম দুনিয়ার নিলাজা,[১৪৭]
তোররে কিতাম মুখৎ হাসি
সরমে কি তোক নাগেনি,
মুই মরেছু সুয়ামির তাপ দেখি।
(কথায়) কিরে কিতাম, শুনলো ?

কিতাম : হ্যা মোর অন্যায় হইল।

মন : গান

ছটবড় সমন[১৪৮] চিনিস না
দুনিয়াইটা অরে কিতাম গিয়াছে ফুরায়া
মাত্রিকুল[১৪৯] পিত্রিকুল যেই জন হরে
সেই জিবটা ওরে কিতাম নরকে পড়ে ॥

কিতাম : গান

মুই হনু মাউরিয়া ঢেনা
তোর শরীরে পিশাই নাই দয়া
তোক লাগিয়া মন কান্দেছে পুরা মনের আশা

মন : তোক দেখি মোক দয়া লাগেনি। কেন দে মুই হনু সতী নারী।

১৪৭ নিলাজা—নির্লজ্জ, ১৪৮. ছটবড় সমন—ছোটবড় সম্বন্ধ,
১৪৯ মাত্রিকুল-পিত্রিকুল—মাতৃকুল, পিতৃকুল।

কিতাম : গান

অতয় জদি ছিলু সতি
কেনে হলো ভাতার ছাড়ি
হাট বাজার বেড়াইলে হবো ছিনারি।[১৫০]
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি
চার যুগের ভাব পিরীতি
এই কলিতে ওগে পিশাই কে আছে সতি।

(কথায়) এই চার যুগে লোক ভাব পিরিতি চলেছে। পিশাই অতয় সতী থাকলে হাট কেনে বেড়াচ্ছিস?

মনো : মোর কাথা শুনেক

গান

একসতি মজুদরি[১৫১]
দেবরসে ভর করি
দেবগনে ছিলরে সাক্ষী।
সতির কুল নষ্ট করে পুরুষে
এই কলিতে ওগে কিতাম ঢের সতি আছে।

(কথায়) কিতাম, শুনলো না। সতিব কুল নষ্ট করে পুরুষে। আরো শুনেক—

গান

আগুনের বসন্তকালে পুড়িয়া করিলো ছাই।
পুরুষের বসন্তকালে না চিনিস মা পিসাই॥
পিত্রিকুল মাত্রিকুল যেবা হরে
এলাজিব তার কিতাম নরকে পড়ে॥

কিতাম : শুনন, পিসাই। আচ্ছা মাতৃকুল পিতৃকুল ছাড়া আর কোন কিছু নাই?

১৫০. ছিনারী—ছেনাল, অসতী, ১৫১. মজুদরি—মন্দোদরী।

গান

চিন্তিনি পদ্যিনি[১৫২] কইন্যা
রামের ছিল সতি[১৫৩] মায়া।
দ্রোপতি[১৫৪] ছিল সতি মায়া
তাহার ছিল পঞ্চপতি।
সীতা সতি রাবণ কঁরল চুরি॥
পিরিতির কাথালা পিসাই ধরম নাশা

(কথায়) শুনেক মোর আরও কাথা

গান

নারির[১৫৫] শভাগে[১৫৬] পিশাই মাথার চুল
পুরুষ যুবক হইলে নাচিনে জাতি কুল॥
পিপাসায় নি মানে পিশাই ঘাটা আঘাটার জল
পিশাই মন করে চঞ্চল।
কাচিদা কে মানে পিশাই ইলুয়া কাশে ?[১৫৭]
ওই রকম নি মানে পিরিত পিশাই আর মসি।[১৫৮]

(কথায়) পিশাই জল পিপাসা লাগলে জল খাবে। ইলা অন্য ছাড়েক। অন্য কথা বাদ দে। চল তাহলে হাট যাই চল।

(মন পিশাই হাটের পথে যাচ্ছে এইসময় গাছ থেকে কোকিল ডেকে উঠলো)

কিতাম পিশাই কি কহছে গে। কংকিল[১৫৯] কি কহছে। একটা কথা শুনেক—

১৫২. চিন্তিনি পদ্যিনি—শংখিনী পদ্মিনী, চিত্রিনী, হস্তিনী—চারশ্রেণীর নারী, ১৫৩. সতি—সতী, ১৫৪. দ্রোপতি—দ্রৌপদী। ১৫৫. নারির—নারীর, ১৫৬. শভাগে—শোভাগে, ১৫৭. কাচিদা কে মানে পিশাই ইলুয়া কাশে—ইলুয়া কাশ কি কাস্তে দা দিয়ে কেটে শেষ করা যায় ? ১৫৮. মসি—মাসী. ১৫৯. কংকিল—কোকিল।

গান

জঙ্গলের কুংকিলা বলেছে
ওইলা শুনি, পিশাই মোর মন কান্দেছে
কোংকিল্লা বলেছে পিরিত করবা কহছে
ওইলা শুনিয়া পিশাই মোর মন কান্দেছে

(কথায়) তাহলে যাহা হউক চল এলা হাট যাই।

(কিছুদূরে গিয়ে) পিশাই এইলা বসেক্ মুই জঙ্গলৎ যাছু।

২৮

(পীরের থানে)

কিতাম : যাক মোব পিশাই বসায়েনে মুই পীরক মানসা[১৬০] করু।

গান

দুহাই লাগে নেংড়া পীর
তোরে ভরসা মানো
পিসাইক দেনা মিলায়া।
তোরে মানিনু ঘড়া[১৬১]
জড়ায়া দিমু ফুল সেন্নি
মছলমানের হাতে দিমু উচুটাই[১৬২]

(এই সময়ে কাদেম নাচতে নাচতে মঞ্চে উপস্থিত হয়)

কাদেম : কে উডা ?

কিতাম : কি উডকে দাদো ?

কাদেম : কিতাম তুই কি কশম করলো—

গান

কিতাম কি কলো
নেংড়া পীরটাক জোড় হাত তুই কলো

১৬০. মানসা—ধ্যান, মানসিক বা মানৎ, ১৬১ ঘড়া—ঘোড়া, ১৬২. উচুটাই—তুলে।

কিবা কিবা কহিলো মুই ত শুনাপানু
মনোর সঙ্গে পিরিত করিবো।
(কথায়) মোরঠি সত্য স্বীকার করেক।

কিতাম : হ্যাঁ ঠিকই কগছিস। মোর শরম লাগেছে।

কাদেম : মোর একটা জিনিষ লাগবে। মোর টুপি লাগবে।

কিতাম : তোর জিনিষ ঠিক দিম। আচ্ছা ঠিক দিম।

২৯

চৌকিদার : তোর নাম মন। চল মোর সঙ্গে হাটত। তোর কাকী মারা গেলে। তোর কোন্ কাথা শুনুত।

মন : মুই বাড়ী চলি আসিয়াউ।

চৌকিদার : একটা কাথা কহবা চাহাচু মুই। তোক লোক লাগে, মক তো লোক লাগে।

মন : তুই চলি যা—পালা।

চৌকিদার : আচ্ছা দেখা যাবে।

(প্রস্থান)

কিতাম : (আড়াল থেকে বেরিয়ে) কিবা কাথা শুনা পানু।

মন : চৌকিদারটা মোক বেহা করবা চাহাছে। ঐতানে উয়াক খেদায় দিনু। কিতাম তুহা মোর কি কোলো। মোক খুব খারাপ লাগেছে।

গান

তুইরে কিতাম কি কলু
বানধান চিত[১৬৩] মোর আউলালো
একলায়া পায়া কিতাম জুতে পালো
বুড়া বাপের কথালা মুই মিছায় ধনু॥

কিতাম : পীরের কাজে মোর কাজ হবা পায়। মোর এটা কথা শুনিস।

১৬৩. বানধান চিত্—বাঁধা চিত্ত। সংযত বাসনা।

গান

পিরিতির কথালা পিসাই ধর্মনাশা
পিশাই না কহিস উলা,
বুঝিয়া কহেচু পিশাই
বুঝিয়ায় ও তুই বুঝিসনি,
তোর সঙ্গে মুই নাই করিম পীরিতি।

মন : তুই মোর সঙ্গে সত্য কর। তোক মোর দরকার।

কিতাম : মুই রাজী ছু যদি তুই সারা জীবন মোর সঙ্গে থাকিস।

মনো ও কিতাম : সত্যবন্ধীর গান

মোনো কিতামে করে সত্যবন্ধী
চন্দ সুযাক রাখিয়া সাক্ষি।
এসত্য লংঘন করিলে
ভগবানটার হোবে বাদি
শেষে হোবে কুষ্ঠরে বেধি॥

কিতাম : হামাক দুই জনে ভাল মানালে। যাক সত্য হইল। ভালই হইল।

গান

চলগে চলগে পিসাই হাটিয়া
কুনঠিনা জিড়াম বসিয়া।
এখে ত শাওন মাসের রোদ,
রোদে হইসি নালে[১৬৪] নোট
মোর গামছাখান নেগে পিসাই
মুছেক তোর মুখের ঘাম।

৩০

(হাটের ভিতরে)

কিতাম : হাট আসি গেলি—তুই বসে থাক মুই খরচ[১৬৫] করে আসু।

১৬৪. নালে—লাল, ১৬৫. খরচ করে—সওদা করে।

গান

দকানট বেচেক পিশাই বসিয়া
মুই আনন্দে পান বিড়ি কিনিয়া
পান মশলা গুয়া মরি
খাইলে হবে শরীল ঠাণ্ডা
দোকানটা আগে পিসাই বেচেক বসিয়া

(প্রস্থান)

৩১

ফেরিওয়ালা : এ ঠাণ্ডা মিঠা পান
বাবু ধীরে ধীরে খান
মাসী ভুলানি পান
পিশাই ভুলানি পান
বাবু ধীরে ধীরে খান
(কথায়) আমাব কাছে অনেক পান আছে।

কিতাম : কোন পান ছে।

ফেরিওয়ালা : মাসি ভুলানি পান পিসাই ভুলানি পান কোন পান দরকার।

কিতাম : পিসাই ভুলানি পান। (কিতাম পান কিনবে)।

৩২

কিতাম : পিসাই হাট করা শেষ। চল এখন বাড়ী যাই। রাত অনেক হয়া। মুহুবালা পুরিয়া[১৬৬] দিয়া বাড়ী যাম।

গান

চলগে পিসাই বাড়িত জাম[১৬৭]
মহুবালা পুরিয়া দিয়া ঘুরিয়া জাম
পাথর ঘাটা বানধা গাও[১৬৮]

১৬৬. মুহুবালা পুরিয়া—দিনাজপুর জেলার একটি গ্রামের নাম। ১৬৭. জাম—যাব, ১৬৮. পাথর ঘাটা বান্ধা গাও—যার ঘাট বাঁধানো, সেই ঘাট দিয়ে পার হলে পয়সা দিতে হয়।

জমা লাগিবে পয়সা
ঘুরিয়া জাইলে পিসাই
কে করিবে মানা।

৩৩

দারোগা : পুলিস নিয়ে মুহুবালা ঘাটে পাহারা যাও
চৌকিদার : নমস্কার স্যার।
জমাদার : সকলে মিলে আমরা ঘাটে পাহারা দিব।

৩৪

(কিতাম ও মনো ঘাটে যায়)

গান

মন : উজানি বসন্তের জল
স্রোত বহে গঙ্গা জল
মোহরে[১৬৯] কিতাম দেখিয়ায় লাগে ডর।
এজল দিয়ে কিতাম পার হমু কেমনে
ও মোর পিঠিত করি যানে।[১৭০]

চৌকিদার : কে রে কিতাম না কি রে।
কিতাম : হামরা যাম।
চৌকিদার : না তোমাদের যাওয়া হবে না।

গান

এত রাতি কেবা যায় হাট বাজার করি
তোমরা করি জুগতি[১৭১]
অন ডিউটি করিতে আইলাম পুরিয়া ভিতি
পুরিয়াতে ধরা পাইলাম ছণ্ডা আর ছুণ্ডি।[১৭২]

১৬৯. মোহরে—আমার, ১৭০. ও মোর পিঠিত করি যানে—আমাকে পিঠে করে নিয়ে যা। ১৭১. জুগতি—যুকতি, যুক্তি, ১৭২. ছণ্ডা-ছুণ্ডি—ছোঁড়া-ছুঁড়ি।

মন : কিতাম কি হবে উপাই
পুরিয়া আসিয়া ধরালে সিপাই
সিপাইয়ে ধরিয়া হাত পা বানধীবে
এখন থানায় লয়ে যাবে ॥

কিতাম : দাদো হামাক ছাড়ি দে।

চৌকিদার : না মুই ছাড়িম নাই।

গান

মন : পায় ধরে কহেচু কাকা ছাড়িয়া দেগে মোক
ঘরে আছে বুড়া বাপ কান্দিয়া মরিবে মোর
হায়রে মরি হায় কি দারুণ বিধি ॥

পুলিশ : চৌকিদার, কি হয়েছে। লোক ধরেছ ?

জমাদার : দুইজন ছেলেমেয়ে ধরা হয়েছে।

পুলিশ : কেস লিখে নেও। থানায় পাঠাও

চৌকিদার : গান

কান্দিয়া ভারিয়া মাই, তুই করিবু কি
পাইয়াছি দারোগার হুকুম ছাড়িয়া দিমুনি।
হাটের পথে যে মাই করিস অপমান।
পুরাব মনের আশা হাতে চড়ায়া বান।[১৭৩]

৩৫

(থানা তাম্বুলিতে হাজির করার পরে)

কিতাম : গান

তুইহে না দেখিসগে পিশাই থানা আর জেলা
এইটা কহচে পিসাই তামবোলের[১৭৪] থানা।

১৭৩. বান—বন্ধন, ১৭৪. তাম্বোল—তাম্বুলি। বর্তমান বংশীহারীর পূর্ব নাম।

হায়রে তামবোলের থানা সনার[১৭৫] গড়ন
গড়ন গড়াইসে কী রকম।
তুই নি দেখিস গে পিশাই থানাজিলা
আজিনা দেখেক গে পিশাই তাম্বুলির থানা '
যতযেই থানা জেলা কোম্পানীর দখল*
ফৌজদারি মামলার পিশাই এটা কাচারির ঘর।

মন : গান

রবিবার কাচারি বন[১৭৬] বিচার হবে কি রকম
আতিটা পুহাইলে কিতাম চলিবে ফৌজদারি
হায়রে মরি হায় কি দারুণ বিধি ॥

৩৬

(পরের দিন সকালে)

দারোগা : (প্রবেশ) পুলিশ খবর কি ?

পুলিশ : দুইজন আসামী হাজির।

দারোগা : হাজির কর।

(কিতাম মনকে দারোগার সামনে উপস্থিত করা হয়।)

কিতাম : গান

কিতাম দেছে জবান বন্দী ভয়ানি করে দারগাটা দেখি।
কিতাম দেছে জবান বন্দী জমাদার লেখেছে ডায়েরী
লেখত জমাদারবাবু পাঠাও ডায়েরী
ইটাহার, কুশমন্ডী থানা তামবুলি
আমার বাপের মোনো পিশাই একে ভাই বোহিনী
বিচার করো দারোগাবাবু সমন্ধে হম কি ?
শুন দারোগাবাবু ক'র বিচার হামরা করি হাটবাজার
বেচাকিনা করতে হইলে দোরি সংগের লোকলা গেলরে ছাড়ি।

১৭৫. সনা—সোনা, *এ থেকে অনুমান করা চলে যে এই খনটি খুবই পুরানো। ১৭৬. বন—বন্ধ।

দারোগা : পুলিশ এইসব কথা ঠিক ?

পুলিশ : চৌকিদার যা বলেছে সেইভাবেই আমরা চালান দিয়েছি।

দারোগা : চৌকিদারকে ডাকো।

(পুলিশ চৌকিদারকে ডেকে নিয়ে এলো)

দারোগা : এই লোকটি যা বলছে তা কি ঠিক চৌকিদার ?

(চৌকিদার চুপ করে থাকে)।

দারোগা : চুপ করে আছ কেন জবাব দাও ?

মন : দারোগা বাবু কর বিচার। এই চৌকিদারটা মাউগমরা ঢেনা। মোক হঠাৎ কহিল, মোকও নোগ লাগে, তোকও নোক লাগে।

দারোগা : কথাটা কি সত্য চৌকিদার ?

চৌকিদার : (চুপ করে থাকে)।

দারোগা : বুঝেছি। এটা চক্রান্ত। পুলিশ এদের খালাস করে দাও।

৩৭

(থানা থেকে বাড়ির পথে)

মন : গান

থানা হতে মন ঘরে আসে
মন চোখের জল মোছে
হায়রে মরি এইলা লেখাছে বিধি
লোকে যেন কিতাম জানে না
তুহেনা দেখালো কিতাম তাম্বুলি থানা
ঘরে আছে বুড়া বাপ যদি শুনে থানার কথা
ঘরে তো রহিতে দিবে না।

কিতাম : গান

কলংক কপালে লেখা
কপালে না থাকিলে পিশাই কলংক ওঠে না
রাজা জমিদার পাটোয়ারি
এই না লিখিয়াছে বিধি।

সংযোজন

॥ ঢাকোশোরী ॥

এই অংশ অভিনীত হতে দেখিনি। পুরনো একটি খাতায় শুধু গীতি-সংলাপটুকুই পেয়েছি। এই সংলাপগুলোর মাধ্যমে কাহিনীধারার আভাস পাওয়া যায়। এটি পূর্বোক্ত 'ঢাকোশরী'র মনশোরী-কিতাম অংশটির পরিশিষ্ট বলে মনে হয়। এতেও অনেকগুলো দৃশ্য রয়েছে এবং শেষ দৃশ্যটি থেকে সহজেই এই নাট্যের সমাপ্তিটুকু স্পষ্ট হয়।

কিতাম : গান

ভাউজি[১৭৭] কিদস পালু
ভাতের থালিখান আছরাই দিলু।

কিতাম : গান

পেটং ভরে না মনটত মানেনি
এলানা যামগে মা ভাইগ্য নারীর বাড়ী॥

কিতাম : গান

শুনেক মাও মোর কাথা
ভাইগ্য নারীর জাছি ডাংগুয়া।[১৭৮]

কিতামের মা : হায় ওরে মরি তুইরে বেটা কান্দাইস না।
আদাবোসির[১৭৯] না জাইস ডাংগুয়া
দশমাস দশদিন হনু উদাসি[১৮০]
সনার দেহাকে বেটা তোর জোন্যে মাঠে॥[১৮১]

১৭৭. ভাউজি—বৌদি, ১৭৮. ডাংগুয়া—বিধবার বাড়িতে গিয়ে উপপতির মতো থাকা। এটি দেশী-পলি রাজবংশীদের প্রাচীন সমাজের একটি নিয়ম। এরই জন্যে সমাজে ব্যভিচার নিয়ন্ত্রিত। এবং এইভাবে বিধবা-বিবাহ সমাজে স্বীকৃত, ১৭৯. আদাবোসির—অল্পবয়সী, ১৮০. উদাসি—গর্ভে ধরেছি, ১৮১. মাঠে—নষ্ট করা।

ভাইগ্য : গান

আসেরে দেওরা[১৮২] বসনে খাবা
মুই হনু অবলা নারী আন্ধু[১৮৩] জানুনা
আশ্থিস্থ সিকারের[১৮৪] বেস্তিসিকি[১৮৫]
তার উপর দুধের বাটি।
তার উপর ঘিয়েব জুলাপি

ভাইগ্য : গান

বেহাতি স্বয়ামি মবি
চখেত নব[১৮৬] ধবে নানিন[১৮৭]
মুই ভাবেছুনা আত্রি আর দিন
চখে হয়া নানিন মুই ভাবেছু আতি দিন
জতজমালা খাজেনাপাতি কিহালে স্বজিম[১৮৮]
ছুয়াটাবে দেওবা পায়ের বেড়ি
দিন কালা যাবে কেনংকরি
যদি হনু ঝাড়াঝিন্তা[১৮৯]
জাতিয় বেচিনু মুই[১৯০]
দেখিয়া কেই করিবে নিকা॥

কিতাম : গান

ছুয়াট ধরি করেক সইত্যতা
তবেগে ভাউজি ভরসারে পাছুনি
পাড়ার নক[১৯১] যতয়ে কহোক

১৮২. দেওরা-দেওর, ১৮৩. আন্ধু—রান্না, ১৮৪. সিকার—খরগোশ, ১৮৫. বেস্তিসিকি—তরকারী, ১৮৬. মর—মোর, ১৮৭. নানিন—অনিদ্রা, ১৮৮. জত জমালা খাজনাপাতি কিহালে সুজিম—জোত-জমিগুলোর খাজনা কিভাবে মেটাব, ১৮৯. ঝাড়াঝিন্তা—একলা, ১৯০. জাতিয় বেচিনু মুই—জাতি বিকিয়ে দিতাম, ১৯১. নক—লোক।

সত্যবান্ধ[192] দেত মোক ও ভাউজি
ভরসায় পাউনি পরার বাড়ি করে কামগে ভাউজি
দুরের চাকির ভাউজি ভরসায় পাছুনি
হায়রে মরি হায়

ভাইগ্য : গান

সামি জদি থাকিলয়
সব নোক ভয় কলয়
কাহারবাকে সাইদ[193] আছেমকে সাড়ালয়

জনক : গান

পরার বাড়ি কাম ছাড়ি আসিলু ভাইগ্যর বাড়ি
তোক শালা নজায় নাগেনি
বাপের হন তিনঝন বেটা
তোরে শালা রাখি খিয়াতি[194]

বাংকা : গান

ছাগল বান্ধিবা জাগে বেটি
আসিস টপ করি
ভাতের চাইল গেলে ফুরাই।
দুই হাণ্ডি ধান ওগে বেটি দেত উসর[195]
বেলাবেলি উঠাম শুকায়

মন : গান

বুড়া বাবুর কাম করিতে হইল দেরি
ভাবের বন্ধু গেল যে ছাড়ি
আঙ্গুলের সিটিট বলিহারি
কিতাম বিনে কেহয় বাজায় নি

১৯২. বাঁধন, ১৯৩. সাইদ—সাধ্য, ১৯৪. খিয়াতি—বদনাম, ১৯৫. উসর সেদ্ধ করা।

মন : গান

আয়রে বন্ধু আয়রে আয়
ফুলেরে মধু ভাসিয়া পলায়
ছটতে[১৯৬] হনু ভাতার ছাড়ি
এইলা লেখাছে বিধি
বন্ধু আয় তাড়াতাড়ি

হুলদদের গসিয়াট : মোন কিতামে করে যুক্তি
প্রেমা আলন্দে[১৯৭] করে পিরিতি
হায়রে মরি হায়রে মরি দারুণ বিধি
প্রেমা আলন্দে করে পিরিতি।

বাংকা : গান

কথা শুনেক মোন বেটি
সংসারেতে রাখিলু খিয়াতি
তুই হলু মোর একনা বেটি
নাই পারিলু শরীল জুড়াবা
ও তুই এলাই মরিয়া যা—

মন : গান

মুহেনা হনুরে কিতাম গাওভারি[১৯৮]
কিতাম চল জাই পলাই
বুড়া বাপে তমাক আর কিতাম
দেখেবায় পারেনি।

১৯৬ ছটতে—ছোটতে, ১৯৭. প্রেমা আলন্দে—প্রেমানন্দে, ১৯৮. গাওভারি-গর্ভবতী।

ভাইগ্য : গান

এলা কি হবে বুদ্ধি
কাটা বিনদালে[১৯৯] রামের বান
পায়েতে মালে
কাটাত বিনদালে জীবনত জাবে
ছুয়া দুটার কি গতি হবে

ভাইগ্য : গান

তুই আসিনু বাগে[২০০] খবর করি
বা উঠিবায়ানি পারু বাগে
বসেকত ওঠিনা[২০১]
এমুন বান মারিলে বাও
মোর জীবনটা নাই আশা
ছুয়া দুটা মুই দিনু ভাসায়া

গবিন : গান

শুন শ্বশুর
তোর বেটিক সকালে পাঠাই দ
আটতে দুগানি পুজা[২০২]
সবাই জাবে বাজার দেখিবা
হাটে পথে দেখিম শভা।[২০৩]

বাংকা : গান

আতয় দিনে হইলে বেহা
তাওনি করিস মাউগের খবর
কার কথাতে আসিলুরে
মোন বেটিক ঘর

১৯৯ বিনদালে—বিন্ধ করলে, ২০০. বাগে—বাবা, ২০১. ওঠিনা—ওইখানে, ২০২. আটতে দুগানি পুজা—নিকটেই দুর্গা পুজা, ২০৩. শভা—শোভা।

মন : গান

বাগে দেনা পাইসা
দ্গা প্জা ম্ই যাম দেখিবা
পাড়ার লো লোকো বাও
সভাই যাছে বাজার দেখিবা

মন : গান

নাই যাম গবিন্দের বাড়ি নাই খাম গবিন্দেব ভাত
শাংকা খার্ ভাঙ্গি দিন্ দশের মাথাত
গবিন মোর স্যামি নয়
নাম করিলে কিহয়
পলাই যাছ্ ম্ই কিতামের বাড়ী

দশের গান

দশের আগা[২০৪] মনসরি জ্য়াব[২০৫] কলে
বেহাতি স্যামির সনমান নাই থ্লে ॥

২০৪. দশের আগা সমাজস্থ বিশিষ্ট সকলের সামনে, ২০৫. জ্য়াব—জবাব।

সুমিতা-যোগীর গান

চরিত্রলিপি

নগেন … মা-বাপহারা আশ্রয়হীন যুবক

ভবা … নগেনের মামা

জগ … একজন গৃহস্থ চাষী

সুমিতা … জগর একমাত্র সন্তান। সে এই খনের মধ্যমণি

উপাসী … সুমিতার মা। জগর স্ত্রী

সোমারিতের মা … জগর পিসি

যোগী … একজন বিপত্নীক, বয়স্ক সম্পন্ন চাষী। দ্বিতীয় বিবাহে বিশেষ আগ্রহী

কৃষ্ণা .. যোগীর পরামর্শদাতা প্রতিবেশী

বাজারু … যোগীর ছেলে

শুকল … সুমিতার কাকিমা

ডলাই … জগর প্রতিবেশী

তাপন … বাজারুর বউ

রাজেন … সুমিতার বাবা জগর মামা

তুমির … উপাসীর ভাই এবং তেলমুর ঘটক (কারুয়া)

তেলমু … একজন বিপত্নীক ব্যক্তি

জগর গান

বড়য় কামে[১] আসিন বন্ধু তোমার বাড়িতে
নগেন নাকি ওহে ঘরজিয়া[২] যাইবে
যদিকালে ঘরজিয়া যাইবে সম্পত্তিলা সবে পাবে
একদিনকালে ওহে বন্ধু সুখে যাইবে

*   *

ভবার গান

হটাৎ করে আসিলেন বন্ধু হামাব বাড়িতে
নগেনক ওহে কহিবা বুঝিয়[৩]
যদিকালে ঘরজিয়া যাবে তমার বাড়ি সুকে[৪] খাইবে
কতয় পরার বাড়ি[৫] খাটি বেড়াবে

*   *

ভবার গান

নগেন ভাগিনা যাবু কিনা জগর বাড়ি ঘরজিয়া জামতা[৬]
যদিকালে ঘরজিয়া যাবু সম্পত্তি লা সবে পাবু
মাইটানা[৭] ওগে নগেন রূপসী......[৮]

*   *

* সব-খন্-এর পালার শুরুতে বন্দনা-অংশ থাকে। এই পালায়ও তা নিশ্চয়ই ছিল। সব খন্-এর বন্দনা-অংশ মোটামুটি একই রকম। ১. বড়য় কামে—বিশেষ জরুরী কাজে, ২. ঘরজিয়া -এটি দেশী-পলিয়া সম্প্রদায়ের নানাবিধ বিবাহ-রীতির অন্যতম। Some Accounts of the Palis of Dinajpur নিবন্ধে G. H. Damant সাহেব এই বিবাহ রীতির বর্ণনা করেছেন ঃ দ্রঃ The Indian Antiquary Vol. I. 1872 পৃ. ৩৩৯। উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের মধ্যেও এই রীতিটি একেবারে অভিন্ন-ভাবেই রয়েছে। দ্রঃ রাজবংশীস্ অব নর্থবেঙ্গল। ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যাল পৃঃ ৮৮। ** গদ্যসংলাপ। সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। ৩. কহিবা বুঝিয়—বুঝিয়ে বলবো যাতে তোমার বাড়িতেই ঘরজিয়া যায়, ৪. সুকে—সুখে, ৫. পরার বাড়ি—পরের বাড়ি জনমজুর হিসেবে কাজ করা। ** গদ্য সংলাপ। জগর প্রস্থান। ৬. জামতা—জামাতা, ৭. মাইটানা —মেয়েটানা, ৮. শব্দটি বুঝতে পারিনি। ** দৃশ্যান্তর।

নগেনের গান[10]

মামা শুনেক গে
ভাল দেখি ঘরজিয়া মেটায়া[11] দে
ছটতে[12] মা বাপ মইলে[13] বেড়াছু[14] মামা লোকের বাড়ি
ভাসিয়া বেড়াছু মামা সাগরের জলে[15]

*   *

ভবার গান

বন্ধু শুন না
কথা দিন জাতাকরণ[16] বন্ধু বুধুবার[17] দিনকা
আসিন বন্ধু তোমার ঘরে
দিন করিন বুধুবারে
কি কি সওদা[18] নিবেন বন্ধু যোগাড় কর নে।

*   *

১০. এই গানটা জগর ১ম গানের আগে থাকা সঙ্গত ছিল, ১১. মেটায়া—ব্যবস্থা, ১২. ছটতে—ছোটতে, ১৩. মইলে—মরিলে। মরে গেলে, পর, ১৪. বেড়াছু -নানাজনের বাড়িতে জন চাকরের কাজের মাধ্যমে আশ্রয় নিচ্ছি। নিশ্চিত আশ্রয় কোথাও নেই. ১৫. সাগরের জলে—অনিশ্চিত আশ্রয়। সাগরের জলের সঙ্গে তুলনা দেওয়া হয়েছে। তুলনাটি সুন্দর। এর মধ্যে উৎপ্রেক্ষা অলংকারের আভাস পাওয়া যায়। লোকের বাড়ি বেড়ানোটা যেন সাগরের জলে বেড়ানো। ** গদ্য সংলাপ ও দৃশ্যান্তর। ১৬. জাতাকরণ—শুদ্ধ শব্দ 'যাত্রাকরণ'। অর্থাৎ ঘরজিয়া গ্রহণ অনুষ্ঠানের শুভ দিন। বুধবার দিন ঘরজিয়া নেওয়ার জন্য শুভযাত্রা করে আসবে ভবার বন্ধু জগ। ১৭. বুধুবার—বুধবার, ১৮. সওদা—কেনাকাটা। ** জগর সঙ্গে আরো কিছু কথাবার্তা বলে উভয়ের প্রস্থান হলে দৃশ্যান্তর।

জগর গান

সয় সকালে[১৯] ও নদারী[২০] তুহে চড়া ভাত
খায়া দায়া যাম পতিরাজের হাট[২১]
ধ্তি ফতা [২২] শিকই মালা[২৩]
আর নাগিবে পান সুপারী[২৪]
হাটের বেলা ও নদারী যাছে রে বহা।

ভবার গান

বন্ধু সাজ তরা জোগতে[২৫]
আন্ধিসু ভাত খাবেন[২৬] খকরা[২৭]

১৯ সয় সকালে—দ্রুত, ২০. নদারী—আদর করে স্ত্রীকে সম্বোধন করা হচ্ছে। আক্ষরিক অর্থে নোতুন বউ। তবে এক সন্তানের জননী হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী স্বামীর কাছে নদারী অর্থাৎ যুবতী, ২১. পতিরাজের হাট—পশ্চিমদিনাজপুর জেলার একটি বিখ্যাত প্রাচীন হাট। ইটাহার থানার পূর্ব দিকে তিন মাইল। এই হাট প্রতি রবিবারে বসে। রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, বালুরঘাট, বংশীহারী প্রভৃতি অঞ্চল থেকে নানা শ্রেণীর ব্যবসায়ী ক্রেতা এখানে ভিড় করেন, ২২. ধুতিফতা—ধুতি ও গায়ের চাদর, ২৩. শিকইমালা—কোমরে যে কালো সুতো বাঁধা হয় তার নামই শিকই। G. H. Damant সাহেবও তা উল্লেখ করেছেন। দ্রঃ The Indian Antiquary Vol—I 1872. পৃঃ ৩৩৮। কিন্তু এখানে মালা যুক্ত হওয়ায় কোমরের সুতো নয়। এই বিয়েতে ঘরজিয়ার গলায় কন্যাপক্ষ থেকে যে মালা দেওয়া হবে তার নাম, ২৪. পান-সুপারী—যে কোন শুভকাজেই পান-সুপারী বা গুয়া থাকবেই। বিয়ের অনুষ্ঠানে তো এটি আবশ্যিক। দেশী সম্প্রদায় একটি সুপারিতে হলুদের ফোঁটা দিয়ে বিয়ের নিমন্ত্রণ জানান। * * দৃশ্যান্তর। ২৫. বন্ধু সাজ তরা জোগতে—ঘরজিয়া অনুষ্ঠানে ঘরজিয়ার কোমরের পুরানো শিকই ছিঁড়ে ফেলে যারা ঘরজিয়া নেবে তাদের দেওয়া শিকই, মালা, ধুতি-চাদর পরতে হয়। ২৬. আন্ধিসু ভাত খকরা—ভাত রেঁধেছি ত বাসি (করকরে) হলে খাবেন? ২৭. খকরা—কর্কর > কক্কর > খকর (মহাপ্রাণতা) > খকরা (স্বরাগম)। এই অর্থে বাসি।

শিকই মালা[২৮] ধ্বতিখান বান্ধো
ঠাকুরক[২৯] যায়া নাড়্ব দেহ[৩০]
তাড়াতাড়ি ওহে বন্ধ্ব সাজিয়া চল

*　　　　*

৩১

(পথের গান)

পোন কুট্বম[৩১] খ্বশী হয়া আজিকানা[৩২]
যাছি হামরা ঘর জিয়ানিবা[৩৩]

২৮· শিকই মালা—স্বতোর মালা (বিয়েতে লাগে)। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য কোমর ঘিরে যে স্বতো বা দড়ি বাধা হয় তার নামই শিকই। G. H. Damant সাহেব Some Account of the Palis of Dinajpur নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন : In the hot weather the men wear nothing but a thread round loins which is called Sikhai'— The Indian Antiquary, Vol—I, 1872, P. P. 338. ২৯· ঠাকুরক—ঠাকুরকে, দেবতাকে, ৩০· নাড়্ব দেহ—বাতাসা, ভোগ দাও। ৩১· পোনকুটুম—পরিজন, আত্মীয় কুটুম, ৩২· আজিকানা—আজকে না, ৩৩· ঘরজিয়ানিবা—ঘর জামাই আনতে। ঘর-জীব > ঘর-জী-অ > ঘর-জীয়া (ব্যুৎপত্তি)। 'ঘরজিয়া বেহা' বা ঘরজামাই বিয়ে দেশী ও পলিয়াদের নানাবিধ সামাজিক রীতির অন্যতম। সাধারণতঃ দরিদ্র আশ্রয়হীন প্বর্বষই ঘরজিয়া হয়। ঘরজিয়ার সম্বন্ধ করে কার্বয়া বা ঘটক। গ্বহদেবতা, গ্রাম-দেবতা, প্বজো করে কন্যাপক্ষের সমাগত আত্মীয় বন্ধ্ব মিলে ঘরজামাইকে নিয়ে আসা হয় শ্বশ্বর বাড়িতে। এই সমাজে কন্যাপণ এক আবশ্যিক রীতি। 'ঘরজিয়া'কেও পণ দিতে হয়। শ্বশ্বর বাড়িতে ঘরজিয়া শ্বশ্বরের চাষবাসের কাজে সহায়তা করে। এরজন্য সে চুক্তি অন্বযায়ী টাকা পায়। যখন ঘরজিয়া চাষবাসের কাজে ও কন্যাপণ দেবার মতো যোগ্যতা অর্জন করে তখন শ্বশ্বর বাড়িতেই আন্বষ্ঠানিক বিবাহ হয়। সাধারণতঃ বেশী বয়সি মেয়ের সঙ্গে ঘরজিয়ার সম্বন্ধ পাতানো হয় না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কন্যা য্ববতী হওয়ার আগেই তার ঘরজিয়া নিয়ে আসা হয়। এর প্রধান কারণ কন্যার বাবা প্বত্রহীন। হাল-গেরস্তির কাজে তার সহকারীর প্রয়োজন।

আগে আগে ভবাকারুয়া[৩৪]
পিছে যায় আলন্দ হুলাসু[৩৫]
নাড়ুর হাণ্ডি[৩৬] ধরি যাছে পিছে থেকেলু[৩৭]
*   *

ভাউসানের[৩৮] গান

ভাসুর খাও তরা সকালে
চাইটি ভাত খাবেন খকরা[৩৯] হটাহটি[৪০]
দিন করিলেন মাছ মেটাবা নাই পারিন[৪১]
আলু ভাজা ডাইল ও ভাসুর সুধা আশিধন[৪২]
*   *

নগেনের গান

ওগে মামী[৪৩] মুই মাওরিয়া[৪৪] আজিকানা
যাছু মুই ঘরজিয়া জামতা[৪৫]
জনমের ভাগী মাতাপিতা
মা বাপে না দিলে বেহা
আজিকানা যাছু মুই ঘরজিয়া জামতা

৩৪. কারুয়া—ঘটক। যে বিয়ের সম্বন্ধ করায়, ৩৫. আলন্দ হলাসু—এক জনের নাম। আনন্দ আলন্দরূপে উচ্চারিত। হুলাসু শব্দের অর্থ উল্লসিত ব্যক্তি। অথবা যে ব্যক্তি উল্লাসময় যেমন 'হোলাসি মনে' অর্থ উল্লসিত মনে, ৩৬. হাণ্ডি—হাঁড়ি, ৩৭. থেকেলু—যে নাড়ুর হাঁড়ি নিয়ে যাচ্ছে, তার নাম থেকেলু, ** গদ্য সংলাপ দৃশ্যান্তর ৩৮. ভাউসান—বড় ভাই তার ছোট ভাই-র স্ত্রীকে ভাউসান বলে সম্বোধন করে, ৩৯. চাইটি ভাত খাবেন খকরা—চারটি কড়কড়ে বাসী ভাত খাবেন, ৪০. হটাহটি—তাড়াতাড়ি ৪১. মাছ মেটাবা নাই পারিন—মাছের ব্যবস্থা করতে পারিনি, ৪২. সুধা আশিধন—শুধু রেঁধেছি, ** এই গানের পরে কথাবার্তার শেষে দৃশ্যান্তর। ৪৩. মামী—ভবার বৌ, ৪৪. মাওরিয়া—পিতৃমাতৃহীন, ৪৫. জামতা—জামাতা—জামাতৃক > জামাতা, ** প্রাসঙ্গিক কথাবার্তা হয়। মামীর কাছ থেকে বিদায় নেয় 'নগেন'। তারপর দৃশ্যান্তর।

জগর পান

নগেন কাম দেখ ঘরবাড়ীলা ওগে
নগেন চিনিয়া নেহ হেমুন[৪৬] কপাল পড়া[৪৭]
ঘরে নাহি মোর বেটা ছুয়া
বেহা করেক ওগে নগেন খাটিয়া খুটিয়া[৪৮]

* *

উপাসীর গান

বেটি সমিতা তোর বাপ গেইসে
হাল বাহিবা জলপান দিবা যা
তুই যা বেটি জলপান দিবা
মুই করেছু বাসিকামা[৪৯]
দেখেক সমিতা বেটি হইছে খাবার বেলা

সুমিতার গান[৫০]

বহিন কমলা মকা[৫১] দেছে ঘরজিয়া দেখিয়া
বাপ মায় আনিল ঘরজিয়া

৪৬. হেমুন—এমন, ৪৭. পড়া—পোড়া, ৪৮. নগেন খাটিয়াখুটিয়া—নগেন শ্বশুর বাড়িতে ঘরজিয়া বা ঘরজামাই হয়ে এসেছে। শ্বশুর বাড়িতে ঘরজামাই-এর ভূমিকা এই গানটি থেকেই স্পষ্ট। শ্বশুর জামাইকে নির্দেশ দিচ্ছেন—ঘরবাড়ীর কাজকর্ম বুঝে নাও। যেহেতু জগর ছেলে নেই সেইহেতু এই ঘরজামাই তাকে নিতে হয়েছে। 'বেহা করেক ওগে নগেন খাটিয়া খুটিয়া'—এর অর্থ খেটেখুটে কন্যাপণ দেবার মত যোগ্য হও তবেই হবে আনুষ্ঠানিক বিয়ে, ** বাড়ীতে ঘরজিয়ার দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয় জগ, তারপর দৃশ্যান্তর, ৪৯. বাসিকামা—পড়ে থাকা কাজ, ** গদ্যসংলাপ ও দৃশ্যান্তর ৫০. সুমিতা তার বন্ধু কমলার কাছে গান গেয়ে দুঃখের কথা জানাচ্ছে। ঘরজিয়া স্বামী যে মেয়েদের খুব কাম্য নয় তা তার গানের কথা থেকেই স্পষ্ট। বিবাহিতা মেয়ে স্বামী গর্বে গরবিনী হয়। কিন্তু ঘরজিয়া স্বামীতে কোন মেয়ে গর্ব বোধ করতে পারে না। বিশেষতঃ সমাজে যখন ঘরজিয়া ও ঘরজিয়ার স্ত্রীর কোন মর্যাদা নেই। স্মরণীয়—'সবাই বলে বাংরু কথা। মন কান্দেছে ঘরজিয়া দেখিয়া', ৫১. মকা—আমাকে।

সবাই বলে বাংরু[৫২] কথা
মন কান্দেছে ঘরজিয়া দেখিয়া

নগেনের গান

শুন শাশুড়ী মা যে পথে আসিন হামরা যাছি চলিয়া
হামরা আসিন বেহার আশে[৫৩] তমার বেটি ছটয় আছে[৫৪]
পিপসাতে[৫৫] ও শাশুড়ী মা প্রাণ চলে যাছে

উপাসীর গান

নগেন পালানা[৫৬] হামরা থাকিতে তোমার কিসের ভাবনা
ছোটিতে হামরা মান য করি ছুয়াগিলা ছটয় আছে
মোর মন প্রাণ ওগে নগেন শীতল করিম তোত[৫৭]

নগেনের গান

লজ্জা লাগেনি হামাক মাজাছে[৫৮]
মাগে তোমার সোয়ামী যদি কালে

৫২. বাংরু—খাটো (বাজে কথা), ৫৩. আশে—আশায়, ৫৪. তমার বেটি ছটয় আছে—তোমার মেয়ে এখনো যুবতী হয়ে ওঠেনি, ৫৫. পিপসাতে—পিপাসাতে, যৌন পিপাসায়, ৫৬. পালানা—পালিয়ো না, যেয়োনা। ৫৭. শীতল করিম তোত—যুবতী শাশুড়ী তার ঘরজামাইর কাছে নিজের যৌবন দান করার কামনা প্রকাশ করছে। এখানেই এই 'খন' তৈয়ারির একটি বিশিষ্ট কারণ প্রকাশিত। এবং বলা যেতে পারে নাটকের বীজ এইখানেই উপ্ত হল। শাশুড়ী ঘরজামাইয়ের কাছে যৌন পিপাসা মেটাতে চাইছে অর্থাৎ শাশুড়ীর সঙ্গে ঘরজামাইয়ের এই অবৈধ প্রেম এই সমাজে মান্য নয়। তাই এই খন বেঁধে সমাজ এর বিরুদ্ধে ধিক্কার জানাচ্ছে। তাছাড়া লক্ষণীয় যে প্রেম নিবেদনে অগ্রণীর ভূমিকায় নারী। প্রায় সমস্ত খন-এ এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এই সমাজে নারী-স্বাধীনতা যে ঐতিহ্যগত তাও এ থেকে স্পষ্ট। এই সমাজে মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ধারা খণ্ডবিখণ্ডরূপে হলেও যে বিদ্যমান তা বোঝা যায়। মনে রাখতে হবে এই সমাজ ধীরে ধীরে হিন্দু-সংস্কৃতির স্রোতের সঙ্গে নিজেকে মেলাবার চেষ্টা করেও তার নিজস্বতা রক্ষা করে চলেছে। ৫৮. মাজাছে—মজাতে, মজিয়েছ।

শ্বশুর শুনিবে বাহির করাই হামাক দিবে
এই সংসারে ও শাশুড়ী মা কলংখ হবে

উপাসীর গান

হামরায় তো ফুল সাজিন ওবো নগেন জুয়াই
ভ্রমর হয়্যা বসো তোমরা না, ওবো নগেন হামার কথা ধরো
তোমরা নগেন হামার কথা ধরো তোমার শ্বশুর
না যাতে শুনে মধু খিলাম নগেন আনন্দ মতে

নগেনের গান

মন পাগেলা করিলেন শাশুড়ী মা তোমার কথা শুনি
তোমরা হও সাগরের পানি হামরায় খেলা করি
যদি ভ্রমর বাগান দেখে ফুলের লোভে ভমর ঘুরে
ভমর পাগেলা হয় ফুলের নিশাতে

উপাসীর গান

মোর শরলিটা ওবো নগেম পঞ্চাম রসের ভোরা[৫৯]
তোমরা না খাইলে মধু খাবে কুন জনা[৬০]
হামরা তো ফুল সাজিন, সাজিন নগেন জুয়াই[৬১]
তোমরায় ভমরা মধু খিলাম[৬২] ডালে বসিয়াই

*   *

৫৯. পঞ্চাম রসে ভোরা—পঞ্চরসে ভরা। অর্থাৎ পাঁচরকম রসের আধার। মুর্শিদাবাদ জেলার আলকাপ গান এখন 'পঞ্চরস' বলে প্রচারিত। অর্থাৎ বিভিন্ন রস এতে পাওয়া যায়—যা খুবই আকর্ষণীয়। ৬০. কুনজনা– কোনজন, ৬১. জুয়াই—জামাই। জামাই > জমাই > জুমাই > জুয়াই (স্বরসঙ্গতি), ৬২. খিলাম—খাওয়াব, ** নগেন উপাসীর প্রেমের কথাবার্তার পর দৃশ্যান্তর।

জগর গান

শুনেক কমলার মা কাপড়গিলা ধুয়া দে মোক[৬৩]
যাম নবান[৬৪] খাব।
ছুটতে মই বন্ধু পুছিসু[৬৫] যাওয়া নাই করা
বন্ধুর বাড়ীতে ও মুই বেড়াই নে আসু

*   *

নগেনের গান

চুপে চাপে করিম নিলা[৬৬] কেহ যাতে জানে না
বেশী কবি বেস্ত হইলে পাইবে জানা
যদি কালে শ্বশুর শুনিবে বাহির করাই আমাকে দিবে
এ সংসারে শাশুড়ী মা কলংখ[৬৭] হবে

*   *

৬৩. মোক—আমাকে, ৬৪. নবান—নবান্ন, ৬৫. বন্ধু পুছিসু—'বন্ধুপুছা' রীতি এই সমাজে খুবই গুরুত্ব সহকারে পালন করা হয়। পূর্ববঙ্গে যেমন সই পাতানো, পশ্চিম দিনাজপুরে তেমনি বন্ধুপুছা। জলপাইগুড়ি অঞ্চলে রাজবংশীদের কাছে তাই মিস্তর ধরা নামে পরিচিত। রাজবংশীস্ অব্ নর্থবেঙ্গল দ্রষ্টব্য : পৃ: ১১০। এই অঞ্চলের রাজবংশীদের এ ছাড়াও সখাহালা অনুষ্ঠান প্রচলিত বন্ধুপুছার মতোই। মেয়েদের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন জ্ঞাপক অনুষ্ঠান এর নাম ভাদাভাদি। (উত্তরবঙ্গে রাজবংশী সমাজের দেবদেবী ও পূজাপার্বন দ্রঃ ১২৫) বন্ধুপুছা অনুষ্ঠান সম্পর্কে শ্রীমতী গৌরী দে রায়গঞ্জ থেকে প্রকাশিত 'প্রত্যয়' পত্রিকায় আলোচনা করেছেন। (তিস্তাবঙ্গ সমীক্ষণ সমিতির ৬নং পত্র) পরস্পর দুটি ছেলের মধ্যেই 'বন্ধুপুছা' হয়ে থাকে। বিয়ের সম্বন্ধের মতো এখানেও কারুয়া বা ঘটক প্রয়োজন। ** কথাবার্তার পর দৃশ্যান্তর, ৬৬. নিলা—লীলা, প্রেম, ৬৭. কলংখ—কলংক। ** গদ্য সংলাপের মাধ্যমে জানা যায় নগেন-উপাসীর প্রেমের কথা জেনে ফেলেছে জগ। নগেন বিতাড়িত হয়।

উপাসীর গান

পাও ধরিয়া স্বামী কহেছু কথা
না মারেন না মারেন স্বামী প্রাণ যায় চলিয়া
মাথার বিষে[৬৮] পড়িয়া আছে মাইটা[৬৯]
আসিবা মকে[৭০] কহচে,[৭১] সমিতা মাই কথায় শুনেনি

জগর গান

শুনেক সমিতার[৭২] মা নয়ানতে চিনা যাছে কিবা মন শভা[৭৩]
মুই না যাছু বন্ধুর বাড়ি
ছুয়াগিলা[৭৪] নাচোন ধরি
মাইটাকনি ঘরজিয়া আনিয়াউ, আনিয়া তোর নাগি

*   *

নগেনের কাছে জগর গান

নগেন কি করিলু ঘরজিয়া নাম[৭৬]
নগেন সংসারে উঠালু
আসিলু সুমিতার ঘরজিয়া
পাগল হইল শাশুড়িক দেখিয়া
মোর বাড়ি ছাড়ি নগেন পালাবে পালা

নগেনের গান

শুন শ্বশুর বাবা
কি বুদ্ধি করিম হামবা

৬৮. মাথার বিষে—মাথার ব্যথায়, ৬৯. মাইটা—মেয়েটা, ৭০. মকে—আমাকে, ৭১. কহচে—বলেছে, ৭২. সমিতার—সুমিতার, ৭৩. শভা—শোভা, ৭৪ ছুয়াগিলা—ছেলেগুলি, ৭৫. মাইটাক নি ঘরজিয়া আনিয়াউ, আনিয়া তোর নাগি—মেয়েটার জন্য তো ঘরজামাই আনি নি, এনেছি তোর জন্য। আনিয়াউ আনিয়া সমধাতুজ কর্ম। ** গদ্য সংলাপ এবং দৃশ্যান্তর, ৭৬. নাম—নিন্দা।

দেহ বাতায়া[৭৭] আসিনু স্নমিতার ঘরজিয়া
দেছেন হামাক বাহির করায়া
পাম কিনা পাম কামের টাকালা[৭৮]

* *

নগেনের গান

মামা[৭৯] কি কলু ঘরজিয়া নামটা মামা সংসারে উঠালু
স্নমিতার ঘরজিয়া গেনু, নাই পারিলে মোক দেখিবা
আজিকানা দেছে বাহির করাইয়া

* *

পঞ্চার[৮০] গান

শুনেক জগভায়া নগেনক দিবা হবে কামের টাকালা
আনিলু[৮১] স্নমিতার ঘরজিয়া
নাই পারিলু বেহা দিবা
নগেনক দিবা হবে কামের টাকালা

* *

৭৭. দেহ বাতায়া—আমাকে বলে দাও, ৭৮. কামের টাকালা—কাজ করার টাকাগুলো। ঘরজিয়া হয়ে এসে শ্বশুরকে চাষবাসের কাজে সহায়তা দেবার জন্য চুক্তি অনুযায়ী প্রাপ্য টাকা। * * ঘরজিয়া নগেনের শ্বশুর জগ টাকা দিতে অস্বীকার করে, সে ঘরজিয়াকে তিরস্কার করে তাড়িয়ে দেয়। তখন ঘরজিয়া নগেন তার মামা ভবার বাড়ীতে ফিরে যায়। দৃশ্যান্তর। ৭৯. মামা—ভবাকারুয়া। মামা ভবা জগর কাছে এসে নগেনের "কামের" টাকা চায়, কিন্তু সে ব্যর্থ হয়। তারপর পঞ্চায়েতের শ্বারস্থ হয়। গদ্য সংলাপে এগুলি ব্যক্ত। ৮০. পঞ্চা—গ্রাম পঞ্চায়েত, ৮১. আনিলু স্নমিতার ঘরজিয়া, নাই পারিলু বেহা দিবা নগেনক দিবা হবে কামের টাকালা—পঞ্চায়েত জগকে তিরস্কার করছে। জগকে নগেনের টাকা দেবার জন্য নির্দেশ দিচ্ছে। * * অবশেষে পঞ্চায়েতের নির্দেশ মান্য করে জগ নগেনকে টাকা দেয়। এসবই গদ্য সংলাপের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত। উপাসীর এই গানের কথাগুলির সঙ্গে এই অঞ্চলে প্রচলিত বন্ধুয়ালা গানের কথার সাদৃশ্য আছে। গানের, স্নরও অনুরূপ।

উপাসির গান

বন্ধু শুননা কথা, মন কান্দেছে ও মোর নগেনের লাগিয়া
যেদিন নগেন বাড়ি ছাড়ে, আছে নগেন কাহার ঘরে,
নগেনর নাগি মন মোর শুধায় কান্দেছে[৮২]

* *

থেকেলুর গান

তোমার বাড়ি আসিবা নাই পাবে
দুইটা টাকা ওগে
বন্ধুয়ান[৮৩] নগেন চাহিসে
গিয়াছিন গরু বান্দিবা নগেনের সঙ্গে
হয়্যাছে দেখা
দুইটা বিড়ির মটা[৮৪]
ও বন্ধুয়ান নগেন চাহিসে

* *

নগেনের গান

যাবা কহিসে শ্বশুর বাবা নাগাল হবে, ডলাই বাশতলা
যখন মারিলে শ্বশুর বাবা
নিশ্চয় পালাম শাশুড়িক ধরিয়া
এই সংসারে ও মুই রাখিম নিলা[৮৫]

(প্রস্থান। জগর প্রবেশ)

৮২. কান্দেছে—চকচুন্দী (চোরচুরণী), ব-খেলা গানের সুর। দ্রঃ সংকলন হালুয়া-হালুয়ানী (মনমোর কান্দেছে গে বাই....)। ৮৩. বন্ধুয়ান—বন্ধুর পত্নী, ৮৪. মটা -বিড়ির বান্ডিল, ৮৫. নিলা—লীলা।

জগর গান

শুনেক সুমিতার মা তু হলু[৮৬] শালী কলংখিনী[৮৭] মায়ো[৮৮]
যদি তুই থাকিব ঘরে হাল গারস্থি[৮৯] ফুরাবু
মরে[৯০] তোর কান্ডলা[৯১] দেখি নস্জা লাগেছে

* *

উপাসির গান

ছাড়িবা হবে বাড়িটা
টাকা পাইসালা[৯২] গাহানালা[৯৩] বান্ধেছু[৯৪] টপলা[৯৫]
মন কান্দেছে নগেনের নাগি
ছুয়ালা হইসে মোর পায়ের বেড়ি
নিশ্চয় করি পালাম নগেনক ধরিয়া পলাম

উপাসির গান

থাক বেটি[৯৬] বাবার ঘরে
তোর বাপ ওগে বেটি বাহির করি দেছে
মুই না যাছু ছাগলগিলা ধরি[৯৭]
তোর বাপ দেছে বাহির করি
মন কান্দেছে বেটি তোমাক দেখি

৮৬. তু হলু—তুই হলি, ৮৭. কলংখিনী—কলংকিনী, ৮৮. মায়ো—বউ, ৮৯. হালগারস্থি ফুরাবু—এটি একটি তিরস্কার। হাল গেরস্থি শেষ হবে অর্থাৎ তুই ঘরে থাকলে আমার সর্বনাশ হবে, ৯০. মরে—আমার, ৯১. কান্ডলা—কান্ডকীর্তিগুলো, ** জগ তার স্ত্রী উপাসীকে খুবই তিরস্কার করে মারে এবং বাড়ি থেকে বার করে দেয়, দৃশ্যান্তর ৯২. পাইসালা—পয়সাগুলো, ৯৩. গাহানালা—গয়নাগুলো, ৯৪. বান্ধেছু—বাঁধছি, ৯৫. টপলা—টোপলা। ৯৬. বেটি—সুমিতা, ৯৭. মুই না

সুমিতার গান

ভাইগ্য নাতন[৯৮] কমলা বন্ধক ঘরে চলে যাম
মায়ের পিছে গে পিছে[৯৯]
নাই রহিমু বাবার ঘরে
মা জননি[১০০] ছাড়িয়া যাছে
মায়ের দুঃখলা দেখি কান্দন ভেরাছে[১০১]

* *

জগর গান

পিশাই[১০২] কি কনু হাতের মানুষট
পিশাই বেজার করিনু
যেদিন নগেন বাড়ি ছাড়ে
বাড়ির কামলা[১০৩] নাহি করে
বাইতে[১০৪] দিনে ওগে পিশাই কান্দিয়া বেড়াছে

* *

যাছু ছাগল গিলা ধরি—এই সমাজের মেয়েরা সে কুমারী বা বিবাহিত যে হোক অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বয়ম্ভর। তারা নিজেদের তাঁতের তৈয়ারি ধোকরা (মেঝেতে বসবার বা শোবার জন্য পাটের সুতো দিয়ে তৈয়ারি শতরঞ্চির মতো আবরণ) হাটে বিক্রি করে কেনে ছাগল, হাঁস। এগুলো তারা নিজেদের হাতে রক্ষণাবেক্ষণ করে। বাড়ীর ছাগল-গুলো এক্ষেত্রে উপাসীর সম্পত্তি। তাই সে বাড়ী ছাড়ার সময় ছাগলগুলো সঙ্গে করে নিয়ে চলে যেতে চায়, ৯৮. নাতন—নয়তো, নাকি, ৯৯. কমলা বন্ধক ঘরে চলে যাম মায়ের পিছেগে পিছে—কমলা বন্ধুর ঘরে মার পিছে পিছে চলে যাবো। সুমিতার কাছে বাবার তুলনায় মা অনেক কাছের। এখানে আমাদের সমাজের প্রচলিত ধারণাটির সঙ্গে মেলে না। এ যেন মাতৃ-তান্ত্রিক সমাজের মেয়েদের পুরুষের আধিপত্যে প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠার একটি ছবি। এই সংঘাত অনিবার্য। এখানে তারই একটা আভাস পাওয়া যাচ্ছে। ১০০. মা জননী—পুনরুক্তি, ১০১. ভেরাছে—বার হচ্ছে। ** দৃশ্যান্তর। ১০২. পিশাই—পিশি, ১০৩. কামলা—কাজকর্মগুলো, ১০৪. রাইতে—রাত্রে। * * জগ তার পিশির সঙ্গে নগেন এবং স্ত্রী উপাসীর বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলে। দৃশ্যান্তর।

সোমরিতের মায়ের গান

তুইগে উপাসি ঘুরিয়া আয়
ছুয়ালা কান্দিহনে[১০৫] গড়াগড়ি যায়
আগে তাপে[১০৬] পলাই যাব
একদিন কালে ঘুরিয়া আসিব
ছুয়াব ময়া[১০৭] ও তুই ছাড়িবায় নি পারিব,
জগভাইবেটা বাড়িটাত না কবেন গণ্ডোল[১০৮] ঝগড়া
তিরি[১০৯] নাবী সংসারি কে আছে[১১০]
এক ভাতাবি[১১১] গোণ্ডোগোল না কবেন
মুই যাছু বাড়ি

*   *

কিষ্ণার গান

শুনেক যাগদা এক ঘটি জল আনেক
একখানা ধকব[১১২] বসিবা
চিরদিনে আসা যাওয়া কবি
হুলাস মন্ডলেব বাড়ি আজ কেন
দেখু তকে মন ভাবি ভাবি

১০৫. ছুয়ালা কান্দিহনে—ছেলেগুলো কেঁদে কেঁদে, ১০৬. আগেতাপে—রাগে, তপ্তরাগে, ১০৭. ময়া—মায়া, ১০৮. গণ্ডোল—গণ্ডোগোল, ১০৯. তিরি—স্ত্রী, ১১০. তিরি নারী সংসারি কে আছে—স্ত্রী নারীর মত সংসারে আর কে আছে, ১১১. ভাতারি—ভর্তৃ+ইয়া (ইক+পা) ভাতারিয়া, ভাতারি—স্ত্রী পুরুষের একাধিক বিবাহ প্রথা বিদ্যমান এই সংলাপটির মধ্যে তার পরোক্ষ প্রমাণ আছে। ** জগর পিসি জগকে উপাসীর বিষয় বুঝিয়ে সুঝিয়ে বাড়ী ফিরে যায়। দৃশ্যান্তর, ১১২ ধকর—ধোকরা। পাটের তৈয়ারি। আকার চার হাত × পাঁচ হাত। বাইরের কেউ এলে মাটির উপর পেতে বিছিয়ে দেয়া হয়। মাদুরবৎ।

যগীর গান

শুনেক কৃষ্ণা দা
মন কান্দেছে বাজারুর[১১৩] মা মরিয়া[১১৪]
কি শুনিবু দুঃখের কথা
ভাবেছু বাড়িটাত বসিয়া
কারুয়া পাঠাইলে লোকে কহিছে বুড়া[১১৫]

কৃষ্ণার গান

মরে আগা[১১৪] দুঃখ ভাবিস না
ভাল দেখি কইনা[১১৭] করেক বেহা
জগর বেটি সুমিতা নারী
আসে কারুয়া বেহায়ে দেনি[১১৮]
ধরিয়া আনিয়া যগী করেক বেহা

যগীর গান

তোর কথা শুনে মন হুলাস হয়[১১৯]
ওইলা কাম করিলে কৃষ্ণা
টাকার বিনা হয়[১২০]
জগর বেটি সুমিতা নারী
হচেও পরার বেটি
ধরিয়া আনিলে থাকিবে কি নি

১১৩. বাজারু—যোগীর ছেলের নাম, ১১৪. বাজারুর মা মরিয়া—বাজারুর মা অর্থাৎ যোগীর স্ত্রী মারা গেছে, ১১৫ কারুয়া পাঠাইলে লোকে কহিছে বুড়া—যোগীর দ্বিতীয় বিবাহে ইচ্ছা তাই সে কারুয়া বা ঘটক পাঠায়। কিন্তু বুড়ো বলে কেউ মেয়ে দিতে চায়না, ১১৬ মরে আগা—আমার সামনে। ১১৭. কইন্যা—কন্যা, ১১৮. বেহায়ে দেনি—বিয়ে দেয়না, ১১৯. হুলাস হয়—উল্লসিত হয়, ১২০. টাকার বিনা হয়—টাকা ছাড়া বিয়ে হয়। অর্থাৎ কন্যাপণ ছাড়া।

কৃষ্ণার গান

জনা পাছে লোক তুই
সাজা ধরিয়[১২১]
ওই না কন্যা আনিয়া
যগী তোর দিম বেহা
আরাতি বরাতি সামাজি[১২২] সকলে আনিব্‌ ডাকিয়া
ধরিয়া আনি যগী তোক দিম বেহা

* *

১২১. জনাপাছে লোক তুই সাজা ধরিয়—জনা পাঁচেক লোক নিয়ে তুই তৈয়ারি হ। ১২২. আরাতি বরাতি সামাজি—কন্যাযাত্রী বরযাত্রী এবং সমাজ 'সামাঞ্জি'। বরের সঙ্গে যদি এয়ো বা বরের বাড়ীর অন্যান্য নারীরা বরযাত্রী হিসেবে যায় তবে তাকে আরাতি বা আয়বাতিও বলে। আবার উঠানী (কনেকে উঠিয়ে বরের বাড়ীতে বিয়ের অনুষ্ঠান হলে বলা হয়) বিয়ের ক্ষেত্রে কনের সঙ্গে যে সব এয়োরা বরের বাড়ীতে আসে তাকেও আয়রাতি বলে। জলপাইগুড়ি জেলার রাজবংশীরা বরাতি বা বয়রাতিকে বলে বৈরাতি। দ্রষ্টব্য প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত, ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক পৃঃ ২০২ (১ম খণ্ড রাজবংশীস অব নর্থবেঙ্গল ডাঃ চারুচন্দ্র স্যানাল পৃঃ ৩০১। মেচদের বিবাহেও 'বেরাতি' শব্দটি পাওয়া যায়। সামাজি—সমাজ বিয়ের অপরিহার্য অঙ্গ। কুশমণ্ডি থানার (পশ্চিম দিনাজপুর) দিনোর শা পাড়া গ্রামের দেশী সম্প্রদায়ের মলিন সরকার আমাকে জানান 'সমাজ' তিন ভাগে বিভক্ত—১. আজা বা রাজা, ২. পিণ্ডই, ৩. মহৎ। রাজা হলো এই সমাজের চূড়ামণি। তারপরে পিণ্ডই-এর স্থান পিন্ডই পরামর্শদাতা। আর মহৎ সমাজের নির্দেশ কার্যকরী করেন। বিয়েয় যাবতীয় কাজকর্মের ব্যাপারে বর-কনের অভিভাবক সমস্ত দায়দায়িত্ব তুলে দেন এই সমাজের উপর। সমাজ 'সামান' রূপেও উচ্চারিত। ** গদ্য সংলাপ। দৃশ্যান্তর।

বাজারুর গান[১২৩]

কি কাম করিলু বাগে[১২৪] শুনেক না কথা
ঐলা কাম করিলে বাগে জানের[১২৫] নাই আশা
তুই করাবু দূর বাড়ি
তুহে না রাখিবু খিয়াতি[১২৬]
ঐলা কাম করিলে বাগে
লোকের হবে হাসি

যগীর গান

মুহেনা কহেছু কথা
শুনেক না বাজারু বেটা
সাধা কামে বাধা তুইরে দিস না
আনিমু ধরি রাখিম খিয়াতি
যা করে মর[১২৭] বিধি
তোর কথালা বেটা মুইহে শুনিম নি

শুনত বাজারু বহুমাক দেওত খবর
পতিরাজের হাটে যামু ঠেটিবোটি[১২৮] কিনিবা
"বহু মা" আসার পর তোমার শাশুড়ী গিয়াছে মারা
কে করিবে বাড়ির কামলা[১২৯] তোমার
আনিবা চাহাচু নূতন শাশুড়ি মা

* *

১২৩. বাজারু বাবার এই অন্যায় বিবাহের প্রতিবাদ করে। বিয়ে পাগলা যোগী ছেলেকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে বলে শাসায়। তখন বাজারু বাবাকে হুঁশিয়ারী দেয়। বাজারুর গানে এই হুঁশিয়ারী ব্যক্ত। ১২৪ বাগে—বাবাগে। সম্বোধনে "গে"। ১২৫. জানের—জীবনের, ১২৬. খিয়াতি—দুর্নাম, ১২৭. মর—মোর, ১২৮. ঠেটিবোটি—কাপড় চোপড়। পাড়বিহীন ছোট কাপড়কে বলা হয় ঠেটি। আর বোটি হল ঠেটির অনুষঙ্গে ১২৯. কামলা—কাজকর্মগুলো, ** দৃশ্যান্তর।

যগীর গান (উত্তরা কালীর কাছে)

কহেছু মিনতি করি
স্নুমিতাক আনিয়া দিলে দিম পাঠা বলি
যাহি হামরা যাত্রা করি
যা করে উত্তরা কালী
স্নুমিতাক আনিয়া দিলে
দেখিম তোর জারি[১৩০]

*   *

জগব গান

শুনেক স্নুমিতার মা
আজিকানা হাটে যাছু দোকান ধরিয়া
মুইনা যাছু দোকান বেচিম
নাই পারিম মুই বেড়াইবা
ধারুয়া[১৩১] পইসালা হইবে আটাক

উপাসির গান

ছুয়ালা ধরি বেটি বাড়িত্ থাক
সয় সকালে[১৩২] ওগে বেটি তুহে রাধেক ভাত
তোব বাপ গেলে দকান ধরি
যাবা কহিসে মকে[১৩৩] তাড়াতাড়ি
হাটে না যাইলে বেটি পাবাবে গালি

*   *

সমিতার গান (কাকীর কাছে)

নোজ্জা নাগেনি নিতো[১৩৪] দিনে
এমন মনটা মোর করেছে

১৩০. জারি—শক্তি। ** দৃশ্যান্তর। ১৩১. ধারুয়া—যে লোকের কাছ থেকে ধার নিয়ে ধার পরিশোধ করে না, ১৩২. সয় সকালে—প্রচলিত সাত সকালে। কিন্তু এখানে সয় সকালে, ১৩৩. মকে—আমাকে, ** এরপরে স্নুমিতাকে কাজকর্মের নির্দেশ দিয়ে প্রস্থান। দৃশ্যান্তর। ১৩৪. নিতো—নিত্য, প্রত্যহ।

মুই নারীটার মরণ নাই হছে
কলংখ ওঠাবে নাতন[১৩৫]
মা বাপের দোষে
ভাত তরকারি হবে আশ্ধিবা
চলেক যাম কাকি ঘোসি নুড়িবা[১৩৬]
হেমন[১৩৭] মনটা মোর করেছে
মুই নারিটার কাকি
মরণ নাই হছে
কতয় রহিম কাকিমা বাপের ঘবে

সুমিতার গান

কাকি ভয় নাগেছে
মানুষগিলা ওগে কাকি
মোকে দেখেছে
মা বাপ সবে হাটে গেইসে
কৃষ্ণা যগি হামার বাড়ি আইলে
এদিক উদিক বেড়ায় কাকি মোকে দেখেছে
শুনেক কাকি গে
মুই নারিটার কাকি ব্রেথায়[১৩৮] জিঙ্গানি[১৩৯]
আসিহিল মোর কারুয়া
মা বাপে না দিলে বেহা
মন কান্দেছে কাকি বাড়িটাত থাকিয়া

শুকলের গান

মোরে আগা দুঃখ ভাবিস না
মুই নাকি পারু ভাতিজ[১৪০] দুঃখ খন্ডাবা

১৩৫. নাতন—নাকি, ১৩৬. ঘোসি নুড়িবা—ঘুঁটে তুলতে, ১৩৭. হেমন—এমন, ১৩৮. ব্রেথায়—বৃথায়, ১৩৯. জিঙ্গানি—জীবন, ১৪০. ভাতিজ—ভাতিজা। ভাইয়ের মেয়ে।

যদি তরে দুঃখ থাকে
কি করিবে তোর মা বাপে
কলংকনা ওগে ভাতিজ
সেজুনে[141] লেখেছে

সমিতার গান

মহি দাদাগে আজিকানা ওগে দাদা
লয়ে যাছে ধরি
মা বাপ সবে হাটে গিয়াছে
ধরিয়া দাদা মোক নিগাছে[142]
গলামের বেটা[143] টাক নজ্জা[144] নাই নাগে

*　　　　*

সমিতার গান

সমন্ধে হবু তুই মিতা বাপ[145]
কেনে আসিয়া আজি মোক ধরিলু হাত
মা বাপ সবে হাটে গিয়াছে
ভাত আন্ধিস মোক কহিসে
মোর হাত ধরিবা
তোক নাকি সাজে

যগীর গান

ঝুখন[146] বেহাইর সমন্ধে তুই মোর হবু নাতিন
তকে করিবা চাহাচ, মরে নদারী[147]

১৪১. সেজুনে—সেজনে, বিধাতা, ১৪২. নিগাসে—নিয়ে যাচ্ছে, ১৪৩. গলামের বেটা—গোলামের বেটা, একটা গালি, ১৪৪. নজ্জা—লজ্জা, ** কথ্য সংলাপ, ১৪৫. মিতাবাপ—একই বা প্রায় একই নামের দুই ব্যক্তি পরস্পর 'মিতা' হয়ে যায়। জগ-যগী প্রায় সমোচ্চারিত হওয়ার ফলে এই মিতা সম্বন্ধ। সুমিতার কাছে তাই যগী 'মিতাবাপ'। ১৪৬. ঝুখন—একজনের নাম, ১৪৭. নদারী—নোতুন বউ।

পইন কুটুমলা[148] আছে ঘরে
তোক নিগাবা[149] আসিনু মুহে,
ধরি নয়া যায়য়া তোক করিম বেহা[150]

সমিতার গান

পাও ধরিয়া আজু[151] কহেছু কথা
আজিকার মনে আজু দে মোক ছাড়িয়া
অতয় যদি ছিল মনে
কারুয়া না দিলু বাবার ঘরে
গলানের বেটা ও তোক নোজ্জা[152] নাই নাগে[153]

যগীর গান

তুই গে সুমিতা কান্দিস না
তোরে নাগি ঠেটি বোটি আনিসু[154] কিনিয়া
তোর মা বাপের এমুন হিয়া[155]
যাছে কারুয়া না দে বেহা
তার কারণে ও সুমিতা আনিয়া ও ধরিয়া

*   *

হাটে ডলাইর গান

শুনেক জগদা
কথা শুনিলে তোর ঘুরিবে মাথা
যগি কৃষ্ণা যুক্তি করি
আসিহিলা তোর বাড়ি
সুমিতাক লয়ে গেল জোর করি ধরি

১৪৮. পইন-কুটুমলা—পরিজন, আত্মীয় কুটুমেরা। বহুবচনে—লা, ১৪৯. নিগাবা—নিয়ে যাবার, ১৫০. বেহা—বিয়ে, ১৫১. আজু—দাদু, ১৫২. নোজ্জা—লজ্জা, ১৫৩ নাগে—লাগে, ১৫৪. আনিসু—এনেছি, ১৫৫. হিয়া—হৃদয়, ** গদ্য সংলাপ ও দৃশ্যান্তর।

জগর গান

তাড়াতাড়ি বান্ধেক দকানটা
বাড়িটাত হইসে হামার অসভার[১৫৬] কান্ড
যগি কৃষ্ণা কি করিলে মা বাপের কলংখ[১৫৭] অঠালে[১৫৮]
মোর বাড়ি কেন কারোয়া নাই দিলে পাঠাইয়্যা

* *

সমিতার গান

মা বাপক[১৫৯] কান্দায়াগে আজু
ধরিয়া আনিল মোক
বান্ধিয়া ছান্ধিয়া গে আজু
জেহালে[১৬০] ভরাম তোক
মোর ঘটনা বাপ শুনিলে
থানায় যায়া ইঝার[১৬১] দিবে
দারগা আসিলে আজু
তকে[১৬২] বান্ধিবে

যগীর গান

কুন কথা কহিলু স্মিতা তুহে ওগে মোক
যত টাকা খরচ হবে তায়নি ছাড়িম[১৬৩] তোক
যেখুন[১৬৪] তোক আনিনু ধরি মনে বড় ইচ্ছা হয়া
জমিন বেচিয়া[১৬৫] ওতোক তাহ করিমু বেহা

১৫৬. অসভার—অসভ্যতা, ১৫৭. কলংখ—কলংক, ১৫৮. অঠালে—ওঠালে, উঠালে। ** গদ্য সংলাপ। দৃশ্যান্তর। ১৫৯. বাপক—বাবাকে, ১৬০ জেহালে—জেলে, ১৬১. ইঝার—এজাহার, ১৬২. তকে—তোকে. ১৬৩. তায়নি ছাড়িম—তবুও ছাড়ব না, ১৬৪. যেখুন—যখন ১৬৫. জমিন বেচিয়া—জমি বেচে, ** গদ্য সংলাপ ও দৃশ্যান্তর।

তাপন[166] গান

তুই নে স্মিতা কান্ধিস[167] না
মন কান্দেছে তোর কান্ধন[168] শুনিয়া
কি করিলে শ্বশুর বাবা
কেনে আনিলে তোক ধরিয়া
আতি[169] পুহালে ও তুই বাড়িত্ চলিয়া যা

রাজেনের কাছে জগর গান

ওগে মামা কি করা যায়
এই সব ঘটনা দেখি মোর বুদ্ধি হারায়
হাতে নাই মোর টাকা পয়সা
বুদ্ধি দেগে দাদা উপাই করিয়া
কেমনে মারিম দাদা এই ঝামলাটা

রাজেনের গান

দুয়ারে দুয়ারে তোরা বসিয়া রহ
বাড়ির লোকলা ভেরাইলে[170] ঘাড় ধরি বসাও
স্মিতা আছে দতলার[171] ঘরে
পাহারা দিম সারা রাইতে
রাতটা পুহাইলে দিম দারগার হাতে

১৬৬. তাপন—বাজারুর বৌ, ১৬৭. কান্ধিস—কান্দিস, ১৬৮. কান্ধন—কান্দন, ১৬৯. আতি—রাতি। ** দৃশ্যান্তর, ১৭০. ভেরাইলে—বেরোলে, ১৭১. দতলা—দোতলা।

যগীর গান

শুনে দশ জন[১৭২]

সুমিতাক দিবা চাচি[১৭৩] তিনশ টাকা পণ

কুমন্ত্রণাতে আনিন[১৭৪] ধরি

কহেছু মিনতি করি

সুমিতার নামে দেছু জমি রেস্টারি[১৭৫]

জগর গান

সংসারতে তুই করিলু নীলা[১৭৬]

বাতিট পুহাইলে যগী আনিম দারগা[১৭৭]

আনিনু সুমিতাক ধরি

দেখি হামরা মামলা করি

নাতন ফুরাম ঘর বাড়ি[১৭৮]

*　　　　*

রাজেনের কাছে জগর গান

রাজেন মমাগে

কি বুদ্ধি করিম মামা তুই বাতায়দে

মুইত হনু বুদ্ধি হারা

তুইগে মামা দে বাতায়া

কি কথা কহিম মামা দারগার আগা

১৭২. দশজন—সুমিতাকে ধরে নিয়ে আসার পর গ্রামের মাতব্বর শ্রেণীর লোক এগিয়ে আসে। তাদেরকে বলা হচ্ছে 'দশজন'। তাদের হস্তক্ষেপে যোগী সুমিতাকে ছেড়ে দেয়, ১৭৩. চাচি—চাহাছি, ইচ্ছুক, ১৭৪. আনিন—এনেছি, ১৭৫. রেস্টারি—রেজিস্টারী, ১৭৬. নীলা—লীলা, ১৭৭. দারগা—দারোগা, ১৭৮. আনিনু সুমিতাক ধরি দেখি হামরা মামলা করি নাতন ফুরাম ঘরবাড়ি—সুমিতাকে ধরে এনেছিস। আমি মামলা করে দেখি তোর ঘরবাড়ি সম্পত্তি শেষ করতে পারি কিনা।

থানায় দারোগার কাছে জগর গান

ইঝার[১৭৯] লেখ দারগাবাবু তাড়াতাড়ি করি
মোর বেটিক নিয়ে গেল জোর করি ধরি
পায়ে ধরি মিনতি করি ইঝার লেখ তাতাড়ি[১৮০]
মোর বেটিক নয়ে গেল হাণ্ডিগায়ের[১৮১] যগি

সুমিতার গান

পাও ধরি কহেচু শুননা বাণী,
যগী আনিয়াছে বাবু জোর করি ধরি
পায়ে পড়ি জোর হাত করি
বলি বাবু মিনতি করি
যোগীর হাতে দিলে দিম গলে ছুরি[১৮২]

*　　　*

জগর গান

এই মামলাটার নাই পাও হাত[১৮৩]
এই মামলা জিতায়া দিলে তুহে ধরম বাপ[১৮৪]
পায়ে পড়ি জোর হাত করি
বলি বাবু মিনতি করি
কেমনে জিতিবে বাগে তোর নাতিন[১৮৫]

*　　　*

১৭৯. ইঝার—এজাহার, ১৮০. তাতাড়ি—তাড়াতাড়ি, ১৮১. হাণ্ডিগায়ের—হাঁড়ি গাঁয়ের। পশ্চিম-দিনাজপুর জেলার একটি গ্রামের নাম। কুশমণ্ডী থানা। ১৮২. দিম গলে ছুরি—গলায় ছুরি দেব। ** দৃশ্যান্তর। ১৮৩. নাই পাও হাত—হাত পা নেই। তুলনীয় মাথামুণ্ড নেই, ১৮৪. ধরম বাপ—ধর্মবাবা। ধর্ম বাবার স্থান এ সমাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিজ বাবার মতোই তিনি মান্য, ১৮৫. নাতিনী—জগ উকিলের ধর্মছেলে হলে তার মেয়ের সঙ্গে উকিলের নাত্নী সম্পর্ক কল্পিত। ** উকিলের কথা গদ্য-সংলাপে ব্যক্ত। দৃশ্যান্তর।

জগর গান

চড়েক বেটি মটরে[১৮৬]
তোব মামলাটা ওগে বেটি ভগবান যা করে
যখন যগী নয়া গেল ধরি
বলিস বেটি সত্য করি
মিথ্যা কহিলে হাতে চড়িবে দড়ি
হাতে দেছু দশ টাকা
জিতাই ওঠাও বাবু হামার মামলাটা
মোব বেটি অবলা নারী
কিছু কথাত জানেনি
বুদ্ধি সন্ধা বাবু[১৮৭] দেবেন বাতায়া

*　　　　　*

কোর্টে সুমিতার গান

শুন তোবা হাকিম বাবু বলি বিনয় করি
যগী আইনাছে বাবু জোর করে ধরি
মা বাপ সবে গিয়াছিল হাটে
যগী আসি মোকে ধরে
নাই রহিমু বাবু যগীর ঘরে

যগীর গান

হায় ভগবান
নাই মাতা পিতা
সুমিতা নাকি মর[১৮৮] হায় কোর্টে বাসা

১৮৬. চড়েক বেটি মটরে—গ্রাম থেকে শহরে উকিলবাড়ি যাওয়ার জন্য বাসে চড়তে নির্দেশ দিচ্ছে জগ, ১৮৭. সন্ধা—সন্ধান। সন্ধাইয়া, ** কথাবার্তা ও দৃশ্যান্তর। সুমিতার অভিযোগক্রমে যোগী গ্রেপ্তার হয়, ১৮৮. মর—মোর।

শালার কিষ্ণার বুদ্ধি ধরি
আনিনু সুমিতাক ধরি
সুমিতার নাগি হাতে চড়িল দড়ি

*   *

স্থমিতার গান

মামলাতে আসিন খোলাস[১৮৯] হইয়া
চলেক যামু হটোল[১৯০] খাইবা
সেদিন থাকি নয়জায়[১৯১] ধরি আছো বাগে
মুই না খায়াদায়া যাম বাগে মটবে চড়ি

*   *

বাজারুর গান

বাবার নাগি মন কান্ধেছে
খায়াদায় যাম মুইহে রাইগঞ্জে[১৯২]
হায় কোর্টের এমন জ্বালা
বাবা নাতন আছে কি খাইয়া[১৯৩]
বাবাক আনিম জামিনাতি[১৯৪] করিয়া

*   *

তুমিরের গান

টাকা পাইসা তেলমু করেক বল মরভ[১৯৫]...
স্থমিতাক ওরে তেলমু দেখিবুতে চল
যোগী আসিয়া নয়ে গেল ধরি মা বাপে আনিলে ছুটায়ে
আনি দিবা চাহাচু তেলমু তোরে বাড়ি

** দৃশ্যান্তর, ১৮৯. খোলাস—খালাস, ১৯১. হটোল—হোটেল, ১৯১. নয়জায় —লজ্জায়, ** দৃশ্যান্তর। ১৯২. বাইগঞ্জে—পশ্চিম-দিনাজপুর জেলার একটি মহকুমা শহর, ১৩৩. বাবা নাতন আছে কি খাইয়া বাবা যে কি খেয়ে আছে, ১৯৪. জামিনাতি—জামিন নিয়ে খালাস, ** দৃশ্যান্তর। ১৯৫. বল মরভ ··· এই অংশ খাতায় অস্পষ্ট। বোঝা যায় নি।

তেলমুর গান

ঘর বাড়িলা মাগে দেখেক তুহে
কইনা দেখিবা যাচ্ছু তুমিরের সঙ্গে
জগর বেটি স্মমিতা সবী
নয়ে গিয়াছিল ধরিয়া
দিবা চাহাচু হামাবে বাড়ি

তেলমু মায়ের গান

যারে বেটা আসেকনে দেখি
ভাল হইলে আনিম তোর নাগি জুড়ি[১৯৬]
এমন তোব কপাল পড়া[১৯৭]
হটাৎ করি গেল তোর বহু[১৯৮] মারা
কতয় খাটিম মুই নাতিনিক[১৯৯] ধরি

*　　　　*

তুমিরের গান

আসিন কুটুম তোমার ঘর
সুমিতা মাইটার আনিহাই[২০০] দেখাবা[২০১]
মা বেটা দুই জনা আছে
আর আছে সতিনের বেটি
ওহে আরহ আছে[২০২] সম্পত্তি

১৯৬. জুড়ি—বরের পক্ষ থেকে প্রস্তাবিত বিয়ের ব্যবস্থাকে বলা হয় 'কইনা জুড়া', রাজবংশীস্ অব নর্থবেঙ্গল গ্রন্থেও এরূপ উল্লিখিত পৃঃ ৯০। ১৯৭. পড়া—পোড়া, ১৯৮. বহু—বউ, ১৯৯ নাতিনিক—নাত্নীকে। এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে তেলমুর স্ত্রী একটি মেয়ে রেখে মারা যায়।** দৃশ্যান্তর। ২০০. আনিহাই—এনেছি, ২০১. দেখাবা—স্মমিতা মেয়েটাকে দেখাতে।

জগর গান

ভাল মন্দ তোর মুখে
এবার সুমিতা বেটি নাই থুম ঘরে[২০৩]
যগী শালা কি করিলে
এই সংসারে কলং অঠালে[২০৪]
ভাল করি মাইটাক বেহাবা নি দিলে[২০৫]

উপাসির গান

গলা ভোরা নিমু জনরা[২০৬]
হাতে সনার[২০৭] চুড়ি নাখতে[২০৮] চিবাতন[২০৯]
নিমু কানে মাখিরি[২১০]
জন্মের ভাগি মাতা পিতা
মা বাপে না দিন বেহা
নিশ্চয় করি নিম তুমির ঐলা গাহানা[২১১]

*　　　　*

২০২. আরহ আছে—আরো আছে সম্পত্তি। অর্থাৎ জমি জায়গা, ২০৩. থুম ঘরে—থোব না, রাখব না, ২০৪. অঠালে-ওঠালে, ২০৫. বেহাবা নি দিলে-বিয়ে দিতে দিল না, ২০৬. জনরা—গলার হার, চিক। ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যাল প্রণীত রাজবংশীস্ অব নর্থবেঙ্গল গ্রন্থে ১৩ প্রকার গলার গহনার উল্লেখ আছে। কিন্তু জনরার উল্লেখ নেই, ২০৭. সনার—সোনার, ২০৮. নাখতে—নাকে, ২০৯. চিরাতন—নাকছাবি চিরাতনের মতো দেখতে। রাজবংশীস্ অব নর্থবেঙ্গল গ্রন্থে এর উল্লেখ নেই। ২১০. মাখিড়—মাকিরি। কানের গহনা। রাজবংশীস্ অব নর্থবেঙ্গল গ্রন্থে উল্লিখিত 'earring of gold or silver, ornamented, worn on the lower part of the ear' P.P. 88. ২১১. গাহানা—গহনা। বিয়ের কথাবার্তায় কন্যাপণ হিসাবে সুমিতার মা উপাসীর দাবী। ** কথাবার্তা ও দৃশ্যান্তর।

তেলমনুর গান

সয় সকালে[212] মাগে আন্ধে বাড়েক[213]

খায়া দায়া যাম মুহে

কালিকা…হটাহাটি[214] দিবে বেহাই

* *

উপাসির গান

ছুটতে মানুষ কনু মুই

জ্বালা দুঃখ খায়া

ভাল করি নাই পাবিনু

তোক বেহা দিবা

জম্মের ভাগি মাতাপিতা

নাই পারিনু জল ডালিবা[215]

তুনির মামর বাড়ি[216] যাছ তোক থুবা

স্মিতার গান

তমার মায়া ছাড়িমু কেমনে

ভাসায়া দিলেন মাগে সাগরের জলে

জম্মের লাগি ভাগি মাতাপিতা

মন কান্দেছে তোমাক দেখিয়া

তমার পায়ে যাছু ভকতি[217] কবিয়া

* *

২১২. সয় সকালে—তাড়াতাড়ি, ২১৩. আন্ধে বাড়েক—রান্নাবান্না কর, ২১৪. কালিকা…হটাহাটি—অস্পষ্ট লেখা, কালিয়াগঞ্জ হতে পারে। তবে 'হটাহাটি' দ্রুত অর্থে, ২১৬. সওদা—জিনিসপত্র, ২১৫. ডালকুলা—ডালা ও কুলা। ** দৃশ্যান্তর। ২১৬ জল ডালিবা—জল ঢালিবা। লক্ষ্যার্থে। নিয়ম-রীতি মান্য করে বিয়ে। কিন্তু এক্ষেত্রে তা হ'ল না, ২১৭. মামর বাড়ি—মামার বাড়ি, ২১৮. ভকতি—প্রণাম।

তুমিরের গান

তারাতারি সাজ কুটুমলা……[২১৯]
যাইম হামরা কইনা আনিবা
আগে পূজ গায়ের গারাম[২২০]
পিছে পূজ শিতিলায়[২২১] উলোলই[২২২] করি
পূজ গায়ের বুড়িটায়[২২৩]

*　　　　*

জগর গান

পোন কুটুমলা[২২৪] সাক্ষী থুয়া
তেলমু হাতে দেছু স্থমিতাক সপিয়া

২১৯. …… অস্পষ্ট, ২২০. গায়ের গারাম—অতিশক্তিশালী গ্রাম ঠাকুর, ২২১. শিতিলায় - শীতলাকে, ২২২. উলোলুই—উলুধ্বনি, ২২৩. গায়ের বুড়িটায়—গাঁয়ে বা গ্রামের জাগ্রতা দেবী বুড়ি। "বুড়ি" উত্তরবাংলার রাজবংশী-দেশী-পলিয়া সমাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দেবী। চৈত্র-সংক্রান্তি থেকে আষাঢ় মাসের অম্বুবাচী পর্যন্ত দেশী ও পলিয়া সমাজে যে "গমিরা" বা "গমীরা" মুখোস নাচ হয় সেখানে একটি বুড়ি চরিত্র দেখি। তাঁর নৃত্য একক নয়। তিনি বুড়ার সঙ্গে যুক্ত। পোশাক তাঁর থান কাপড়। পশ্চিমদিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর থানার দেবীপুর গ্রামের প্রাচীন দেবী মূর্তির নাম বুড়িমা। বয়সের ভারে তিনি নুব্জা। গায়ের রঙ অতসী ফুলের মতো। মাথার চুল সাদা। বাগদুয়ার গ্রামের প্রাচীন দেবীর নাম বুড়িজারি। তাঁর গায়ের রঙ সাদা। (সংগ্রহ সূত্রঃ পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বন ও মেলা ১ম খণ্ড)। ইসালমপুর মহকুমার বাঁশবাড়ি গ্রামে ১লা বৈশাখে ঘাটোপূজার ভাসানে মহানন্দা নদীতে মেয়েদের তিস্তাবুড়ির গান গাইতে আমি শুনেছি। হেমতাবাদ থানার কৃষ্ণবাটি গ্রামে যাওয়ার পথে প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি শুরু হলে আমার সঙ্গী রবেন বর্মণ 'দোহাই নাগে মা বুড়ি' ঘন ঘন বলেছিল। রাজবংশীস অব্ নর্থবেঙ্গল ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যাল এবং উত্তরবঙ্গে রাজবংশী সমাজের দেবদেবী ও পূজাপার্বন ডঃ গিরিজা শঙ্কর রায়ের গ্রন্থে তিস্তাবুড়ি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা আছে। এই দেবী বিপদতারিণী, সর্ব-পাপ হারিণী, সর্বশুভদায়িনী বলে দেশী, পলিয়া ও রাজবংশী সমাজের বিশ্বাস। ** দৃশ্যান্তর, ২২৪. পোন কুটুমেলা - পরিজন কুটুমেরা।

জন্মের ভাগী মাতা-পিতা
নাই পারিন বেহা দিবা[225]
তেলমুর হাতে দেছু সপিয়া

*   *

বাজারুর গান

ওগে বাও[226] কি করিম
এই মামলা বালুরঘাট ওঠাম[227]
যেদিন জগ মামলা করি
বালুরঘাট জায়া আকিল বাড়ি[228]
জগর হামরা ফুরাম ঘরবাড়ি[229]

*   *

জগর গান

শুনেক কমলার মা
আজিকানা······[230] সুমিতাক আনিয়া
বালুর ঘাটে ঝামেলা চড়ালে[231]
কপালে যে কি হবে
বুদ্ধিসন্ধান বেটি শিকাবা[232] হবে

*   *

২২৫. নাই পারিন বেহা দিবা—ভালোভাবে সঠিক নিয়মরীতি মেনে জাঁকজমকপূর্ণ বিবাহ। এখানে বাৎসল্য ও করুণ রস। ** দৃশ্যান্তর, ২২৬. বাও--বাবা। সম্বোধনে। ২২৭. মামলা বালুরঘাট ওঠাম—বালুরঘাট পশ্চিমদিনাজপুর জেলার সদর। রায়গঞ্জের আদালতে মামলা হেরে গেলে জেলার উচ্চ আদালত বালুরঘাটে নিয়ে যাওয়ার কথা এখানে ব্যক্ত। ২২৮ আকিল—উকিল, ২২৯. ফুরাম ঘরবাড়ি—মামলা করতে করতে ফতুর হয়ে যাওয়া। ** দৃশ্যান্তর, ২৩০······অস্পষ্ট, ২৩১. ঝামেলা চড়ালে—ঝামেলা তৈয়ারি করল, ২৩২. শিকাবা—শেখাতে। আদালতে উকিলের জেরার সঠিক উত্তর শেখানো। ** জগ, তেলমু জামাইয়ের বাড়ি সুমিতাকে আনতে গেল। দৃশ্যান্তর।

জগর গান

আসিন তেলমু তোমার বাড়ি
সুমিতা বেটিক দেহ পাঠাই
নুটিশ[২৩৩] আসিলে বালুরঘাট হইতে
ভাবনাতে জুয়াই নিন[২৩৪] নাই ধরে
কি হবে না হবে জুয়াই ছুয়ার[২৩৫] কপালে

সুমিতার গান

শুনেক বাওগে
দেশ বিদেশে[২৩৬] বেড়াবা হবে
এমনু[২৩৭] কপাল পড়া
হদিষ্ট[২৩৮] যে কি আছে লেখা
মন কান্দেছে বাগে মামলটার কথা শুনিয়া

* *

জগর গান

ভায়া সেলকেন্দু[২৩৯]
ভাল করি ঐলা কথা তুহে কহিবু
যোগি আসি নয়া গেল ধরি
কহিস ভায়া সত্য করি
মিথ্যা কহিলে হাতে চাঁড়বে দড়ি

* *

২৩৩. নুটিশ—আদালতের সমন, ২৩৪. নিন—নিদ্রা, ২৩৫. ছুয়ার—সন্তানের। স্নেহ বাৎসল্যের গভীরতা বোঝানো হয়েছে কন্যাকে ছুয়া সম্বোধন করে। ২৩৬ দেশবিদেশে—বালুরঘাট একান্তই অপরিচিত স্থান এবং গ্রাম থেকে তার দূরত্বও অনেক। তাই সেই স্থানে যাওয়ার বিষয়ে বলা হচ্ছে "দেশ বিদেশ", ২৩৭. এমনু—এমন, ২৩৮. হদিষ্ট—অদৃষ্ট, ২৩৯. সেলকেন্দু—জগ-সুমিতার পক্ষে সম্ভবতঃ একজন সাক্ষী, ** দৃশ্যান্তর।

কৃষ্ণার গান

হোবেরে হামাক এগারাম[২৪০]......শালা
যগী কি করিলে মোক নাতন কুটুনি[২৪১] সাজালে
আতিট পহাইলে[২৪২] বুঝি দারগা আসিবে

(প্রস্থান)

২৪০. এগারাম....এই গ্রাম। পরবর্তী শব্দটি অস্পষ্ট। তবে মনে হয় যে 'ছাড়া' বা 'আগ' জাতীয় কোন শব্দ হবে, ২৪১. কুটুনি—কুমন্ত্রণা বা কুপরামর্শদাতা, ২৪২. আতিট পহাইলে—রাত্রিটা পোয়ালে।

গানের অবশিষ্ট অংশ খাতায় অস্পষ্ট। তবে, অন্যান্য খন গান দেখে আমার যে ধারণা তার ভিত্তিতে বলা যায় যে এ খনের শেষে মামলার বিচারের ফল ঘোষিত হবে।

মায়্যা[১] বন্ধকী

ঃ চরিত্র লিপি ঃ

পুরুষ চরিত্র ঃ

নুহা সাহা	—	একজন জোতদার
রঙ্গিয়া	—	তার ভাই
আনন্দ গোস্বামী	—	রঙ্গিয়ার গুরুদেব
ঢালা	—	নুহা সাহার চাকর
শরৎ	—	আনন্দ গোস্বামীর শিষ্য
ঘেরুঘেরু	—	তার শিষ্যের ছেলে
কেরকেরু	—	গোস্বামীর ছেলে
পেটপাকু	—	নুহা সাহার শ্বশুর
ভুটি সর্দার	—	একজন ডাকাত
ঘসকু ও নসকু	—	তার চর, শিষ্য

চৌকিদার, মন্টু, ভূপাল, হাকিম, আরও অনেক।

স্ত্রী চরিত্র ঃ

কিরণ	—	রঙ্গিয়ার বৌ
দেউনিয়ানি	—	নুহাসাহার বৌ
শোলো	—	ঘেরুঘেরুর বৌ
ঠোঙ্গলো	—	পেট পাকুর বৌ
মাতাজী	—	আনন্দ গোস্বামীর বৌ
খকার মা	—	শরতের বৌ

(১) মায়্যা—বউ।

পশ্চিম দিনাজপুর জেলার কৃষ্ণবাটী গ্রাম থেকে ধনঞ্জয় রায়ের খাতায় লিপিবদ্ধ এই পালাটি আমি ওই গ্রামের শচীন্দ্রনাথ সরকারের মাধ্যমে পাই ১৯৭৭ সনে এবং ১৯৭৮ সনের মে মাসে এ পালাটির অভিনয় ওই গ্রামেই আমি প্রথম দেখি।

॥ ১ ॥

বন্ধনা (বন্দনা)

গান

হামরা করি বন্ধানা[১] বর্মা[২] বিষ্ণু মহেশ্বর তিন জনা ॥
পুরুবে[৩] বন্ধানা করি ধর্ম ঠাকুরের চরণ বন্ধি[৪]
তাহার চরণে হামরা[৫] পরণাম করি ॥
উত্তরে বন্ধানা করি কালি[৬] মায়ের চরণ বন্ধি
তাহার চরণে হামরা পরণামও করি ॥
পশ্চিমে বন্ধানা করি পীরসাহেবের চরণ বন্ধি
তাহার চরণে হামরা সালাম করি ॥
দক্ষিণে বন্ধানা করি গঙ্গা মায়ের চরণ বন্ধি
তাহার চরণে হামরা পরণাম করি ॥
বন্ধানা করিতে হামার হইল অনেকক্ষণ,
এ আসরে গাওনা হবে মায়া বন্ধকী খন ॥

॥ ২ ॥

আনন্দ গোস্বামীর প্রবেশ

আনন্দ : আমি একজন গোসাই। আমার নাম যে কী কেউ জানে না আর জানবেই বা কি করে সবাই ডাকে আমাকে গোসাই গোসাই করে। কিন্তু আসলে নাম হচ্ছে আমার আনন্দ গোস্বামী। আমাকে এখন যেতে হয় শীঘ বাড়ীতে।

১. বন্ধানা—বন্দনা, ২. বর্মা—ব্রহ্মা, ৩. পুরুবে—পূরবে, ৪. বন্ধি—বন্দি, ৫. হামরা—আমি, ৬. কালি—কালী।

এখানে দেরি না করে তারাতারি[৭] শীষ[৮] ব্যড়ীতে যাই চৌরাশি[৯] দিতে। (প্রস্থান)

॥ ৩ ॥

রঙ্গিয়া ও পরে কীরনের[১০] প্রবেশ

রঙ্গিয়া ঃ কন্যা, গোসাই আসবে নেপাকুছা[১১] করনা।

কীরণ ঃ স্বামী, তাহলে হামরা করছি।

(আনন্দ গোস্বামীর প্রবেশ)

আনন্দ ঃ বাফ[১২] রঙ্গিয়া ?

রঙ্গিয়া ঃ কী গোসাই আসলেন ?

আনন্দ ঃ হেঁ বাপু আস-ন[১৩]।

রঙ্গিয়া ঃ তাহলে বস গোসাই।

আনন্দ ঃ বাফ রঙ্গিয়া।

রঙ্গিয়া ঃ কী কহছেন গোসাই।

আনন্দ ঃ তারাতারি নামের যোগার[১৪] কর বাবা।

রঙ্গিয়া ঃ তাহলে করছি গোসাই। কন্যা তারাতারি নামের যোগার কর না।

কীরণ ঃ তাহলে হামরা করছি[১৫]। স্বামী—এই নাও স্বামী।

৭. তারাতারি—তাড়াতাড়ি, ৮. শীষ—শিষ্য, ৯. চৌরাশি—গুরুমন্ত্র কানে দেবার কথা এখানে বলা হচ্ছে। এর তত্ত্বগত অর্থ হ'ল চৌরাশি লক্ষ যোনী। 'জীব ৯ লক্ষবার জলজ যোনীতে, ২০ লক্ষবার স্থাবর যোনিতে, ১১ লক্ষবার কৃমি যোনিতে, ১০ লক্ষবার পক্ষি যোনিতে, ৩০ লক্ষবার পশু যোনিতে, ৪ লক্ষবার মানুষ যোনিতে ভ্রমণ করে। পরে সাধন বলে সকল যোনি ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মযোনিতে প্রাপ্ত হয়।' —চৈ. চ. (২।১৯।১২৫) সংগ্রহ সূত্রঃ সংক্ষিপ্ত বৈষ্ণব অভিধানঃ কুমুদরঞ্জন ভট্টাচার্য পৃঃ ৭০। ১০. কীরণ/কীরন—কিরণ, ১১. নেপাকুছা—লেপামোছা, ২২. বাফ্ —বাপ্, ১৩. আসন—আসলাম, ১৪. যোগার—যোগাড়, ১৫. তাহলে হামরা করছি—এই কথাটি বলার পর কিরণের প্রস্থান এবং নামমন্ত্রের জন্য ধূপ-দীপ প্রভৃতি নিয়ে তার পুনঃ প্রবেশ।

রঙ্গিয়া : এই নাও গোসাই। (রঙ্গিয়া ও কীরণকে নাম মন্ত্র দেওয়া হল)

আনন্দ : বাপ রঙ্গিয়া।

রঙ্গিয়া : কী কহছেন গোসাই।

আনন্দ : দেখ বাপু গোসাইর মন্ত্র নিলেন ঠিকেই, গোসাই পন্থে[১৬] চলেন ত্রী সন্ধা[১৭], গুরু ভক্তি অতিথ ফকির আসিলে ঘুড়াই[১৮] দিবেন নি বাপু আর যদি সেবা দিতে পারেন তাহলে অতি উত্তম।

রঙ্গিয়া : তাহলে আমরা করওম গোসাই।

আনন্দ : মা কীরণ?

কিরণ : কী কহছেন গোসই।

আনন্দ : গোসাইর মন্ত্র নিলেন ঠিকই, কিন্তু গোসাই পন্থে চলেন বাপু।

কিরণ : তাহলে চলম গোসাই।

আনন্দ : ত্রীসন্ধা সামীভক্তি অতিথ ফকির আসিলে ঘুড়ায় দিবেন নী[১৯] বাপু। বাপ রঙ্গিয়া তাহলে মুই গেনু বাপ।

রঙ্গিয়া : গোসাই যাছেন তাহলে সেবা করবেনি[২০] গোসাই।

আনন্দ : না সেবা করিমনি বাপু কারণ[২১] মোক অনেক দুর[২২] ঘুড়বা হয় শির্ষর[২৩] বাড়ী চৌরাশি দিবা আর পরে আসিয়া তোর বাড়ী সেবা করিম। তাহলে মুই গেনু বাপ রঙ্গিয়া।

রঙ্গিয়া : তাহলে যাও গোসাই। মনে কিছু করবেন নি গোসাই।

আনন্দ : না না মনে কী আর বাপু।

রঙ্গিয়া : কন্যা[২৪] গোসাই যাছে প্রনাম[২৫] করনা।

কীরণ : তাহলে করছি স্বামী। (প্রণাম করবে) (সকলে প্রস্থান)

১৬. পন্থে—পথে, মতে ১৭. ত্রীসন্ধা—ত্রিসন্ধ্যা, ১৮. ঘুড়ায়—ঘুরায়। ফিরিয়ে, ১৯. নী—নি, ২০. করবেনি—করবেন নি, ২১. কারণ—কারণ, ২২. দুর—দুর, ২৩. শির্ষর—শিষ্যর, ২৪. কন্যা—স্ত্রীকে সম্বোধন, ২৫. প্রনাম—প্রণাম। দেশী-পোলি সমাজে সাধারণতঃ বলা হয়ে হয়ে থাকে 'ভক্তি দ'।

॥ ৪ ॥

আনন্দ গোসাইর প্রবেশ

আমন্দ : হরি বোল হরি বোল, এই রকম ভাবে বেড়াটা[২৬] উচিত হচোনি মোর। চিন্তা করে দেখেচু মুই দেরশ[২৭] দুইশ মত হয় গিসে। এখন মুই গুরু দেবের সাক্ষাৎ না করলে আর মুই কোন যায়গায় ঘুরচুনি। স্নুনেচু[২৮] মুই মোর গুরুদেব দারজিলীংগে পাহারত[২৯] মহাসাধন করছে এখন দেরি না করে তারাতারি দারজীলীং পাহারত চলিয়া যাউ গরুদেবের সাক্ষাৎ করবা।

॥ ৫ ॥

আনন্দ গোসাইর গুরুদেবের প্রবেশ ও আনন্দ

গুরুদেব : হরি হর হরি হর হরি হর।

আনন্দ : (জোড় হাত করিয়া দাঁড়াইল)

গুরুদেব : এখানে কে তুমি ?

আনন্দ : আমি গুরুদেব।

গুরুদেব : তুমি এখানে কেন ? আনন্দ।

আনন্দ : আমি আপনার কাছে আসিয়াছি আর্শিবাদ নেওয়ার জন্য গুরুদেব।

গুরুদেব : যাও তোমাকে আর্শিবাদ দিলাম। আনন্দ যাও তুমি ঘড়ে ঘড়ে[৩০] হরি নাম দিয়ে বেড়াও সবাই যেন হরি নাম উচ্চারণ[৩১] করে আনন্দ।

আনন্দ : তবে তাই করব গুরুদেব। (প্রণাম)

(গুরুদেবের প্রস্থান)

২৬. বেড়াটা—বেড়ানো, ২৭. দেরশ—দেড়শ, ২৮. শুনেচু—শুনেচু, ২৯. পাহারত্—পাহাড়, ৩০. ঘড়ে—ঘরে, ৩১. উচারন—উচ্চারণ।

আনন্দ : যাক আমার ভাগ্যটা কিন্তু খুব ভাল। যে সময় গুরুদেব তপস্যায় বসিয়াছিল সে সময় আমি আসিয়া উপস্থিত। আর গুরুদেব আমাকে যে বাকী[৩২] দিল। ঘড়ে ঘড়ে হরি নাম দিতে বলল। (প্রস্থান)

॥ ৬ ॥

আনন্দ গোসাই ও মাতাজীর প্রবেশ

আনন্দ : এখন মোক[৩৩] শিষ'র বাড়ী যাবা হয়। শিষের বাড়ী যখন মুই[৩৪] যাম[৩৫] একটুক মাতাজীক ডাকিয়া দেখু। আরে—ও—মাতাজী—

মাতাজী : কী কহছেন গোসাই।

আনন্দ : মোর একটা কথা শুন।

মাতাজী : কী এমন কথা গোসাই।

আনন্দ : গান

শুনেক শুনেক ও মাতাজী শুন মরে কথা
শির্ষের বাড়ী যাছুরে মাতাজী নাই আসিম বাড়ী।
দেখিস মাতাজী ঘড় বাড়ী আর দেখিস ছাগল ছেলি।[৩৬]
আটদিন ধরে ও মাতাজী নাই আসিম বাড়ী।
(কথায়) শুনা পালো মাতাজী।

মাতাজী : শুনা পাইসি গোসাই। তাহলে হামার একটা কথা শুন।

গান

শুন শুন ওহে গোসাই শুন হামার কথা
শির্ষের বাড়ী যাছেন হে গোসাই খাবার দিয়া যাও।
চাউল কালাই তরকারী নুন মরিচ হলদি
ঐলা দিয়া যাও হে গোসাই তোমার শিষের বাড়ী—।
(কথায়) শুনা পালেন গোসাই

৩২. বাকী—বাক্য, নির্দেশ, ৩৩. মোক্—আমাকে, ৩৪. মুই—আমি, ৩৫. যাম—যাব, ৩৬. ছেলি—বাচ্চা ছাগল বা ছাগলছানা।

আনন্দ ঃ শুনু পাইসু মাতাজী—। তাহলে মোর কথা শুনু।

গান

শুনেক শুনেক ও মাতাজী শুনু মোরে কথা
দশটা টাকা দেছুরে মাতাজী খাইস তুই ভাঙ্গায়া।
আর দেছু বিশটা টাকা
ছুয়াটার[37] তানে আনিস পেন[38] জামা
মোর তানে কিনিয়া আনিস এক জরা[39] গামছা।

কথায়

শুনা পালো মাতাজী।

মাতাজী ঃ শুনা পান গোসাই। তাহলে কী তহমরা আজকা যাবেন গোসাই ?

আনন্দ ঃ আইজ মানে—এখনই যাম তারতারি ঝলাটা আনিয়াদে।

মাতাজী ঃ তাহলে আনচি গসাই (ঝোলা আনিতে গেল ও আসিল)। এই নাও গসাই।

আনন্দ ঃ আচ্ছা মাতাজী শির্ষের বাড়ী যখন মাতাজী যাম ছুয়াটাক কাহা—তারাতারি ডাকদে।

(মাতাজী ছেলেটাক ডাকিল)
(কেরকেরুর প্রবেশ ও পরে সকলের প্রস্থান)

॥ ৬ ॥

আনন্দর প্রবেশ

আনন্দ ঃ মুই যখন শির্ষের বাড়ী যাম এই গেলা জিনিস পত্র কেনং করে নিগাম[40] একজন দোসব নিগাইলে ভাল হয়। দোসোর কাক নিগাম। একজন মোর শির্ষের বেটাছে[41] তার নাম ঘেরঘেরু দেউনিয়া। এখন মুই ঘেরঘেরুক নিগাম। (প্রস্থান)

৩৭. ছুয়াটার—ছেলেটার, ৩৮. পেন—প্যাণ্ট, ৩৯. জরা—জোড়া,
৪০. নিগাম—নিয়ে যাব, ৪১. বেটাছে—বয়স্ক ছেলে আছে।

॥ ৭ ॥

ঘেরঘেরু ও পরে শোলোর প্রবেশ

ঘেরঘেরু : শোলো—শোলো – শোলো

শোলো : কি কহচেন পনেসতের—

ঘেরঘেরু : অতখনতে কেদছিলো[৪২]

শোলো : হামরাত বাড়ীৎ ছিন।[৪৩]

ঘেরঘেরু : সকালে মোক কি নাগে ?

শোলো : গান

শুন ওহে স্বামী শুন মোরে কথা
খাইবা মনাইসে[৪৪] দই চুরা[৪৫]
দশটা টাকা দেছুহে স্বামী
যাওনা বাজার করিবা
ছোটতে গাভুর[৪৬] হয়া
বাপ মায়ে[৪৭] দিশে বেহায়া[৪৮]
আরনা খাইবা মনাইসে বেগনের[৪৯] বড়া।

আনন্দ : ঘেরঘেরু—

ঘেরঘেরু : কেদরুযাছি দাদো ?

আনন্দ : তোরেঠি[৫০] যাছু—যাবা হচে মোর সঙ্গে শিষ্যের বাড়ী।

ঘেরঘেরু : গান

শুনেক শুনেক ও দাদু শুন মোরে কথা
ফাল্গুন মাসের দশ তারিখে মোর হুইসে বেহা
নয়া নদারী[৫১] ছাড়িয়া দাদু যাবায় পারিম না
দুধ মিঠা দধি মিঠা আর মিঠা হয় চিনি
তার চাইতে অধিক মিঠা নয়ানদারী—

৪২. অতখনতে কেদছিলো – এতক্ষণ কোথায় ছিলি, ৪৩. ছিন—ছিলাম, ৪৪. মনাইসে—ইচ্ছে হয়েছে, ৪৫. চুরা—চিড়ে, ৪৬. গাভুর—যৌবন, যুবতী, ৪৭. দিশে—দিয়েছে, ৪৮. বেহায়া—বিয়ে, ৪৯. বেগনের—বেগুনের, ৫০. তোরেঠি—তোর কাছেই, ৫১. নদারী—নববিবাহিত পত্নী।

শোলো : গান

শুন শুন ওহে স্বামী শুন মরে কথা
একলা ঘড়ে ও স্বামীধন আহিবায়[৫২] পারিম না
এখেত আন্ধার রাতি ঘড়ে রহিম যুবক নারী
একলা ঘড়ে ও স্বামীধন সাহসে যুটেনী[৫৩]।

(সকলের প্রস্থান)

॥ ৮ ॥

রঙ্গিয়া ও কিরণ, পরে আনন্দ গোস্বামী ও ঘেরঘেরু

রঙ্গিয়া : হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

কীরণ : স্বামী,—তহমরা হেতলা[৫৪] কি করছেন।

রঙ্গিয়া : কন্যা, হরির সাধনা করছু ভাই।

কীরণ : হরির সাধনা করে শসানে[৫৫] মশানে। তমরা হরির সাধনা কছেন ঘড়ের এগানায়[৫৬] খানতে। তাহলে হামার কথা শুন।

গান

সারাগায়ে ও স্বামীধন মারিসেন ফটা
ঐলা[৫৭] কীর্তি ও স্বামীধন দেখিবায় মনায় না
কান্ড কিতিলা[৫৮] দেখিয়া জ্বলেছে[৫৯] মোর দেহাটা
উলা কীর্তিলা ও স্বামীধন দেখিবায় মনায়না।

রঙ্গিয়া : গান

কন্যা শুন মোরে কথা
সকলে কি করিতে পারে হরির সাধনা।
বনের পশু হনুমান তারায়ও চিনে ভগবান
মানুষ হয়া ওরে কন্যা চিনিতে আর পারিলো না।

৫২. আহিবায়—(রাত্রিতে) থাকতে, ৫৩. যুটেনী—জোটেনি, ৫৪. হেতলা—হেথায়, ৫৫. শসানে—শ্মশানে, ৫৬. এগানায়—এই আঙ্গিনাতে, ৫৭. ঐলা—ওগুলো, ৫৮. কিতিলা—কীর্তিগুলো, ৫৯. জ্বলেছে—জ্বলেছে।

কীরণ : গান

হরিনামের কি মাহিত্য বুঝিবায় ত পারুনা।
হরিবোল হরিবোল বলিয়া হলেন পাগেলা।
চুল দারিলা[৬০] বাড়াইসেন তিলকের ফটা মারিসেন
এবার বুঝি ও স্বামীধন জগৎ মাতাইসেন।

রঙ্গিয়া : গান

হরিনামের প্রল্লাদ ভক্ত জানে সর্ব্বজন
সত্য করে কহচু কন্যা তাহার বিবরণ।
অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দিলো তবু প্রল্লাদ মরিল না।
হরিনামের কথালা কন্যা তবু মুখে ভুলে না।

আনন্দ গোসাইর প্রবেশ

আনন্দ : বাপ রঙ্গিয়া।
রঙ্গিয়া : কী গসাই আসলেন?
আনন্দ : হে আসনত বাপু।
রঙ্গিয়া : বস গসাই।
আনন্দ : বাপ রঙ্গিয়া তারাতারি সেবার জগার[৬১] করু।
রঙ্গিয়া : করছি গসাই। কন্যা গসাই[৬২] কোর না।

কীরন : গান

ভগবান বলে ফুরালেন ঘর বাড়ী
তবুত না দয়া করে স্বামী ভগবান হরি।
ফুরালেন স্বামী ঘর বাড়ী আর ফুরালেন জাগা জমী[৬৩]

রঙ্গিয়া : গান

বষ্টম বাবার সেবা যদি না যায় দেওয়া
এহ কাল পর কাল কন্যা নরকে বাসা।

৬০. দারিলা—দাড়িগুলো, ৬১. জগার—যোগাড়, ৬২. গসাই—গোসা (রাগ), ৬৩. জমী - জমি।

এত করে বুঝান; তোক তবুত বুঝিলোনা
বষ্টম বাবার সেবা না দিলে নরকে বাসা।

কীরন : গান

তুই থাকিতে ও স্বামিধন মুই যাম খুজিবা[৬৪]
ভাল কবে সেবা দুয়াম তোমার গসাইটা।

বাঙ্গিয়া : গান

তুই গেলে যে বিশ্বাস হবে।
যারেঠি চাহিবো তাহে দিবে
মোর বড়ানিলা[৬৫] ওরে কন্যা বিফলে যাবে।
(তবুও কিরণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে)

কথা

তবে যাছু ভাই গসাইক দেখা শুনা করিস ভাই। (প্রস্থান)

॥ ৯ ॥

প্রবেশ পথে

শরৎ : মোর নামত ভাই শরৎ, মুই ভাই গসাইর মন্ত্র নিসু, মোর বউটা নে নাই। কিন্তু নামের কথা শুনলেই বকাবকী করে। শুনেছু মুই রাঙ্গিয়াদার বাড়ী গসাইটা আইচচে। তাহিলে যাউঁদি[৬৬] মুই গসাইটারঠি[৬৭]। রাঙ্গিয়াদা, রাঙ্গিয়াদা।

কীবন : কে দাউ[৬৮] শরৎ।

শরৎ : (প্রবেশ) হ্যা বউদি[৬৯] মুই। তমার বাড়ী বলে গসাইটা আইসচে।

কীরন : তাহলে ঘরেরতি আয়।

শবৎ : কে গসাই আইসচেন ?

৬৪. খুজিবা—চালের খোঁজে, ৬৫. বড়ানিলা—বর্ণনা (বহুবচনে 'লা'), ৬৬. যাউঁদি—যাই দেখি, ৬৭. গসাইটারঠি—গসাইটার কাছে, ৬৮. দাউ—দাদা, ৬৯. সাধারণতঃ বউদির স্থলে ভাউজি বলা হয়।

আনন্দ : হ্যাঁ বাফু আইসচুত। কেদুর যাছি[৭০] বাপ শরৎ।

শরৎ : তমারেঠিনা[৭১] গসাই।

আনন্দ : কেনে বাপ শরৎ।

শরৎ : হামার বাড়ী তমাক যাবা হবে। হামাক ত মন্ত্র দিসেন তমার শীষ বেটীর মন্ত্র হয় নাই। তমার শীষ বেটীক মন্ত্র দিবা যাবা হবে। বৌদি গসাইটা হামার বাড়ী যাছে।

কীরন : দাউ শরৎ, গসাইটা যখন তমার বাড়ী যাবে তাইলে হামার বাড়ী আঘে[৭২] সেবা করোক।

আনন্দ : মা কীরন শরতের বাড়ী মন্ত্র দিয়া আসিয়া তমার বাড়ী সেবা করিম।

কীরন : গসাই যখন শরতের বাড়ী যাছেন, তাহলে হামার বাড়ী আঘে আখড়াটা চালু করে দিয়া যাও।

আনন্দ : বাপ শরৎ, নে বাপু আখড়াটা চালু করে দিই।

সকলে : গান

ডুভলোরে মানুষ তরি[৭৩]
ভব সাগরের পাতালের মাঝে।
দেহার মধ্যে আছে রিপু ছয় জনা
ছয়জনে ছয় দিকে টানে
কারো কথা কেউ শুনে না। (প্রস্থান)

॥ ১০ ॥

আনন্দ, ঘেরঘেরু, খকার[৭৪] মা ও শরৎ—শরতের বাড়ীতে প্রবেশ

শরৎ : বস গসাই। খকার মা, খকার মা।

খকারমা : কী কহচেন স্বামী।

শরৎ : গসাই আইসচে চরন[৭৫] সেবার যোগাড় কোর।

৭০. যাছি – যাচ্ছো, ৭১. তোমারেঠিনা—তোমার কাছেই, ৭২. আঘে—আগে, ৭৩. তরি—তরী, ৭৪. খকার মা—খোকার মা, ৭৫. চরন - চরণ।

খকারমা : ঐলা গসাইর মন্ত্র হামরা নাই নিম।

শরৎ : মোর একটা কথা শুন—

গান

গসাই আইসছে কন্যা হামার বাড়ীতে,

চবন সেবার জলরে কন্যা আন যোগাড় করে।

দুই জনে করিম হামরা গসাইবাবার চরন সেবা।

চরন সেবার জল মুছিম হামরা মাথার কেশ দিয়া।

কথা

গসাই তাড়াতাড়ি তমার শীষ বেটীক বুঝাও।

আনন্দ : মায়ো[৭৬] তাহিলে মন্ত্র নে।

খকারমা : ঐলা মন্ত্র গসাই নাই নিম হামরা। হরি নামে দিয়া মন ভিটা বাড়ীৎ গাজে বন।

আনন্দ : তাতে পাবো মা তুই শ্রীবৃন্দাবন। তাহিলে মন্ত্র নে—

গান

শুনেক শুনেক ওগে মায়ো

শুন মোরে কথা

হরি নামের কথালাগে মায়ো

কহেচু খুলিয়া।

হরি নামটা মাই বড়য় মধুর যে ভজে সে বড় চতুর

মুখের কথা নহে মাই শাস্তরে পাবো।

কথায়

শনা[৭৭] পালো মা, তাহিলে এখন মন্ত্র নে।

খকারমা : তাহলে গসাই হামার একটা কথা শুন।

আনন্দ : কী কথা মা।

৭৬. মায়ো—মাকে, সম্বোধনে, ৭৭. শনা -শোনা।

খকারমা : গান

শুন শুন গসাই শুন হামার কথা
হরি নামের কথালা হে গসাই কহনা খুলিয়া
সত্য ত্রেতা, দ্বাপর কলি চার যুগতে গসাই
হরি নামে কে কে উদ্ধার গসাই
বল তাহার নাম।

আনন্দ : আগে মন্ত্র নে, তারপরে বুঝায়া দিম।

খকারমা : আঘে হামাক বুঝায় দ, পরে মন্ত্র নিম।

আনন্দ : গান

কলি যুগের জগাই মাধাই পাপী ছিল দুইজনা।
হরি নামে উদ্ধার হইল মাই তারায় দুইজনা
অহল্যা পাষাণে ছিলো
হরি নামে উদ্ধার হইলো
কাণ্ঠে তরী সোনা হইলো মাই শাস্তরে পাবো।

খকারমা : বুঝা পান গসাই আর কথা শুন—
আইস গসাই বস খাটে দাড়ি চুল কুন মাসে গাজে।

আনন্দ : কী শুনবো মাই। তাহিলে কহোচু মাই শুনেক—এক মাসে হইলো জলের ছণ্ডার, দুই মাসে হইলো রক্তের সণ্ডার, তিন মাসে হইলো ডিমোর সণ্ডার, চার মাসে হইলো ডিমের আকার। পাচ মাসে হইলো জীবের সণ্ডার। পাচ মাসে জীব গঠিত হইলো মাই। এই পাচ মাসেই দাড়িচুল গাজিল।

খকার মা : আরেকটি কথা শন গসাই।

আনন্দ : কী কথা আছে মা।

খকার মা : তমার দাড়ী[৭৮] কয়খান গসাই

আনন্দ : দাড়ি হলো মা নয় খান।

৭৮. দাড়ী—দ্বার।

খকার মা : দেহার ভিতর লোমকুপ কয়টা গসাই ?

আনন্দ : দেহার ভিতর নবলক্ষ লোমকুপ মা।

খকার মা : দেহার ভিতর নারী[৭৯] কয়টা গসাই।

আনন্দ : নাড়ী তিনটি।

খকার মা : তার নাম কি গসাই।

আনন্দ : তাম নাম হল ইঙ্গলা,[৮০] পিঙ্গলা সুষমা।[৮১]

খকার মা : তবু হামরা নাম মন্ত্র নির্মনি গসাই। এই প্রশ্নগুলা ভাল করে বুঝায় দ।

আনন্দ : তাহলে আর একটা কথা শোন মা।—

গান

যখন ছিলাম আমি বাপের শিয়রে
কেমনে গেলাম আমি মায়ের গর্ভে
মায়ের গর্ভে দশ মাস দশ দিন পুন[৮২] হইলো
দশমাস দশ দিন পুনিত হয়ে ভূমিতে পরিলো[৮৩]
মায়ের চার বাপের চার গুরু দুয়া[৮৪] দশ
আঠার মকামের কথা মাই খেলিছে মহারস।—
আর কি শুনিবো মাই। গসাই মন্ত্র নে।

খকার মা : তবু হামরা মন্ত্র নির্মনি গসাই।

আনন্দ : তাহলে একটা কথা শোন মাই।

গান

এই দেহা তোর শশান সমান
নাম নিলে ওগে মাই তোর হবে ফুল বাগান
গসাইর নাম নিলে
চরণ সেবা করিলে
জমা পাবে আখেরে।

৭৯. নারী—নাড়ী, ৮০. ইঙ্গলা—ইড়া, ৮১. সুষমা—সুষুম্না, ৮২. পুন—পুর্ণ, ৮৩. পরিলো—পড়িলো, ৮৪. দুয়া—দ্বারা।

খকার মা : তাহিলে কি তমার নামমন্ত্র নিবায় হবে গসাই ?

আনন্দ : হ্যা, নিবায় হবে মায়ো। কারণ মন্ত্র যদি তুই নাই নিবো, এই হামরা তোর বাড়ী আইসচি তোর হাতে এক গিলাস জল খাম নি। কারণ তুই হলো শাক্ট[৮৫]।

খকার মা : তাহিলে নাম নিলে কি ঠিকেই ফুল বাগান হবে গসাই ?

আনন্দ : তা নিশ্চয় হবে মা।

খকার মা : নাম মন্ত্র নিম গসাই।

আনন্দ : বাপ শরৎ।

শরৎ : কী গসাই।

আনন্দ : তাড়াতাড়ি নাম মন্ত্রের যোগাড় কর।

(সকলের প্রস্থান)

॥ ১১ ॥

নুহাসাহার প্রবেশ

নোহা : আমার নাম নোহাশাহা, আর লোকে বলে নোহাশুরা,[৮৬] কারণ কাউকে কিছু ধার টার দিই না। তারজন্যে লোকে নোহাশুরা বলে। আমি এখন রায়গঞ্জে যাবো কেসের তারিখ আছে। আমার বউ বাড়ীতে আছে কিনা ডেকে দেখি। দেউনিয়ানী[৮৭]।

দেউনিয়ানী : কি কহচেন স্বামী।

নোহা : দেখ দেউনিয়ানী, মুই ত রায়গঞ্জ যাছু। বাড়ীঘর দেখাশুনা করিস। ঢালা কোথায়। তাকে ডাক।

দেউনিয়ানী : ফমাস খেলবা গেইসে, তমরায় ডাক।

নোহা : ঢালা—ঢালা।

ঢালা : কি কহচিগে দাদা।

৮৫. শাক্ট—শাক্ত, ৮৬. নোহাশুরা—শোষক। নোহা অর্থে লোহা, শুরো—আরশোলা। কিন্তু নোহাশুরা বললে বোঝা যায় যে সে নিষ্ঠুর শোষক। এটি গ্রামসমাজে একটি তিরস্কার বা গাল, ৮৭. দেউনিয়ানী—দেউনিয়ার স্ত্রী,

নোহা : কেদ্‌র গেইলোরে। দেখ ম্‌ই রায়গঞ্জ যাছ্‌। তুই ক্ষেত-খালা দেখাশ্‌না করিস।

ঢালা : করিম। (নোহাশাহা ও ঢালার প্রস্থান)

রঙ্গিয়া : দাদা—দাদা।

দেউ : কেবে রঙ্গিয়া, কেত[৮৮] যাছি ভাই।

রঙ্গিয়া : ম্‌ই তমার বাড়ী আসন্‌ বৌদি।

দেউ : কেনেরে?

রঙ্গিয়া : গান

বৌদি শ্‌ন মোরে কথা

পেটের ভোকে[৮৯] ছাড়িয়া পালাছে মোর প্রাণ প্রিয়া।

তিন দিন ধরে না খাউ ভাত

কান্দেচে মোর প্রাণ প্রিয়া

পেটের ভোকে ছাড়িয়া পালাছে মোর প্রাণ প্রিয়া।

কথায়

শ্‌না পালো বৌদি? মোক চাউল দে।

দেউ : রঙ্গিয়া তোর দাদার আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত ম্‌ই কিছ্‌ দিবা পারিম নি ভাই।

রঙ্গিয়া : বৌদি তোক চাউল দিবায় হবে।

দেউ : এই নে দাউ চাউল। তোর দাদার এখন আসার সময় হইসে সোজাস্থজি বিল দিয়া যা।

রঙ্গিয়া : তাহিলে ম্‌ই যাছ্‌ বৌদি। (রঙ্গিয়ার প্রস্থান)

ঢালা : কি উলা[৯০] দিলো গে বউদি রঙ্গিয়া দাদাক।

দেউ : চাউল দিন্‌ ঢালা। (উভয়ে প্রস্থান)

॥ ১২ ॥

নোহার প্রবেশ

নোহা : অফিসের সময় দশটায়। কিন্তু ম্‌ই দেরী করে ফালাস্থ,

৮৮. কেত—কোথায়, ৮৯. ভোকে—ক্ষ্‌ধায়, ৯০. উলা—ওইগ্‌লো।

এখন প্রায় বারটা। যাক আজিকা অফিসে যাওয়া যাবে নি। এলা সোজাসুজি কান্দর[৯১] দিয়া বাড়ী যাম। (প্রস্থান)

॥ ১৩ ॥

রঙ্গিয়া : তাড়াতাড়ি মুই বাড়ী যাউ।

নোহা : কেরে রঙ্গিয়া? কেদুর গেইসলেরে। (রঙ্গিয়া চুপ) কোন কথাবার্তা নাই। ঝলাটত উলা কিরে দেখু। বাঃ এলাত কঠারী[৯২] ধানের চাউল,. এই চাউল পালো কেদুর, শয়তান? চুরি করে আইনচি—(মারধোর)

রঙ্গিয়া : গান

দাদা পায় ধরিয়া নেহরা[৯৩] করিছুগে দাদা
দেনা চাউল গেলা
তিন দিন হইতে না খাউ ভাত
কান্দেছে মোর প্রাণ প্রিয়া
পেটের ভোকে ছাড়িয়া পালাছে মোর প্রাণ প্রিয়া

নোহা : দেখ রঙ্গিয়া যদি কোন তোর শর্ত[৯৪] থাকে তাহলে চাউল পাবো নিতে নাই।

রঙ্গিয়া : দাদা মোর ত কোন শর্ত নাই। একমাত্র তোর ভাউষানি[৯৫]।

নোহা : এছাড়া কি কিছু নাই! থাকবেই বা কি। আগেই ত পচাত্তর বিঘা সম্পত্তিলা বিক্রি করে শেষ। বেশ তাহলে তোর বউক ধরে কাল যাইস। আর কত গেলা চাউল লাগে নিয়া আসিস। (প্রস্থান)

॥ ১৪ ॥

দেউ : ঢালা তোর দাদাক চাউলের কথা কহিস না।

৯১. কান্দর—বিল বা নীচু জলা জমি, ৯২. কঠারী—কাটারি ভোগ। দিনাজপুর অঞ্চলে সুখ্যাত সুগন্ধী সরু চাল, ৯৩. নেহরা—মিনতি করে, ৯৪. শর্ত—স্বত্ব, ৯৫. ভাউষানি—ছোট ভাইয়ের স্ত্রীকে বলা হয়।

ঢালা : নাই কহিম বৌদি।

নোহা : দেউনিয়ানী—দেউনিয়ানী (প্রবেশ) দেখ, দেউনিয়ানী হামার বাড়ী কেহ আইসছিল ফের। কথা কহছিনি, দে? এই চাউল্লা কাক দিসলো।

দেউ : তাহিলে এটা ভুল হইসে স্বামী। এই মাপ কব।

নোহা : দেখ এবারের মত মাপ দিনু। একটা মোব কথা শুনে, রঙ্গিয়াক যে চাউললা দিসলো ঐলা মুই কাড়িয়া নিয়া আইসচু। তার কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত তার বউক নিয়া না আসে ততক্ষণ মুই চাউল দেছ নি।

দেউ তাহলে তমরা ভাউয়ানিক বন্ধক নিবেন।

নোহা : আরে এটা বন্ধক নয়, দাবীশর্ত। তুই কাহাব আগত[৯৬] কহিবো নি। যদি কেহ পুছে তুই কহিব মোব ছোট বহিনি। ঢালা—

ঢালা : কেনেগে দাদা?

নোহা : দেখ ঢালা, তোক যদি কেহ পুছে তুই কহিবি মোর দাদার শালী। আর কিছু কহিবোনি।

ঢালা : নাই কহিমগে দাদা। (প্রস্থান)

॥ ১৫ ॥

কিরণ ও রঙ্গিয়ার প্রবেশ

কিরন : স্বামী চাউল আনলেন।

রঙ্গিয়া : কন্যা চাউল আইনছু। তাহিলে একটা কথা শোন ভাই।

গান

কি আর শুনিবো রে কন্যা
মোর দুঃখের কথা
কথা কহিতে ওরে কন্যা
হিয়া যায় ফাটিয়া

৯৬. আগত—সামনে

পায় ধরিয়া কহিনু কথা
তবু ত বুঝে না
বড় দাদা হইয়ারে কন্যা
চাউল্লা নিলে কাড়িয়া।
কিরণ, শুন মোরে কথা
তবে লইয়া যাম মুই বন্ধকী থুবা
অভয় করে বুঝানু তোক
তবু ত আর বুঝিলো না
গুরুর সেবা দিমনে কন্যা বন্ধকী থুইয়া।

কীরন : গান

বাপো যুগে নাই শুনারে মুই
নয়া নয়া কথা
গুরুর সেবা দেছেন স্বামী বন্ধকী থুইয়া
কী শুনালেন স্বামী ওগে নয়া কথা
মায়াটাক বন্ধকী থুইয়া স্বামী
দেছেন গুরুর সেবা।

রঙ্গিয়া : গান

ব্রাহ্মণরূপে ওরে কন্যা
যদি আসে ছলিতে
তখন মোরে ওরে কন্যা
কি উপায় হবে
কর্ণ দাদা দানী ছিলো
ব্রাহ্মণ রূপে ছলিতে আইলো
নিজের ছেলেকে কাটিয়ারে কন্যা ভোজন দিলো।

কীরন : গান

স্বামী তমরা কেমন মানছি[৯৭]
মায়াটাক বনাইসেন স্বামী জিনিস বন্ধকী

৯৭. মানছি—মানষি।

বাফো যুগে নাই শুনু মুই
নয়া নয়া কথা
মায়াটাক বন্ধকী থুইয়া স্বামী
কে দেছে সেবা ?

রঙ্গিয়া : গান

হরিশ্চন্দ্র হরির ভক্ত রাজ্য করিলোরে দান
নিজের মনকে রাখিয়া রে কন্যা প্রফুল্ল সমান
নিজের রানীকে বিক্রয় করিলো ব্রাহ্মণের ঘরে
নিজে চাকুরী খাটিলোরে কন্যা
কালু ডোমের ঘরে।

কথায়

কন্যা আর কান্নাকাটি বাদ দিয়া চল তাড়াতাড়ি।

॥ ১৬ ॥

নোহাশুরা ঢালা দেউনিয়ানী পরে রঙ্গিয়া ও কীরনের প্রবেশ

কীরন : গান

স্বামী নিদয়া হয়া
গুরুর সেবা দেছেন
হে স্বামী বন্ধকী থুইয়া
এতকরে বুঝানা তোক
তবু ত বুঝিলেন না
গুরু সেবা দেছেন স্বামী বন্ধকী থুইয়া।

নোহা : দেখ দেউনিয়ানী, রঙ্গিয়ার আসার সময় হইসে। তমরা কোন কথা কহিবেন নি।

দেউ ও ঢালা : কোন কথা কহিমনি হামরা।

(রঙ্গিয়া কিরণের প্রবেশ)

নোহা : কতলা চাউল লাগিবে রে রঙ্গিয়া ?

রঙ্গিয়া : আধমন নিম দাদা।

কিরন : আধমন চাউল কি করিবেন স্বামী ? পাচ কাঠা চাউল নিয়া যাও।

রঙ্গিয়া : দাদা আধমন চাউল নাই নিম। পাচ কাঠা নিম।

নোহা : ঢালা পাচ[৯৮] কাঠা চাল মাপিয়া দে (নোহার প্রস্থান)

ঢালা : (চাউল মাপিয়া দিল)।

রঙ্গিয়া : কীবন মুই যাছু ভাই।

কিরন : স্বামী যাছেন তাহিলে আর একটি কথা শুন—

গান

স্বামী শুন মোর কথা
ছাড়িয়া যাছেন নিদয়া হয়া
অতয় করে বুঝানু তোক তবু ত বুঝিলেন না
গুরুর সেবা দেছেন স্বামী বন্ধকী থুইয়া

রঙ্গিয়া : গান

কন্যা তুই আব কান্দিস না
মোরে মনটা কান্দেছেরে কন্যা তোকে দেখিয়া
একি ছিল মোর কপালের লেখা
তামানে[৯৯] দিনু ফুরায়া
একমাস পরে ওরে কন্যা
নিগাম ছুটায়া। (প্রস্থান)

নোহা : দেউনিয়ানী কিরনক ভালবাসে খাওয়া দাওয়াব ব্যবস্থা কর। তিনদিন ধরে খায়নি।

দেউ : খাওয়াম স্বামী। (সকলের প্রস্থান)

॥ ১৭ ॥

গুরুর কাছে রঙ্গিয়া

রঙ্গিয়া : হায় ভগবান।

আনন্দ : বাপ রঙ্গিয়া, তাড়াতাড়ি সেবার যোগার কর।

৯৮. পাচ—পাঁচ, ৯৯. তামানে—সব কিছু।

রঙিগয়া : এই নাও গসাই

আনন্দ : বাপ তাহলে মোর একটা কথা শুন।

গান

খাওয়া দাওয়া হইলরে রঙিগয়া ভজনত হইল
শীষবেটীটাক না দেখরে বায়ো[100]
অন্ধকারে আলো
এলা দেখিনু কাজে কামে
আর তো চোখে দেখু না
শীষবেটীটাক ওরে বঙিগয়া
ফালালো কুনঠিনা।[101]

রঙিগয়া : হামার কথা শুন

গান

গসাই পা না ধরিয়া কহিছু গসাই
বড় ভুল করিয়াছি
হে গসাই করিবেন মারজনা।
না বুঝিয়া ওরে গসাই দিনু বন্ধকী
বড় ভুল করিয়াছি
গসাই করিবেন মারজনা।
(কথায়) শুনা পালে গসাই।

আনন্দ : শুনা পানুত রঙিগয়া। মোর ত একটা কথা শুন।

গান

শুনেক শুনেক ওরে রঙিগয়া শুন মোর কথা
তোরবাড়ীকার গরু সেবা না যায় নেওয়া।
ঘরের লক্ষীটা[102] বন্ধক দিয়া তোঁদিলো[103] গরু সেবা
তোর বাড়িকার গরু সেবা না যায় নেওয়া

১০০. বায়ো—বাবা, পুত্রবৎ স্নেহের সম্বোধন, ১০১. কুনঠিনা—কোথায়, ১০২. লক্ষী লক্ষ্মী, ১০৩. তোঁদিলো—তুই যে দিলি।

(কথায়)

বাপ রঙিগয়া শুনা পালো

রঙিগয়া : শুনা পাইসি গসাই—

আনন্দ : বাপ রঙিগয়া তোর মহাজন[১০৪] কতলা।

রঙিগয়া : আমার মহাজন চারশত পচাত্তর টাকা—

আনন্দ : আর কী কী বাপ

রঙিগয়া : আর পাচ কাঠা চাউল গসাই।

আনন্দ : বাপ রঙিগয়া, তোর বাড়ী যদি খাওয়া নাই ছিল বাপ, মোক কেননি জানাইলো। এক গিলাস জল দিয়াও সেবা হলহয়া বাপ রঙিগয়া। তোক দশ টাকা দেছু, বাকী টাকা সাহায্য করিয়া তোর বউক ছুটায় আনেক বাপ। তোর জন্য মাইটা[১০৫] কতর কষ্ট করছে। তাহলে গেনু বাপ।

(প্রস্থান)

॥ ১৮ ॥

রঙিগয়া : গান

শুন দশজন বাবা

নিদান কালে ওহে বাবা

দেহ ভিক্ষা মোর মত হতভাগা

নাই এই সংসারে (প্রস্থান)

॥ ১৯ ॥

নোহাসুরা,[১০৬] দেউনিয়ানী, কিরণ রঙিগয়া প্রবেশ

রঙিগয়া : দাদা, দাদা।

নহাসুরা : কেরে রঙিগয়া ?

রঙিগয়া : হে দাদা।

নহাসুরা : কেদুর যাছিবে।

রঙিগয়া : মোর একটা কথা শুন।

১০৪. তোর মহাজন কতলা—তোর মহাজনের কাছে কত টাকা ধার আছে ? ১০৫. মাইটা—মেয়েটা, ১০৬. নহাসুরা—নোহাশুরা।

নহাসুরা : কিরে এখন তোর কথা ছেইয়েরে ?[১০৭]

রঙ্গিয়া : গান

নগে[১০৮] দাদা টাকালা
ঘুরায়া না দেগে দাদা মোরে মায়াটা
পায় ধরিয়া কহিচু কথা
সাহায্য করিয়াগে দাদা মেটানু টাকালা।[১০৯]

নহাসুরা : কত টাকা ?

রঙ্গিয়া : দাদা চার শত ?

নহাসুরা : চারশত টাকা পাবে কেদুর,[১১০] মনে হয় চুরি করিয়া আনিলে। এই টাকা পালো কেদুর ?

রঙ্গিয়া : সাহায্য করিয়া মেটানু দাদা।

নহাসুরা : যার ঘরে খাওয়া নাই তাকে সাহায্য দেবে কে ? শয়তানটা চুরি করিয়া আনিলে। (মারধোর, টাকা লইয়া প্রস্থান)

রঙ্গিয়া : কন্যা মুই যাচু ভাই ?

কীরণ : যাছেন স্বামী ? তাহলে হামার কথা শুন স্বামী ?

রঙ্গিয়া : কী কথা ভাই ?

কীরন : গান

বড়য় আশা করিয়া স্বামী আসিলেন ছুটাইবা
কান্দিয়া ভারিয়া স্বামী মেটালেন টাকালা
এত করে বুঝানু তোক তবু তো বুঝিলেন না
এবার বুঝি ও স্বামী হারালেন মায়াটা
(কথায়) শুনা পালেন স্বামী—

রঙ্গিয়া : শুনা পানু কন্যা তাহলে একটা কথা শুন—

কীরন : কী কথা স্বামী —

১০৭. ছেইয়েরে—আছেরে, ১০৮. নগে—নাওগে, ১০৯. সাহায্য করিয়া গে দাদা মেটানু টাকালা—লোকের কাছে ভিক্ষে নিয়ে পাওনা টাকা মেটালাম, ১১০. কেদুর—কোথায়।

রঙিগয়া : গান

কীরন শুন মোরে কথা
ছারিয়া[১১১] না যাচু মুই নিদারুন [১১২] হয়া
যেমন বিষ্ণুপ্রিয়া ছারিয়া নিমাই
গেল সন্নাসি[১১৩] হয়া
ওই রকম ওরে কন্যা
যাছু ছাড়িয়া—
(কথায়) ঢালা, তোর বৌদিক দেখিস মুই যাছু ভাই।

(প্রস্থান)

কীরন : গান

স্বামী স্বামী আজি কি হইল কপালে
স্বামী হারা হনু মুই এনা সংসারে
একী ছিলো মোর কপালে লেখা
হনুরে মুই স্বামী হারা
আর কতদিন স্বামীর সংগে হবেরে দেখা—

দেউ : দিদি এখন চল ভিতরে যাই— (প্রস্থান)

ঢালা : রঙিগয়া দাদা ওর বৌ যখন মোর হাতত দিয়া গেল, নহাস্নরা এখন মুই বিভীষন[১১৪]—। (সকলেই প্রস্থান)

॥ ২০ ॥

রঙিগয়ার প্রবেশ

রঙিগয়া : কীরন, কীরন—,

গান

আজী[১১৫] কী হইল কপালে
লক্ষী হারা হনু মুই এনা সংসারে

১১১. ছারিয়া—ছাড়িয়া, ১১২. নিদারুণ—নিদয়া, ১১৩. সন্নাসি—সন্ন্যাসী, ১১৪. বিভীষন—বিভীষণ, ১১৫. আজী—আজি।

একী ছিল মোর কপালের লেখা
হনুরে মুই লক্ষীহারা
আর কত দিন কীরনের সংগে
হবেরে দেখা —
হায়রে আমার একী হলো
কথায় গেলে শান্তি পাবো
কথায় গেলে তারে পাবে।
(কথায়) কীরণ, কীরণ— (প্রস্থান)

॥ ২১ ॥

দেউনিয়ানী, কীবন, ঢালা ও নহাসুরাব প্রবেশ

নুহা : দেউনিয়ানী রংগিয়ার বউর নাম কি ?

দেউ : দিদি তোরে নাম কী ভাই ?

কীবন : মোর নাম কীরন।

দেউ : স্বামী, তার নাম কীবন।

নুহা : দেখ দেউনিয়ানী। তুই রোজেই চা তৈরী করছি আজ কিরন তৈরী করে আনোক—

দেউ : দিদি কীরন, যা চা তৈরী করে আন

কীরন : যাছু দিদি (প্রস্থান ও চা তৈরী করিয়া প্রবেশ) এই নেহ বাহে[১১৬] -

দেউ : ভাল ভাবে দে ভাই

নুহা : দেউনিয়ানী দেখ মুই রায়গঞ্জ যাছু। তোক কাপড় লাগবে ?

দেউ : নাই লাগবে স্বামী —

নুহা : বাহে[১১৭] কীরন. তমাক লাগবে

কীবন : হে লাগবে।

ঢালা : দাদা মোর তানে জামা পেন আনিস।

নুহা : আনিম ঢালা। তোর বৌদিক দেখিস। (সকলে প্রস্থান)

॥ ২২ ॥

মণ্টুবাবুর প্রবেশ ও পরে নুহাশুরা

মণ্টু : আমি একজন জয়বাংলার লোক। বদল করে ইণ্ডিয়ায় আসছি। এখানে আমি কাপড়ের দোকান করি। কিন্তু আমার কাপড়ের এক দর। বেশী আমি লাভ চাই না। এখনতো দোকান খুললাম। দেখি লোকজন আসছে কীনা।

নহা : রায়গঞ্জ তো আসলাম। কার কাপড়ের দোকানে যাব। তবে নাম করা দোকান মণ্টুবাবুরই। তার কাছে যাই, তার একদর। ও মণ্টুবাবু কেমন আছেন?

মণ্টু ভাল আছি। আপনি কেমন আছেন নুহাশা।[১১৮]

নুহা : ভাল আছি মণ্টুবাবু।

মণ্টু : আপনি কাপড় কিনবেন?

নুহা : তার জন্য ত আসছি আপনার দোকানে?

মণ্টু : বেশ ভাল। দয়া করে আসবেন। আপনাদের জন্য দোকান খুলে বসে আছি। আপনাকে কোন কাপড় লাগবে?

নুহা : আমাকে লাগবে শাড়ী আর শার্ট ও কোট।

মণ্টু : তা দিচ্ছি, বসুন। এই নেন শাড়ী।

নুহা : এটা ভাল নয়।

মণ্টু : তাহলে এটা নিন।

নুহা : এটা একটু ভাল, তার দাম।

মণ্টু : এর দাম চার শত টাকা।

নুহা : শার্ট ও কোট দেখান।

মণ্টু : এই যে নিন।

নুহা : এর দাম কত।

১১৬. বাহে—সম্ভ্রমসূচক সম্বোধন, ১১৭. বাহে—স্নেহ সহানুভূতিসূচক সম্বোধন, ১১৮. নুহাশা বড়লোক, ধনী।

মণ্টু : তার দাম একশত টাকা।

ন্হা : এই নিন পাঁচ শত টাকা। (উভয়ের প্রস্থান)

॥ ২৩ ॥

দেউনিয়ানী, ঢালা, কীরন ও পরে ন্হাসুন্দরের প্রবেশ

ঢালা : মোর দাদা রায়গঞ্জ গিসে। এলাতনি আসে। মোর তানে কাপড় আনে কী নাই।

ন্হা : ঢালা—বাড়ী আছিরে—

ঢালা : হে দাদা আসলোগে—চ। মোর তানে জামা পেন আইনচি?

ন্হা : ঢালা এই নে তোর জামা পেন

ঢালা : ভালতগে—

ন্হা : ঢালা অপাবাড়ী[১১৯] গরু পইসে[১২০] তারাতারি যা।

ঢালা : কেনং কথা আপাবাড়ী গরু পইসে—তাহলে যাউ। (ঢালা প্রস্থান)

ন্হা : দেউনিয়ানী ছাগল্লা কেনং[১২১] করে বাম্ধিসি। ছুটিসে, কলাইবাড়ী পইসে। যা তাড়াতাড়ি।

দেউ : যাছি স্বামী। (দেউনিয়ানের প্রস্থান)

ন্হা : বাহে কীরন?

কীরন : কেনে বাহে?

ন্হা : তোমার শাড়ী ন।

কীরণ : তাহলে দ?

ন্হা : পছন্দ পইসে?[১২২]

কীরন : পছন্দ পইসে।

ন্হা : তাহলে হামরা পছন্দ পইসি?[১২৩]

কীরন : এলা কথা কহিতে তমাক লজ্জা লাগনি।

ন্হা : লজ্জা ফের কিসের—কথা কহিতে।

১১৯. অপাবাড়ী—ধানক্ষেত, ১২০. পইসে—প্রবেশ করেছে। কখনো কখনো পড়েছে অর্থেও ব্যবহৃত, ১২১. কেনং—কেমন, ১২২. পইসে—পড়েছে, ১২৩. তাহলে হামরা পছন্দ পইসি—তাহলে আমি তোমার পছন্দে পড়েছি।

কীরন : গান

শনু শুন ওহে বাহে
শুন হামার কথা
তমাকে না দেখি বাহে
মায়া ধর্কলিয়া[১২৪]
স্বামী গিসে মোর বন্ধক থুয়া
ধর্মের পথ আর চিনিলেন না।
পা ধরিয়া কহিচি কথা
হামাকে আর ছুয়েননা

নুহা : তাহলে হামার কথা শুন।

গান

ওনা শুন শুন ওহে বাহে
শুন মোর কথা
স্বামী গিসে তোর বন্ধক থুইয়া
আর না পারিবে ছুটাইবা।
জোর করিয়া ওহে বাহে
তোক করিম বেহা।

(কথায়) শুনা পালেন কীরন ?

কীরন : শুনা পান।

নুহা : তাহলে হামাক দ্বিতীয় স্বামী ভজ।

কীরন : হামরা দ্বীতিয়[১২৫] স্বামী নাই ভজম। তমরা হলেন ভসুর হামরা তমার ভাউসানি। এলা কথা কহিতে লজ্জা লাগেনি।

নুহা : তাহলে সমন্দের[১২৬] কথা শুন

১২৪. মায়া ধর্কলিয়া—পরস্ত্রী লোভী, ১২৫. দ্বীতিয়—দ্বিতীয়, ১২৬. সমন্দ—সম্বন্ধ।

গান

ওনা শুন শুন ওহে বাহে
শুন মরে কথা
রাধা কৃষ্ণ কী সমন্দ
বাহে দেখ ভাবিয়া।
ওনা তারাই হবে মামী আর ভাগিনা
প্রেম করিয়াছে তারা দুই জনা
মানুষ হয়া ওহে বাহে কিছুই জানেন না।

কথায়

শুনা পালেন বাহে। দেখ, রাধাকৃষ্ণ মামি ভাগিনা তারা প্রেম করছিল হামরাত মানুষ হামারত ভুল হবেই।

কীরন : হামরা হরির নাম মন্ত্র নিসি হামরা দ্বিতীয় স্বামী নাই করম।

নুহা : তবে হরির কথা শুন—

গান

বৃথা মন্ত্র লয় জীব মন্ত্র কীবা করে
আপনি না জানে জীব পুনঃ পুনঃ মরে।
নিজ জাতি ধর্ম সমুদ্রে ডুবাইয়া
জগৎ ঠাকুর হইয়াছে হরি নাম লইয়া।

কথায়

তবে হরি নামের কথা ছাড়। হামার কথা শুন। তমরা দ্বিতীয় স্বামী বড়ন[১২৭] কর।

কীরন : তবে হামার কথা শুন—
খালে অজিস্থ খাল পিয়াজ তাতে ভেরাইসে ঢেপ
তমার পাছাতি দেখি বাহে বড় বড় ঘেগ[১২৮]।

নুহা : কাহাবাহে—ঘেগ ?

১২৭. বড়ন—বরণ, ১২৮. খালে আজিস্থ খাল পিয়াজ একটি শ্লোক বা ছড়া ; যার অর্থঃ নীচু জমিতে পেঁয়াজ গেড়েছি তাতে বেরিয়েছে কলি। তোমার পাছায় দেখি হয়েছে মাংসের বড় ঢোল (ঢিপি)। এক ধরণের অসুখ।

(দেউনিয়ানীর প্রবেশ)

দেউ ： স্বামী, স্বামী জীবনের সঙ্গে কী গল্প করলেন স্বামী।

নুহা ： কিছু গল্প করুনি দেউনিয়ানী। জীবনক জীজ্ঞাসা করছি হরিনামত নিলেন হরি নাম কেমন জিনিস, হামার হরি নাম নিবা হয়। এই গল্প।

দেউ তনরা ভাল গল্প করেন

গান

শুন শুন ও স্বামীধন শুন মোর কথা
নারীজাতি কালসাপিনি ঢংসিবে[129] একদিনা
নারির[130] প্রেমে ও স্বামীধন তুমরা মজন না
নারীর প্রেমে মজিয়া ধংস[131] হইল রাবন রাজা
নারীর প্রেমে ও স্বামীধন তুমরায় মজেন না।
(কথায়) শুনা পালেন স্বামী —

নুহা ： শুনা পানছে, মোর কথা শুন

গান

শুনেক শুনেক ও দেউনিয়ানী শুন মোরে কথা
এলা কথা ও দেউনিয়ানী পাইলো কুনঠিনা[132]।
ওনা ভাগবত পুরানের কহিস কথা
সত্য যুগে আছে লেখা
কলি যুগের ঘটনা দেউনিয়ানি দেখনা চোখ দিয়া।

(দেউনিয়ানীকে প্রহার)

দেউ ： গান

বিনা দোষে ও স্বামীধন মকে মারেন না
আপন মনে ও স্বামীধন যাছু পলায়া।

১২৯. ঢংসিবে—দংশিবে, ১৩০. নারির—নারীর, ১৩১. ধংস—ধ্বংস
১৩২. কুনঠিনা—কোথায়।

পা ধরিয়া কহচ্‌ কথা

তামান[১৩৩] দোষগেলা কর মারজনা

আপনে মনে স্বামীধন যাছ্‌ পলায়া।

নহা : দূর হও দেউনিয়ানী। তোমাকে চাই না।

দেউ : স্বামী, স্বামী বিনা দোষে হামাক বাহির করিয়া দেছেন তদে হামরা যাছি! যেন হামার কথা শরন[১৩৪] করেন স্বামী।

(প্রস্থান)

নহা : দূর হও, চাইনা তোমার মত দেউনিয়ানী—হাঃ হাঃ এবার পরিষ্কার। কীরন কোন চিন্তা নাই। তমরা এখন দ্বিতীয়া স্বামী ভজ।

কীবন : তাহলে হামাক এক সপ্তাহ সময় দাও।

নহা : বেশ এক সপ্তাহ সময় দেওয়া গেল। (সকলের প্রস্থান)

॥ ২৪ ॥

পেটপাকু বুড়া ও ঠোঙ্গলো ও পরে দেউনিয়ানীর প্রবেশ

পেট : দশ ঠাকুরলা প্রণাম। পেটপাকু বুড়া মোর নাম। যাবা চাহেচ্‌ ভেড়াবা।[১৩৫] ভেড়াবা যখন যাম তাহলে বুড়ী টাকু ডাকায় দেখ্‌। ঠোঙ্গলো—

ঠোঙ্গলো : কী কহচেনতে—

পেট : মোর একটা কথা শুন

গান

শুনেক শুনেক ওরে বুড়ী

শুন মোরে কাথা

যাইবা মেনাইসে ভেরাবা

তাড়াতাড়ি ভাজিয়া দে মারুয়া[১৩৬] গেলা

১৩৩. তামান—সকল, ১৩৪. শরণ—স্মরণ, ১৩৫. ভেড়াবা—বের হওয়া, ১৩৬. মারুয়াগেলা—সর্ষের দানার মতো একরকম শস্য। মারুয়া দিয়ে রুটি তৈয়ারি হয়।

এলায় যাম চলিয়া

গুয়ালির ফালাইস ছানগেলা।[১৩৭]

বেলা হালিয়া আসিম ঘুরিয়া

(কথায়) শুনা পালো—

ঠোঙ্গলো ঃ শুনা পানু তে হামার কথা শুন—

গান

শুনেক শুনেক ওরে বুড়া

শুন মোরে কথা

এলাহায় নাগিসে তোকে ভোখ

ঘর দুয়ারলা ওরে বুড়া মুছিবা দেনা

মোক চাইটি ছিল মারুয়ার আটা

টেকনাইলা[১৩৮] দিসে ফালায়া

জরায় বাটলায় হবে একখান চিতুয়া

দেউনিয়ানী ঃ বাড়ির দরজার কাছে কাঁদতে কাঁদতে—

গান

কান্দিয়া ভারিয়া ও মোর দিন গেল চলিয়া

আর কতদিন স্বামীর সঙ্গে হবেরে দেখা

স্বামী রইল নিজ ঘরে

আর কতদিন দেখা হবে স্বামীর সঙ্গে।

পেট ঃ কথায়

যারে বুড়ী বাহারাতি কান্দন শুনা পাছু। যাত দেখিয়ানে।

ঠোঙ্গলো ঃ তাহলে হামরা যাছি—(বাহিরের দরজার কাছে গিয়ে) কে বেটী ?

দেউনিয়ানী ঃ হে মা, মুই। তমার জুয়াই[১৩৯] হামাক মারিসে গরুর নাখা[১৪০]।

১৩৭. গুয়ালির ফালাইস ছানগেলা—গোয়ালের আবর্জনা পরিষ্কার করে গোবর জল দিয়ে বাড়ি লেপে ফেলিস, ১৩৮. টেকনাইলা—ছোট ছোট ইঁদুরগুলো, ১৩৯. জুয়াই—জামাই, ১৪০. নাখা—মতো।

ঠোঙ্গলো : বুড়া, মাইটা আইসচে।

পেট : মাইটা আইসচেতে কী হুসে ?

ঠোঙ্গলো : তাহলে আমার কথা শুন

গান

শুনেক শুনেক ওরে বুড়া
শুন মোরে কথা
ছুয়াটাক[১৪১] মারিয়া ওবে বুড়া
বুড়া কী কইসে দশা
এখতে নাবালক ছুয়া
মাইব মারিসে গরুর নাথা
আঠকুরা[১৪২] জুয়াইটার শরিলে[১৪৩] নাই দয়া

দেউনিয়ানী : গান

কী শুনিবে ওগে বাও[১৪৪]
মোর দুখের কথা
কথা কহিতে ওগে বায়ো
হিয়া যায় ফাটিয়া
নারীর প্রেমে মজিয়া
দেখিবায় পারেনা
ঘাড় ধরিয়া ওগে বাও
দিসে বাহির করিয়া।

পেট : কুন নারীর প্রেমে মজিসে ?

দেউনিয়ানী : বাও অর ভাউসানিক দেখিয়া— (উভয়ের প্রস্থান)

॥ ২৫ ॥

ঢালা ও কীরন পরে নুহাসাহা প্রবেশ

কীরন : ভাই ঢালা, তোরঠি কুন বুদ্দিধ কী আর নাই ?

ঢালা : হে মোরাঠি কোন বুদ্দিধ নাই।

১৪১. ছুয়াটাক—সন্তানকে (ছেলে এবং মেয়ে উভয়কে বোঝায়), ১৪২. আঠকুরা—আঁটকুড়ো, ১৪৩. শরিলে—শরীরে, ১৪৪ বাও—বাবা।

কীরন : তোর দাদা তোর হাতত সঁপিয়া দিয়া গিসে।

ঢালা : হে ঠিকেইত। তে বুদ্দিধছে। ঘর বাড়ী জাগা জমি রেস্টারী[১৪৫] করে নে তারপর কহিস দ্বিতীয় স্বামী ভজিম—

কীরন : ভাই ঢালা তাহলে করিম। (নুহার প্রবেশ)

নুহা : বাহে কীরন এক সপ্তাহ মধ্যে কি বুঝে কলেন ?

কীরন : তে বাহে হামার কথা শুন

গান

শুন শুন ওহে বাহে
শুন হামার কথা
জাগাজমি ঘর বাড়িলা
দেহ লিখিয়া জাগা জমি ঘর বাড়ী
সবে দেহ রেস্টারী
তবে না ভজিম বাহে দ্বিতীয় সুয়ামী—।
(কথায়) শুনা পালেন বাহে

নুহা : শুনতে পান। একটা হামার কথা শুন

গান

শুন শুন ওহে বাহে শুন হামার কথা
এলা বুদ্দিধ ওহে পাইলেন কুনঠিনা
জাগা জমি ঘর বাড়ী সবে চাহেন রেজেস্টারী
তবে ভজিবেন বাহে দ্বিতীয় সুয়ামী —
(কথায়) শুনা পালেন বাহে—

ঢালা : দাদাগে—কি শুনা পাছু মুই রেস্টারী ?

নুহা : ভাই ঢালা আর কী শুনবো—তোর ছট বৌদি জাগা জমীলা রেজেস্টারী চাহাচে। কী করা যায়।

১৪৫. রেস্টারী —রেজিষ্ট্রি।

ঢালা : দিলে হইল দাদা

নুহা : দুয়া ফের যায় ?

ঢালা : ঐ রকম চকচাকি বেছুয়া[146] পাওয়া যায় ?

নুহা : ভাই ঢালা, কী করা যাবে—

ঢালা : দাদা, জাগা জমিলা রেষ্টারী দিয়ে দে। কারণ তোর নামে থাকলেই তোরে আর অর নামে থাকলেই তোরে—

নুহা : তাহলে দিবাই হবে—

ঢালা : দিয়াদে তুই, কনু চিন্তা নাই। উন্নিশ শতক জমি মোর নামে রেষ্টারী দিস।

নুহা : বাহে কীরন, চল কোন দিন রেজেষ্টারীতে যাবেন—

কীরন : কাইলকা যান—

নুহা : চল— (উভয়ে প্রস্থান)

॥ ২৬ ॥

ভুপাল বাবু মুহরি প্রবেশ ও নুহাশুরা, কীরন হাকিম

ভুপাল : আমার নাম ভুপাল বাবু মুহরি। আমি অনেক দিন যাবৎ কাজ করিয়া আসিতেছি। দেখা যাক কোন মকেল[147] আসছে কীনা—

নুহা : রাইগঞ্জ রেষ্টারী অফিসের মধ্যে ভুপাল বাবু ভাল লোক তার কাছেই যাই। ও ভুপাল বাবু কেমন আছেন ?

ভুপাল : ভাল আছি। আপনি কেমন আছেন ?

নুহা : ভাল আছি।

ভুপাল : আপনি কী মনে করে আসলেন ?

নুহা : আসছি জমি রেষ্টারী জন্য—

ভুপাল : খরিদ না বিক্রি ?

নুহা : দান স্বত্ব।

ভুপাল : ও দান স্বত্ব। এক নামে না দুই নামে ?

১৪৬. চকচাকি বেছুয়া—চকচকে মেয়ে, ১৪৭. মক্কেল, ১৪৮. কীনা—কিনা।

নুহা : দুই নামে।

ভুপাল : তাহলে বলুন কার কার নামে।

নুহা : উনিশ শতক বাঁশ ঝার[149] ঢালার নামে আর বাকী বাদ কীরন বালা রায়ের নামে।

ভুপাল : পচাত্তর বিঘা এক নামে রেষ্টারী হবে না—হবে, কিছু টাকা দরকার।

নুহা : তা দেওয়া যাবে

ভুপাল : তাহলে হতে পারে।। (পাশে বসা হাকিমের কাছে গিয়ে) এই নিন হাকীম বাবু।

হাকীম : ভুপাল বাবু এক নামে পচাত্তর বিঘা রেষ্টারী হবে না।

ভুপাল : নুহাসাহা একশত টাকা দিন তাহলে রেষ্টারী হবে। (নুহাসাহার কাছে এসে)

নুহা : এই নিন –

(ভুপাল বাবু কিছু টাকা হাকীমকে দিল)

হাকীম : ভুপাল বাবু তার কোন ওয়ারীশ কী আর নাই ?

ভুপাল : তাকে ডাক দিন—জিজ্ঞাসা করুন।

হাকীম : নুহাসাহা আপনার কোন ওয়ারীশ কী নাই ?

নুহা : কোন ওয়ারীশ নাই। (রেষ্টারী হইয়া উভয় প্রস্থান)

॥ ২৭ ॥

ঢালা, কীরন ও নুহাসাহা প্রবেশ

ঢালা : মোর দাদা মোর বৌদি রেষ্টারী করবা গিসে এলাতিনি[150] আসে।

নুহা : ঢালা ঢালা

ঢালা : কীগে দাদা

নুহা : কীরে বেহার খরচ পত্তর কইসি ?

ঢালা : কইসু দাদা।

১৪৯. ঝার—ঝাড়, ১৫০. এলাতিনি—এখনো।

নুহা : বাহে কীরন, এলা জাগা জমিত রেষ্টারী দিন তাহলে দ্বিতীয় স্বামী ভজ।

কীরন : হামার দিদিক আন তারপর দ্বিতীয় স্বামী ভজিম।

নুহা : ইড কেনং কাথা। তমার দিদিক মার ধোর করে বাহির করিয়া দিন এলা কী করে আনিবা যাই।

ঢালা : কী কহচেগে দাদা ?

নুহা : তোর বড় বৌদিক আনিবা কহচে।

ঢালা : নি আনলে কেনং হয়। এক্টা বৌদি কাম কববে না মোক পনতা দিবা যাবে। নি যদি আসে তাহলে বেহাবাড়ীকার কাম কে করবে।

নুহা : তাহলে কী যাবাই হবে—কী করে যাউ—

ঢালা : মিষ্টি ধরে যাবো — আপনেই পাঠায় দিবে। (উভয় প্রস্থান)

॥ ২৮ ॥

পেট : বুড়ী তোর কুন ভাবনা নাই। মাইটা যে পালাই আইসচে।

ঠোঙ্গলো : আইসচেতে কি হইসে ফের ?

নুহা : শশুর বাবা।

পেট : কে বাহে নহা সাহা।

নুহা : হেঁ হামরা, শশুর[১৫১] বাবা।

পেট : চল ঘরেরতি যাইলে হয় চল। বস বাপু।

নুহা : এইন মা মিষ্টি।

ঠোঙ্গলো : নদি এইলা ফের কী আনবা লাগে।

পেট : কুনতি যাছেন বাহে।

নুহা : তমার বেটীক নিগাবা।

পেট : নিগাবা আইসচেন, পেঠায়[১৫২] দিম।

ঠোঙ্গলো : (পেটপাকুর কাছে গিয়ে নীচু স্বরে) বুড়া জুয়াইটাত আইসচে।

১৫১. শশুর—শ্বশুর, ১৫২. পেঠায়—পাঠিয়ে।

পেট : যাবানেতে আইসচে পাঠায় দিবে না নাই ?

ঠোঙ্গলো : নাই দিম পাঠায়।

পেট : কী করবো –

ঠোঙ্গলো : মোর একটা বুদ্ধি ছে।

পেট : কী বুদ্ধি ?

ঠোঙ্গলো : মিষ্টিলা নিম আজরায়[153] জল দিম ভরায়, ভাল করে বাধিয়া দিম (তাড়াতাড়ি মিষ্টিগুলো বার করে জল ভরে) এই নেহ বাহে মিষ্টিলা—বাড়ীতে নিগাও—

নুহা : মিষ্টি যখন খাবেন নাই তাহলে তমার বেটীক পাঠায় দ।

পেট : পাঠায় দিম। তাহলে হামার কথা শুন।

গান

শুন শুন ওহে বাহে
শুন হামার কাথা
বিনা দোষে মাইটাক কেনে দিশেন বাহির করিয়া
বিনাদোষে দিশেন বাহির করিয়া
মাইর মারিসেন গরুর নাথা
এক্কে বারিয়ে[154] সোজ[155] করিম কমরের ডাংডা
(কথায়) শুনা পালেন

নুহা : শুন পালে, আর কী কথাছে কহ।

পেট : গান

তামান দোষ গেলা বাহে
তহমারে দেখি
শুন জুয়াই বেটা অঠাম[156] বাহে
তমার দাড়ির মচ গেলা
লোকটা হুইসেন মট গটা

১৫৩. আজরায় বার করে, ১৫৪. এক্কে বারিয়ে—এক বাড়িতে, ১৫৫. সোজ—সোজা, ১৫৬. অঠাম—ওঠাব ।

খেচিয়া বাহির করিম ভুটিটা[157]

ঐলা পাকত্[158] নাম পাবিসে

মোব পেট পাকু বুড়া

কথায়

এই শুন বাপু হামার কথা। বেটীক বিদায় দিম নাই।

নুহা : তমার বেটীক বিদাই দিবেন নাই। দেখা যাক, ছলে বলে কলে কৌশলে তমাক বেটীক নিগাময় নিগাম।

পেট : দেখা যাক কেনং করে নিগান— (উভয় প্রস্থান)

॥ ২৯ ॥

(ঢালা, কীরন ও পরে নুহাসাহা প্রবেশ)

ঢালা : বৌদি কত গেলা ক্ষুদি[159] আর ছেগে।

কীরন : অনেকগেলা ছে ভাই।

নুহা : ঢালা-ঢালা

ঢালা : কী দাদা আসলো—ঐ লা কিগে দাদা—

নুহা : মিষ্টি ভাই ঢালা—বাহে কীবন এই ন মিষ্টিলা।

কীরন : দ বাহে —

ঢালা : দাদা খামগে মিষ্টিলা।

নুহা : তোর বৌদিক কহো।

ঢালা : বৌদি খামগে।

কীরন : খা ভাই ঢালা

ঢালা : দাদ কৈ মিষ্টি করেগে, এখানত জলগে দাদা। তোক সেতানে[160] বিদায় দেয় নি।

নুহা : কেনং কথারে মুইতো মিষ্টি নিয়া গিসনু। তাহলে আজরায় নিসে আর জল ভরায় দিসে। এতয় অসমান[161] রে ঢালা।

১৫৭. ভুটিটা—ভঁাড়িটা, ১৫৮. পাকত্—ঐজন্য, ১৫৯. ক্ষুদি—ক্ষুদ, ১৬০. সেতানে—সেজন্য, ১৬১. অসমান -অসম্মান।

ঢালা : মোর বুদ্ধি ছে। যা, কুন ভাল মন্দ লোক হাতপাত নাই ?

নুহা : হে ভাই আছে একজন ডাকাত। তার নাম ভুটি সরদার। তার কাছে যাই। সেই পারবে এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে।

ঢালা : তাহলে তারাতারি যা। এই অপমান আর সহ্য যায়নি ভাই।

(উভয় প্রস্থান)

॥ ৩০ ॥

ভুটি সরদার ও ঘুসকু নসকু ও পরে নুহাসাহা প্রবেশ

ভুটি : আমার নাম ভুটি সরদার। আমি একজন ডাকাত। আমার ডাকাতি করাই পেশা। কোথায় ঘুসকু নসকু। তোরা ছুটে আয়।

ঘুসকু ও
নসকু : প্রনাম সদারজি।[১৬২]। আমায় কি জন্য আদেশ করলেন।

ভুটি : তোমায় যেতে হবে ডাকাতি করতে নুহাসাহার বাড়িতে।

ঘুসকু ও
নসকু : চলিয়ে সদারজি—

ভুটি : তোদের অস্ত্র শিখা[১৬৩] দিতে হবে (যুদ্ধ শিক্ষা) তুমি কে ?

(প্রস্থান উদ্যত)

নুহা : আমি সদারজি। আমার নাম নুহা সাহা।

ভুটি : হাঁ—হাঁ তোমার নাম নুহাসাহা। কী জন্য এখানে ?

নুহা : আমি এসেছি আপনার কাছে। আপনাকে যেতে হবে আমার সঙ্গে।

ভুটি : কী জন্য, ডাকাতি করতে ?

নুহা : হে ডাকাতি করতে। ডাকাতি ঠিক নয়—সরদারজি।

ভুটি : তবে কী—প্রকাশ করে বল।

১৬২. সদারজি—সর্দ্দারজী, ১৬৩. শিখা—শিক্ষা।

নুহা : আমার শশুর বাড়ীতে আমার বৌকে ডাকাতি করে আনতে হবে। আর শশুর ও সাশুরিকে[১৬৪] উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে।

ভুটি : হে* পারবো—কত টাকা দেবে আমাকে—

নুহা : এক হাজার টাকা দিবো। কিন্তু কাজ করা চাই।

ভুটি : ঠিক আছে, চল দেখিয়ে দাও তোমার শশুরবাড়ী।

(বাড়ী দেখায় দিল)

॥ ৩১ ॥

পেটপাকু ও ঠোঙ্গলো ও পরে চৌকিদার দেউনিয়ানি, ডাকাত প্রবেশ

পেট : বুড়ী মুই যাছু দেনিয়া[১৬৫] ধরিবা। তমরা বাড়ী থাকেন।

ঠোঙ্গলো : হামরা একালাই থাকবা নাই পারম। হামাক দোসর দিয়া যায়।

পেট : ঠিক আছে দোসর দিয়া যাচু—এখন চৌকিদারটার ঠিনা যাউ।

পেট : ওভাই চৌকিদার-চৌকিদার—

(চৌকিদার ছিল বাদ্যযন্ত্রীর দলের মধ্যে বসে)

চৌকিদার : কেন ভাই কোনখানে কী চোর ধরা পইসে না কী।

পেট : নারে ভাই। হামার বাড়ীতে যাবা হবে পাহারা দিবা।

চৌকিদার : তাহলে তার মুজুরি কত দিবে ?

পেট : তার মুজুরি ১০ টাকা—(বুড়ীব কাছে চৌকিদারকে নিয়া গেল) বুড়ী এই নাও তোমার দোসোর চৌকিদার।

(পেটপাকুর প্রস্থান)

(ডাকাত আসিয়া বুড়ীকে চুরি করিয়া লইয়া গেল)

॥ ৩২ ॥

নুহাসাহার প্রবেশ ও পরে ডাকাতের প্রবেশ

নুহা : ডাকাতি করতে পাঠিয়েছি ভুটি সর্দারকে এখনও ফিরেনা কেন, দেখি অপেক্ষা করে।

১৬৪. সাশুরি—শাশুড়ী, ১৬৫. দেনিয়া—দেউনিয়া।

ডাকাত : এই নাও তোমার লোক—আমার পাওনা দাও।

নুহা : এই নাও টাকা— (ডাকাতের প্রস্থান) দেউনিয়ানী তোমার মুখে লজ্জা নাই তোমার স্বামীকে তোমার বাপমা অপমান করল তুমি কীছু বল্লে না কেন ?

(মারধোর করিল ও পরে ঘোমটা খুলিয়া দেখিল)

ঠোঙ্গলো : বাহে হামাকত ডাকাতি করে আনলেন ভালয় কলেন।

নুহা : এইটা ফের কেমন কথা। আনবা কহিনু মোর বউক আনিল বুড়ীটাক—বাহে কীরন নিয়া যায় বুড়ীটাক।

কীরন : মাহই, তমাকে ডাকাতি করে আইনলে চল মাহই।

(প্রস্থান)

পেট : বাহে নুহাসাহা।

নুহা : কে শশুর বাবা—আইস বস কেদ যাছেন।

পেট : তমার বাড়ী। হামার মন খারাপ।

নুহা : কেনং মন খারাপ।

পেট : হামার বাড়ী ডাকাতি হইল।

নুহা : কী নিগাসে।

পেট : তামান ছে বুড়ীটায় নাই।

(ঠোঙ্গলোর প্রবেশ)

ঠঙ্গলো : বুড়া তমরায় আইসলেন।

পেট : আইসচুত—বাহে নুহাসাহা তমার সাশুরি কেনং করে আসিলে।

নুহা : হামারা গিসন বালুরঘাট। দেখচি বাস্তাত গরবরাছে।[১৬৬] হামাবা নিয়া আসন। বুড়ীটাক নিয়া যাও।

পেট : বুড়ী চল বাড়ী। (সকলের প্রস্থান)

॥ ৩৩ ॥

নুহাসাহা, কীরন ও ঢালার প্রবেশ

নুহা : বাহে কীরন তমরা দ্বিতীয় স্বামী ভজ।

কীরন : তমরা আগে বড়দিদিক আন তারপর দ্বিতীয় স্বামী ভজিম।

১৬৬. গরবরাছে—গড়াগড়ি খাচ্ছে।

ঢালা : দাদা বড় বৌদিক না আনিলে কেনং করে হবে। তুই হলো বড়[১৬৭] আর কীরন বৌদি কৈন।[১৬৮] মুই একালায় এতলা কাম করবা পারু ? আনবা হবে বড় বৌদিক।

নুহা : ঢালা যাবায় হবে, তাহলে যাছু। (প্রস্থান)

ঢালা : বৌদি এলা[১৬৯] চল। তোর হবে জাগা জমি আর মোর হবে বাশবাড়ী—[১৭০] (উভয় প্রস্থান)

॥ ৩৪ ॥

পেটপাকু ও ঠোঙ্গলো, দেউনিয়ানী নুহাসাহা

পেট : বুড়ি এলা কী হবে ?

ঠোঙ্গলো : কী হবে এবার যদি নিগাবা আসেতে পেঠায় দিম।

নুহা : শশুর বাবা—

পেট : কে বাহে নুহাসাহা ? আইস বায়ো, ঘরেরতি আইস। বস। কেদুর যাছেন বায়ো—

নুহা : তমার বেটীক নিগাবা আইসচি।

পেট : নিগাবা আইসচেন যখন নিয়া যাও। বুড়ী মাইটাক নিগাবা আইসচে পাঠায় দিবো নাই ?

ঠোঙ্গলো : নিগাবা আইসচে যখন নিয়া যাক ? বুড়া তমরা গল্প কর, হামরা মাইটাক নিয়া আসি।

দেউ : মায়ো মোক যাবা কহচেন।

ঠোঙ্গলো : যাবা কহচু মায়ো—

দেউ : মা মোর বাফক এইতি আসবা কোহো—

ঠোঙ্গলো : বুড়া এইতি আইস।

পেট : কেনে বুড়ি।

ঠোঙ্গলো : মাইটা ডাকছে—

পেট : কী বেটী কেনে ডাকলো—

দেউ : বায়ো মোক যাবা কহচেন—মোর কথা শুন—

১৬৭. বড়—বর, ১৬৮. কৈন—কইনা, কনে, ১৬৯. এলা—এখন, ১৭০. বাশ—বাঁশ।

গান

বায়ো শুন মোরে কথা
ঐটা বাড়ীত ওগে বায়ো যাবায় মনায় না
না বুঝিয়া ওগে বায়ো দিলেন বেহায়া
সতিনির জবালা সহিবায় পারু না।
(কথায়) বায়ো শুনা পালো—

পেট : শুনাত পানু। ঐলা কথা হামরা শুনম নাই। তোক যাবায় হবে। বুড়ী তাড়াতাড়ি সাজায় দে—

দেউ : বায়ো তাহলে যাচু (প্রণাম)

পেট : নুহাসাহা, যায় এই রকম যাতে আর হয়নি—

নুহা : নাই-নাই বাবা আর হবোনি— (সকলের প্রস্থান)

॥ ৩৫ ॥

রঙ্গিয়া ও সাধুর প্রবেশ

রঙ্গিয়া : গান

হরি বোল হরি বোল—রাধে শাম রাধে শাম।

সাধু : কে তুমি বাবা তোমার নাম কী?

রঙ্গিয়া : আমার নাম রঙ্গিয়া সাধু বাবা।

সাধু : তোমার নাম রঙ্গিয়া। তুমি দেশের ছেলে দেশে ফিরে যাও। তোমার জন্য একজন কষ্ট করেতেছে। আর তোমার সর্বকিছু ফিরে পাবে।

(সাধুর প্রস্থান রঙ্গিয়ার প্রস্থান)

॥ ৩৬ ॥

কীরন প্রবেশ ও পরে রঙ্গিয়া ঢালা, নুহাসাহা দেউনিয়ানী

রঙ্গিয়া : বাবা বাবা।

কীরন : কে তুমি?

রঙ্গিয়া : আমি একজন গসাই মা। তমার বাড়ী বাসা থাকিবা চাহাচু মা।

কীরন : হামার বাড়ীর মালিক থাকবা দিবেনি গসাই—

রঙ্গিয়া : মুই তমার কোন কিছু খামনি মা। সুধু[১৭১] মুই থাকিম মা। সন্ধা করার সময় হয়া গিসে তারাতারি জোগার করিয়া দে—

গান

হরি বোল—রাধে শাম।

কথায়

মা এখন সন্ধা বাতি শেষ। বিছানার জগার করে দে মা—

কীরন : গসাই বিছানা করিয়া দিন যাও সুতনে। এইটা গসাই চিনিম চিনিম নাগছে। গসাইটাকু কেনং করে ডাকদু তানা করে একটা বুদ্ধি করু। গসাই, গসাই, চোর গসাই।

রঙ্গিয়া : কোথায় চোর মা।

কীরন : চোর নাহয় গসাই। তারপর কথা শুন—

গান

শুন শুন ওহে গসাই শুন হামার কথা
তমাকেনা দেখিচ গসাই হামার গসাই নাখা
তমাহাক দেখিয়া কান্দেছে মোর মন
ঝুরেছে বাহে দুই নয়ন
তমাক দেখি গসাই হামার গসাইর নাখা—
(কথায়) শুনা পালেন গসাই।

রঙ্গিয়া : শুনা পানু মা। তাহলে মোর কথা শুন।

গান

কী আর শুনিবো মায়ো মোর দুখের কথা
কথা কহিতে ওগে মায়ো হিদয় যায় ফাটিয়া
ফুরানু মায়ো ঘড় বাড়ী আর ফুরানু জাগা জমি
মায়াটাক হারানুগে মায়ো থুয়া বন্ধকী।

১৭১. সুধু—শুধু।

(কথায়) শুনা পালো মায়ো—

কীরন : শুনা পাইসি গসাই—তমার নাম কি গসাই।

রঙ্গিয়া : মোর নাম রঙ্গিয়া।

কীরন : তমার স্ত্রীর নাম কী গসাই—

রঙ্গিয়া : মোর স্ত্রীব নাম কীবন --

কীরন : স্বামী-স্বামী। (উভয় মিলন)

রঙ্গিয়া : তাহলে মুই যাছু কীরন।

কীরন : তাহলে হামার কথা শুন

গান

ভয় নাই ভয় নাই স্বামী ভয়ত করেন না
মুই থাকিতে ও স্বামীধন চিন্তা করেন না
জাগাজমি ঘড়বাড়ী করে নিসি রেন্টারী
আজি হইতে ও স্বামীধন তমার ঘড় বাড়ী।

ঢালা : কীগে বৌদি ? ভয় নাই ভয় নাই স্নেচু, কী হুসে।

কীরন : ভাই ঢালা তোর দাদা আইসচে।

ঢালা : কীগে দাদা আইসচি।

রঙ্গিয়া : ভাই ঢালা এলা মুই যাছু ভাই—

ঢালা : কেনে যাবো। কোন চিন্তা নাই। তোর হাতত লাঠি দেছু। চুপকরে থাক। বৌদি, যখন মোর দাদা আসবে তখন তুই ঘাড় ধরে বাহির করে দিবে—

(নুহাসাহার প্রবেশ)

নুহা : বাহে কীরন তমার দিদিক আনন। এলা দ্বিতীয় স্বামী ভজ।

কীরন : তাহলে হামার কথা শুন

গান

শুন শুন ওহে বাহে শুন হামার কথা
জাগা জমি ঘর বাড়ী দেওনা ছাড়িয়া
খুলায়া দেহ জামা ধুতি ছাড়িয়া দেহ ঘর বাড়ী
এলায় না দেখিবেন বাহে তমার মায়ার কারি[১৭২]

১৭২. মায়ার কারি—বন্ধকী বউয়ের কার্য।

(কথায়) শুনা পালেন বাহে—

নুহা : শুনা পান বাহে—হামার কথা শুন।

গান

তোর মত লম্পটি মায়া দুনিয়াতে দেখু না
জাগা জমি ঘরবাড়ী নিলেন লেখিয়া
জাগা জমি ঘরবাড়ী সবে নিলেন রেষ্টারী
হামাক করলেন বাহে পথের ভিক্ষারী[১৭৩]—
(কথায়) শুনা পালেন বাহে—

কীরন : শুনা পান। জাগা জমি ঘড়বাড়ী ছাড়িয়া দ—

নুহা : এত যখন অসম্মান করলেন তাহলে তমাক জোর করে বেহা করিম। (কিরনকে হাত ধরে টান দিতে গেল)

রঙ্গিয়া : খবরদার দাদা। (রঙ্গিয়া ও ঢালার হাতে লাঠি)

ঢালা : খবরদার দাদা। যেমন ছিলো অত্যাচারি হয়া সেই রকম যা তুই পথের ভিক্ষারী হয়া। আজ হইতে ঘর বাড়ী জাগাজমি হামার।

নুহা : ভাই ঢালা। তোর সব চক্রান্ত। যার নবন[১৭৪] খায়া মানুষ হলো তার বুকে হানা দিলো—

ঢালা : এলায় কীহুসে দাদা। কীরন বৌদির পা ধরে মাপ নে আর দশজনের কাছে মাপ নে তার পর যা—

নুহা : গান

তমার মতন সতী বাহে দুনিয়াতে দেখুনা
এই অপরাধ ওহে বাহে কর মার্জনা
পা ধরিয়া কহিচি কথা
এই অপরাধ ওহে বাহে কর মার্জনা।

কীরন : হামরা মাপ দিবা নাই পারম—ঢালাক কহ।

নুহা : ভাই ঢালা এখন মাপদে—

১৭৩. ভিক্ষারী—ভিখারী, ১৭৪. নবন—লবণ।

ঢালা : দশজনের কাছে মাপ নে

নাহা : তাহলে দশজন ভাই কাছে মাপ নিবা হবে।

গান

শুন শুন দশঠাকুরলা শুন মরে কথা
এই রকম দেউনিয়া গিরি করেন না
নারীর প্রেমে ও দশঠাকুরলা তহমরা মজেন না
নারীর প্রেমে মজিয়া ধ্বংস হইলো রাবন রাজা
ঐরূপ দশা হইলো আমার।

(কথায়) ঢালা হামরা যাছি এখন তুই থাক।

(নুহাসাহা ও দেউনিয়ানী প্রস্থান ও ঢালা অর্ধেক রাস্তায় ধরিয়া ফিরাইয়া আনিল)।

ঢালা : দাদা তোর পা ধরিয়া কহচু। চল বাড়ীত চল। তোর বিচার মুই করিয়া দিম আর সভায়[১৭৫] একটায় বাড়ী থাকিম।

নুহা : ভাই ঢালা বিচার করিবোত—যদি বিচার করিস তাহলে যাই নিতে নাই—

ঢালা : ঐ বিচার মুই নিশ্চয় করিম।

(ঢালার বিচার)

এক নম্বর রঙ্গিয়া বাড়ী মধ্যে হরির ভক্ত। আর দুই নম্বর কীরন জায়গা জমির মালিক। তিন নম্বর নুহাসাহা মেনেজার আর চার নম্বর দেউনিয়ানী মেনাজারনি। দশঠাকুরলা বিচার শেষ। মুই যেনং গোড়তেই ছিনু এলাত এনংগেই থাকিম। পরণাম দশঠাকুরলা, পরণাম।

১৭৫. সভায়—সবাই। এই খনটির দৃশ্য বিন্যাস ও তা সংখ্যায় চিহ্নিতকরণ সংকলক-সম্পাদকের।

খন্ ঃ শাস্তোরী

নয়ানশোরী/নয়ানসরী/বষ্টম বাউদিয়ার গান

চরিত্রলিপি

গোঁসাই	—	বৈষ্ণব গুরু। ইনি পালার নায়ক—'বষ্টম বাউদিয়া'
প্রেমচাঁদ	—	ঐ প্রধান শিষ্য
সর্বেসরি/সর্বেশোরী	—	প্রেমচাঁদের স্ত্রী
ঘন্টু প্রধান	—	গোঁসাই-র একজন শিষ্য
প্রাণেশ্বরী	—	ঐ স্ত্রী
নয়ন	—	ঐ মেয়ে
নেলা	-	গোঁসাই-এর ভাই

বন্দনা

গান

জগত পরমগুরু, বাঞ্ছা কল্পতরু আদি সনাতন ওকি ও গৌরহে
নন্দের বেটা চিকণ[২] কালা কদমে[৩] হেলানি দিয়া, বাজায় বাঁসুরী
ও কি গৌর হে

পূর্বে বন্দনা করি ধর্ম ঠাকুরের চরণ বন্দি
তাঁহার চরণ বন্ধি মস্তকের উপর ওকি গৌর হে
উত্তরে বন্দনা করি কালী মায়ের চরণ ধরি
তাঁহার চরণ বন্দি মস্তকের উপর ওকি গৌর হে
পশ্চিমে বন্দনা করি পীর সায়েবের চরণ বন্দি
তাঁহার চরণ বন্দি মস্তকের উপর, ওকি গৌর হে
দক্ষিণে বন্দনা করি গঙ্গা মায়ের চরণ বন্দি
তাহার চরণ বন্দি মস্তকের উপর, ও কি গৌর হে
আসরে বন্দনা করি দশ ঠাকুরেরর চরণ বন্দি
তাহার চরণ বন্দি মস্তকের উপর, ওকি গৌর হে
বন্দনা সমাপন হইল তোরা শুন দশজন
নয়নসরি বষ্টম বাউদিয়ার[৪] গাইব আমরা গান
ওনা এ গান তৈয়ারি করে ব্রহ্মপুরের মানিক চান সরকার
তোরা গানশুন দশজন।

১. বন্দনা অংশটি অনেকটা পদাবলী কীর্তনের গৌরচন্দ্রিকার মত। তবে পূরের বন্দনা করি.. ইত্যাদি প্রায় সব খনেই রয়েছে। 'জগত পরম পুরু ......ওকি গৌর হে' এবং প্রতিটি দিক বন্দনায় 'ওকি গৌর হে' ধুয়া লক্ষণীয়। এ থেকে আসরের উপস্থিত শ্রোতা বুঝতে পারেন যে এটি 'শাস্তোরী' বা শাস্ত্রীয় খনের অভিনয়। ২. চিকন-এই বিশেষণটি রাজবংশী সম্প্রদায়ের গানে বহু ব্যবহৃত। আমাদের সংগৃহীত বর্মেশ্বরী গানে দেখি 'নদীর চিকন বান বরিষা তৈলের চিকন গাও।' কিন্তু 'চিকন কালা' অর্থে 'চিক্কন কালো' এবং 'নদীর চিকন ও তৈলের' অর্থে শোভা। ৩. কদমে-কদম্বে ৪. বাউদিয়া—এ শব্দটি নিয়ে অনেকেই আলোচনা করেছেন। দ্রঃ চিত্তরঞ্জন দেব, বাংলার পল্লীগীতি পৃ. ১৯৭ ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক 'প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত' (১ম খণ্ড) পৃঃ ১৯০। কিন্তু বাউদিয়ার সঙ্গে 'বষ্টম' বা বোষ্টম বিশেষণটি যুক্ত হওয়ায় এ পালার বাউদিয়ার রূপটি স্পষ্ট। বাউদিয়ার তুলনীয় শব্দ বাউল, আউল, বাউড়া।

গোসাই ঃ আমি একজন বৈষ্ণব। বৈষ্ণব শব্দের অর্থ যে ব্যক্তি বৈরাগ্য লাভ করতে পারে সেই বৈষ্ণব তবে বৈরাগ্য লাভ করা বড়ই কঠিন। কারণ কোটি জন্মর পর থাকিলে ভাগ্য বিষয় ছেড়ে হয় বৈরাগ্য। কাজেই বৈষ্ণব হওয়া সোজা কথা নয়। কারণ নিমাই বৈষ্ণব হইতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু তিনি হইতে পারেন নাই। বৈষ্ণব হওয়া নিমাইর বড়ই ছিল সাধ। তৃণাদপি শ্লোকেতে[৫] পরে গেল বাধ। আচ্ছা যাক সে কথা, এখন আমার বৈষ্ণবের হয়েছে কি তাহা বলিতেছি। এমন সময় আমার বৈষ্ণবানী হঠাৎ মরে গেল। এখন আমি কি উপায় করি। কেমন করে শুদ্ধ হবো[৬] তাহা ভেবে স্থির করতে পারিতেছিনা। কারণ আমার কাছে বা বাড়িতে কোন ধান চাউল ও টাকা পয়সা কিছুই নাই। কি করে শুদ্ধ হবো বা কি করে মুক্তি হব তাই চিন্তা। কথায় বলে গৃহস্থের গোলা বৈষ্ণবের ঝোলা। তাই আমার শুধু ঝোলা। আমাদের বৈষ্ণব মতে আমরা একটা সমাজ সেবা দিয়া মুক্তি হইতে পারি বা পাঁচ জন বৈষ্ণব নিয়েও শুদ্ধ বা মুক্তি হইতে পারি।

৫. তৃণাদপি শ্লোকেতে—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুণা
তামানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদাহরিঃ।

(চৈতন্য চরিতামৃত ১।১৭।৪ ডঃ রাধাগোবিন্দনাথ সম্পাদিত)। অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তী এই শ্লোকটির 'তরোরিব' স্থানে 'তরোরপি' পাঠটি হওয়া উচিত বলে আলোচনা-প্রসঙ্গে আমাকে জানান। গোসাঁই বলতে চান যে বৈষ্ণবের যে বৈশিষ্ট্য এই শ্লোকটিতে উল্লিখিত তা স্বয়ং মহাপ্রভুও রক্ষা করতে পারেন নি। সুতরাং বৈষ্ণব হওয়া খুব সহজ কাজ নয়, ৬. শুদ্ধ হবো— অশৌচ থেকে মুক্তি।

এখন শুদ্ধ হওয়ার নিমিত্ত ভক্তের বাড়ী যাইতে হইবে। ভক্তের বাড়িতে যা পাই তাই নিয়ে বাড়িতে এসে শুদ্ধ বা মুক্তি হইব। এখন আমার একটি ছোট ভাই আছে। তার নাম নেলা। জিজ্ঞাসা করে দেখি সে কি বলে। ও ভাই নেলা। ও ভাই নেলা।

নেলার প্রবেশ

নেলা : কেন দাদা কি জন্য ডাকলেন ?

গোসাই : তোর বৌদি যে হঠাৎ করে মারা গেল তাতো তুমি জানো। বল দেখি এখন কি করে শুদ্ধ বা মুক্তি হবো। আমাদের তো ধান চাল টাকা পয়সা কিছুই নাই তাতো তোমার জানা। নেলা ভায়া তুমি এখন বাড়ীতে কয়দিনের জন্য একাকী থাক। আর আমি ভক্তের বাড়ীতে গিয়ে যা পাই তাই নিয়ে এসে শুদ্ধ বা মুক্তি হইব। নেলা তবে আমার একটা কথা শুন।

নেলা : কি কথা দাদা বলেন

গোসাই : গান

মুইয়ে যে কহুচু কাথা ও তুই শুন নেলা ভায়া
ভক্তের বাড়ী যাইতে হইবে ভিক্ষা করিবা
ওনা হাতে নাই মোর টাকা পয়সা
কেমনে দিব আমরা মহিচকী নেলা কহুচুরে তোক
ওনা হায়রে মরি মোর হায়রে মরি
হায় দরুণ বিধি নেলা কহচুরে তোক
ওনা ভিক্ষা শিক্ষা করি আমরা
দিব নেলা মহিচক[৭], নেলা কহচুরে তোক;

৭. মহিচক—বৈষ্ণব সম্মেলন 'মহোৎসব' নামে খ্যাত। বৈষ্ণবের শ্রাদ্ধও মহোৎসব বা 'মোচ্ছব'। কিন্তু 'মহিচক' বা মহাচক্র' কথাটি কোন বৈষ্ণব অভিধানে পাইনি। আমি দেশী ও পলিয়াদের সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ে

নেলা : তবে একটা কথা শুন দাদা

গান

মুইয়ে যে কহচু কাথা

শুন দাদা মহাশায়

একলা ঘরে ওহে দাদা রহালনা যায়

ওনা ঘরে নাই মোর মায়া ছেলে

কে দিবে খাওয়ার করিয়া

দাদা যাছেন চলিয়া

গোসাই : ও ভাই নেলা সে কথা বলবে না। আমাকে ভক্তের বাড়ী যাইতে হইবে। তাহা না হইলে আমরা মুক্তি হইতে পারব না। ও ভাই নেলা আমি চললাম ॥

গোসাই : গান

মুই ছাড়িনু ঘর বাড়ী

ভিক্ষা করতে যাছুরে মুই ঐ ভক্তের বাড়ী

দীর্ঘদিনধরে যতটুকু খোঁজখবর নিয়েছি, তা থেকে বলতে পারি মহিচক মহোৎসব বা মোচ্ছবের নামান্তর। ইংরেজী ৮-২-৭২ বাংলা ২৫ মাঘ ১৩৭৮ তারিখে কুশমণ্ডী থানার (পশ্চিমদিনাজপুর) অন্তর্গত 'শিয়ালা' গ্রামে একটি মহিচক-এ উপস্থিত ছিলাম। এটি কোন শ্রাদ্ধ বাসর ছিল না। এটি ছিল প্রধানতঃ দেশী ও পলিয়া সম্প্রদায়ের গোসাঁই সম্মেলন। এখানকার গোসাঁই শিয়ালা গোসাঁই নামে পরিচিত। বর্তমান গোসাঁই পুরুষানুক্রমে প্রধান গোসাঁই গুরুর পদাধিকারী। ভাগবৎ গোসাঁই অর্থাৎ বর্তমান গুরুকে জিজ্ঞাসা করে জেনেছিলাম, তিনি ও তাঁর শিষ্যরা সবাই গঙ্গারামপুর থানার (পশ্চিমদিনাজপুর) অন্তর্গত ধলদিঘির পীরের শাখা। ২৫শে মাঘ তারিখে সেখানে পীরের উরস উপলক্ষে ২ মাস ব্যাপী একটি মেলা শুরু হয়। বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ধলদিঘি পীরের মেলা অরুণকুমার মজুমদার, ভূমিলক্ষ্মী পত্রিকা : ১৯৭৮ মার্চ ১৩, সোমবার সংখ্যা, **District Hand Book 1951. W. Dinajpur** এবং অশোক মিত্র সম্পাদিত পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা (১ম খণ্ড) পৃঃ ৮৫-৮৭। মহিচক শব্দটি সম্ভবতঃ মহাচক্র থেকে এসেছে। 'চক্র' অর্থাৎ বৈঠক। ডঃ উপেন ভট্টাচার্য বাংলার বাউল ও বাউল গান পৃঃ ৩৬৯।

ওনা প্রেমচাঁদ শিরভক্ত[৮]

তাকে লয়ে যাব ভক্তের বাড়ী

ও মুই গোসাই বাবাজী

ওনা হায়রে মরি

মোর প্রেমচাঁদ শিরভক্ত

তায় করিবে গুরুভক্তি

ও মুই গোসাই বাবাজী

(কথায়) আমি এখন প্রেমচাঁদেব বাড়ি যাব, এবং তাকে লয়ে ভক্তের বাড়ীতে গিয়ে ভক্তদের নিকট হইতে যাহা কিছু পাই, তাই লয়ে বাড়ীতে এসে শুদ্ধ বা মুক্তি হইবে।

দৃশ্যান্তর

প্রেমচাঁদ : প্রাণেশ্বরী[৯]। আজ রাত্রে আমি একটি স্বপ্ন দেখিলাম। স্বপ্নটি এই যে, আমাদের মা গোসাঁই মারা গেছে। কতদূর সত্যি বা মিথ্যে তাহা বুঝা বড়ই শক্ত।

প্রাণেশ্বরী : প্রাণনাথ স্বপ্ন সত্যিও হইতে পারে মিথ্যেও হইতে পারে। কারণ স্বপ্ন অলীক।

প্রেমচাঁদ : প্রাণেশ্বরী। যাক সে সব কথা। এখন আমার পূজার সময় হয়েছে, তুমি তাড়াতাড়ি আমার পূজার যোগাড় করে দাও। আমি চট করে স্নান করে আসি। (স্নান করে এসে পূজায় রত)

গোসাই : ও বাবা প্রেমচাঁদ বাড়িতে আছ ও বাবা প্রেমচাঁদ বাড়িতে আছ।

প্রেমচাঁদ : ও প্রাণেশ্বরী দেখতো বাইরে কে ডাকে

প্রাণেশ্বরী : (বাহিরে এসে দেখলো)

গোসাই : প্রেমচাঁদ বাড়ীতে আছে ?

প্রাণেশ্বরী : আছে।

৮. শিরভক্ত—প্রধান বা শ্রেষ্ঠভক্ত, ৯. প্রাণেশ্বরী—স্ত্রীর প্রতি অনুরক্তি শ্রদ্ধা ভালবাসা সূচক সম্বোধন।

(প্রবেশ)

প্রেমচাঁদ : আচ্ছা গোসাই আপনার বাড়ির কুশল মঙ্গল কেমন ?

গোসাই : প্রেমচাঁদ—আমার বাড়ির কুশল মঙ্গল খারাপ। প্রেমচাঁদ তোমাকে আমার সহিত ভক্তের বাড়ি যাইতে হইবে।

প্রেমচাঁদ : প্রাণেশ্বরী। গোসাইয়ের সঙ্গে আমাকে ভক্তের বাড়ি যাইতে হইবে।

সর্বসরি : গান

মুইয়ে যে কহুচু কাথা
শুন প্রাণ স্বামী
তোমার মুখের কাথালা[10] মোক
শুনিবায় মনায়নি[11]
ওনা এসালেতে করিলেন বিভা[12]
তোমার শরীরে নাই দয়া
স্বামী যাছেন ছাড়িয়া
হায়রে মরি মোর
হায়রে মরি মোর দারুণ বিধি
কথা শুন প্রাণস্বামী
সংসারটা ওহে স্বামী
দেখায় পাছে না
স্বামী যাছেন ছাড়িয়া।

প্রেমচাঁদ : গান

মুই যে কহুচু কথা
ও তুই শুন প্রাণেশ্বরী
গোসাইর সঙ্গে যাইতে হবে ভক্তের বাড়ী
ওনা গোসাইর সঙ্গে কনু বাক্যী[13]

১০. কথালা—কথাগুলো, ১১. মনায়নি—মন হয় না। (অনিচ্ছুক), ১২. বিভা—বিবাহ, ১৩. বাক্যী—কথা দেওয়া।

তোকে ও মুই যাছু ছাড়ি
কথা শুন প্রাণেশ্বরী
হায়রে মরি মোর
হায়রে মরি হায় দারুণ বিধি
কথা শুন প্রাণেশ্বরী
গোসাইর সঙ্গে কনু বাক্যী
তোকে ও মুই যাছু ছাড়ি
কথা শুন প্রাণেশ্বরী।

সর্ব্বসবী : স্বামী আমি একলা থাকিতে পারব না। আপনাকে আমি যাইতে দিবনা[১৪]

প্রেমচাঁদ : সর্ব্বশরী তাহলে আমি গোসাইকে বলে আসি।

দৃশ্যান্তর

প্রেমচাঁদ : গান (গোসাঁইর কাছে)

কলিযুগের কষ্ট ভারী
গোসাই না হয় ঝড়-বৃষ্টি
ইহ বৎসর ফসল মারা যাইতে পারবনি
ওনা এসালেতে কনু বিভা নয়া নদারী
গোসাই যাইতে পারবনি
হায়রে মরি মোর হায়রে মরি সর্ব্বশ্বরী
এ সালেতে কনু বিভা নয়া নদারি
গোসাই যাইতে পারবনি

(এরপর গোসাইর তিরস্কার। প্রেমচাঁদ ফিরে আসে)

১৪. প্রেমচাঁদের স্ত্রী সর্বেশ্বরী স্বামীকে গুরুর সঙ্গে যেতে দিতে ইচ্ছুক নয়, অথচ স্ত্রীর অনুমতি ভিন্ন প্রেমচাঁদের পক্ষেও বাড়ী ছেড়ে যাওয়া মুশকিল। সমাজে নারী-প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। তদুপরি নারীর গুরু গোসাই-এর প্রতি আস্থাহীনতা লক্ষণীয়।

সৰ্ব্বসরী : গান

মুই যে কহুচু কথা
শুন প্রাণস্বামী
এখলা ঘরে ও হে স্বামী
রহিবায় পারবনি
ওনা আপনি যাবেন গোসাইর সঙ্গে
আমি রব স্বামী একেলা
স্বামী যাইতে দিবনা

প্রেমচাঁদ : সৰ্ব্বশ্বরী তবে আমার একটা কথা শুন

সৰ্ব্বশ্বরী : আপনার কি কথা আছে বলেন

প্রেমচাঁদ : গান

তুই রে আমার প্রাণপাখী[১৫]
ও তুই কাঁদিস না রে আর
গুরুর বাক্য পালিতে হবে সঙ্গেরে তাহার
ওনা গুরুর বাক্যী মহাবাক্যী
যে জনে করিবে লঙ্ঘন
আখির কালেতে[১৬] হবে নরকে গমন
হায়রে মরি হায়রে মরি দারুণ বিধি
কথা শুন সৰ্ব্বশ্বরী

প্রেমচাঁদ : সৰ্ব্বশ্বরী আমি মাত্র দুই দিনের জন্য যাচ্ছি। গুরুদেব যখন ছাড়ে না তখন নিশ্চই যাইতে হইবে। গুরুর কথা লঙ্ঘন করিতে হয় না।

প্রেমচাঁদ : গান

গোসাই ছাড়িনু মায়্যাজাল[১৭]
সকলি ভরসা গোসাই চরণে তোমার

১৫. প্রাণপাখী—স্ত্রীকে সোহাগের সম্বোধন, ১৬. আখিরকালে—অন্তিমকালে,
১৭. মায়্যাজাল—স্ত্রীর রূপ, যৌবন আর ভালবাসার মোহের জাল।

ওনা বিষ্ণুপ্রিয়া ছেড়ে নিমাই হইল সন্ন্যাসী
শুন বষ্টম বাবাজী
হায়রে মরি মোর হায়রে মরি দারুন বিধি
শুন বষ্টম বাবাজী

কথায়

গোসাই সকলি ভরসা তোমার। বাড়ী ঘর সব ছেড়ে যাচ্ছি।

গোসাই : ও বাবা প্রেমচাঁদ। নিমাই গিয়েছিল কালের জন্য তুমি কি যাচ্ছ কালের জন্য। ও বাবা তুমি মনে করেছ যে আমি বাড়ীতে থাকলে অমুক কাজটা করব। এই কাজটা হইলে আর একটি ধরব তা হয় না বাবা। সব ভগবানের ইচ্ছা। কামনার বাসনার শেষ নাই। শাস্ত্রে বলে—জ্বলন্ত আগুনে ঘি ফেলে দিলে যেমন আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে। সেরূপ কামনা বাসনারও শেষ হয় না।[১৮] অতএব প্রেমচাঁদ এখন চলো যাই। আর বিলম্ব করো না।

* *

(প্রেমচাঁদ গোসাইর পোটলা কাধে লইয়া চলিতে লাগিল)

প্রেমচাঁদ : গোসাই কোন ভক্তের বাড়ীতে যাবেন ?

গোসাই : নোহাতারা[১৯] ঘুটু প্রধানের বাড়ি যাব। কিন্তু বাবা আমি অনেকদিন আগে তার বাড়িতে গিয়েছিলাম। রাস্তা তো আমার স্মরণ নাই। তবে ঐ অদূরে একটি লোক দেখা যায় তাকে জিজ্ঞাসা করে এসো, যে কোন রাস্তায় ঘুটু প্রধানের বাড়ি যাওয়া যাইবে।

১৮. ন জাতু কামঃ কামানাম উপভোগেন শাম্যাতি
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়এবাভি বর্ধতে —মনুসংহিতা ** দৃশ্যান্তর

১৯. নোহাতারা—সম্ভবতঃ এটি লোহাতারা বা লাহুতারা নামে একটি গ্রাম। পশ্চিমদিনাজপুরের করণদীঘি থানায় লাহুতারা নামে একটি গ্রাম আছে।

রাখাল : হ-- - হ - হ - —ঐ——হ।

প্রেমচাঁদ : ও ভাই রাখাল, একটি কথা শুন আচ্ছা ভাই বলো তো ঘটু প্রধানের বাড়ীতে কোন রাস্তায় যাবো ?

গোসাই : ও বাবা প্রেমচাঁদ তুমি যে কি করে জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা এবার আমি নিজে জিজ্ঞাসা করি। ও ভাই রাখাল আমার একটা কথা শুন, আমাকে একটা রাস্তা দেখাইয়া দাও।

রাখাল : তবে আমাকে একটা নাম শুনাও

গোসাই : ভজ ভজ হরি মন দৃঢ় করি
বিপদেরে কিছু দেহ আহা মরিরে
বিপদেরে কিছু দেহ,
মানুষের কার্য্য ছেড়ে করেছ ভূতের কার্য।
(গোসাইকে প্রধানের বাড়ি দেখাইয়া দিল)

প্রেমচাঁদ : গোসাই এ বাড়িটি বোধহয় ঘটু প্রধানের হবে

গোসাই : বোধহয়। তবে ঘটু প্রধানকে ডাক দাও

প্রেমচাঁদ : আচ্ছা গোসাই তবে আমার সংবন্ধ কি হবে ?

গোসাই : ঘটু প্রধানও আমার শিষ্য এবং তুমিও আমার শিষ্য অতএব তোমার ভাই সম্বন্ধ। বা দা গোসাই বলতে পারো।

প্রেমচাঁদ : দা গোসাই, ও দা গোসাই ঘটু প্রধান ?

গোসাই : নাম ধরে কেন ডাকতেছ। নাম ধরে ডাকতে নাই। কারণ ঘটু প্রধান এখানকার বড়লোক এবং সামানী[২০] ও জ্ঞানী। অতএব নাম ধরে ডাকিও না। দা গোসাই বলে ডাকো।

ঘটু : প্রাণেশ্বরী[২১] দেখতো বাহিরে কে ডাকিতেছে।

প্রাণেশ্বরী : দেখিলাম, কোথাকার যে লোক আমি চিনিতে পারি নাই।

২০. সামানী—সম্মানী, ২১. লক্ষণীয় এখানেও স্ত্রীকে 'প্রাণেশ্বরী' বলে সম্বোধন।

(ঘ্টু গমন)

ঘ্টু : কে দা গোসাই, এস এস বাড়িতে এস বস।

গোসাই : ঘ্টু তোমার বাড়ীর কুশল মঙ্গল কেমন।

ঘ্টু : গোসাই আছি এক রকম আপনি যে ভাবে 'রাখছেন। আচ্ছা গোসাই আপনার বাড়ীর কুশল মঙ্গল কেমন।

গোসাই : ঘ্টু আমার বাড়ির কুশল মঙ্গল বড়ই খারাপ। তোমার গ্রুমা[২২] মারা গেছে।

ঘ্টু : আমাকে একটুও খবর দিলেন না।

গোসাই : আমি কাহাকেও খবর দিতে পারি নি। ঘ্টু তবে আমার একটা কথা শুন।

গোসাই : গান

বড়ই নিদানে[২৩] আসিনু ঘ্টু
ঘ্টু আসিনু তোর বাড়ী
কহিতে সে সব কথা মুখে আসেনি
ওনা কি বলিব দুঃখের কথা
তোর গুরু মা গেছে মারা
শুন ঘ্টুরে বাবা
এক মাস রব ঘ্টু
দুই মাস রব
ভিক্ষা শিক্ষা করি ঘ্টু মহিচক দিব

ঘ্টু : গান

মুইযে কহচু কথা শুন প্রাণেশ্বরী
একঘটি জল একখানা থালা আন যোগাড় করি
দিব গোসাইর চরণ সেবা
খাব গোসাইর পদধুলি

২২. গুরুমা—গুরুর স্ত্রী, ২৩. নিদানে—বিপদে।

কথা শুন প্রাণেশ্বরী

হায়রে মরি হায়রে······শুন প্রাণেশ্বরী

সেই ধুলি খাইলে হবে

তোর দেহার শুচি

কথা শুন প্রাণেশ্বরী

প্রাণেশ্বরী : স্বামী আপনি যাই বলেন না কেন কিছুতেই চরণ ধুলি খাইব না।

ঘুটু : ওনা অধনামিত[২৪] চরণামৃত আর গোসাইর পদধুলি তিনদ্রব্য না জানি, খাইলে খাইব খবর ঘুলি।[২৫]

প্রাণেশ্বরী : গান

মুইয়ে কহুচু কথা বেটি

শুন নয়ানসরি

জল সেবার যোগাড় বেটি

ঘরে আছে কি

গুরুর প্রসাদ খাব

পরকালের জায়গা পাব

হরি নামটি ওগো বেটি মুখে বলিব

নয়নসরি : আচ্ছা তবে বলিতেছি শুন

গান

মুই যে কহুচু কথা

মাগো শুন মোরে বাণী

জল সেবার কথার মাগো দেছু বলি

একখানা দহি আছে

নোনিয়া ধানের[২৬] চিড়া আছে

আর আছে দুধের সর বানঝা[২৭]

২৪. অধনামিত—অধরামৃত, গোসাইর নিষ্ঠীবান, ২৫. ঘুলি—গোবর গোলা
২৬. নোনিয়া ধান—এক প্রকার খুব সরু ধান।

হায়রে মরি মোর
ঐলা দিয়া ওগে মা করা তুই জল সেবা
মাগো দেছ্ন বলিয়া[২৮]

প্রেমচাঁদ : দা গোসাই জল খাবার ব্যবস্থা তো বোধহয় দেরী হবে, তবে আমাকে কিছ্ন খাইতে দাও।

ঘ্নট্ন : তোমার দিদি গোসাইকে বল।

প্রেমচাঁদ : দিদি গোসাই জল খাবার জন্য কিছ্ন দাও।

প্রাণেশ্বরী : জল খাবার যদি ইচ্ছা থাকে তবে আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দাও।[২৯] শিশ্নকালে কৃষ্ণবর্ণ কোন মহাবীর. বাবণের প্নত্র নয়, ধরে পঞ্চশির। বৃদ্ধ কালেতে নারীর মন করে অস্থির।

প্রেমচাঁদ : কাপরাঙ্গা[৩০]

(ইহার পর গোসাইর ঘ্নট্নর বাড়িতে ভোজন)

প্রাণেশ্বরী : প্রাণনাথ, গোসাই বলে খাওয়ার সময় ভজন ধ্বনি[৩১] দেয় কিন্তু কই ভজন ধ্বনি দিচ্ছে না।[৩২] আপনি যান ভজন ধ্বনি দিতে বলেন।

ঘ্নট্ন : দা গোসাই। কই তো ভজন ধ্বনি দিলেন না।

প্রেমচাঁদ : আচ্ছা বেশ তবে ধব (ভজন ধ্বনি)
হরি বল ম্নখে ইহ জনম ওরে বাপ্ন যাইবে স্নখে। হরি বল মন ভাই যদি বা জনম পাই, হবে জনম পরিচয় জানাই।

২৭. সরবান্ঝা—তুলে রাখা দ্নধের সর, ২৮. অতিথি আপ্যায়নের শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা, ২৯. এখানেও লক্ষণীয় গ্নর্ন গোসাঁই ও তার ভক্তের প্রতি নারীর খ্নব বেশী আস্থা নেই। তাই প্রথমে গ্নর্নর শিষ্যকে খাবার জন্য পরীক্ষা দিতে হয়, ৩০. কাপরাঙ্গা—কামরাঙ্গা, ৩১. ভজন ধ্বনি—ভোজনের প্নর্বে নামগান, ৩২. ঘ্নটু প্রধানে স্ত্রীর সন্দেহ প্রকাশ।

(কিছু পরে)

প্রেমচাঁদ : দা গোসাই জল খাওয়াতো[৩৩] সুবিধা হল না, তবে তাড়াতাড়ি মোটা ভজনের[৩৪] ব্যবস্থা কর।

ঘুটু : আচ্ছা দা গোসাই তরকারী কি খাবেন, দিদি গোসাইর কাছে গিয়ে বলেন।

প্রেমচাঁদ : দিদি গোসাই তরকারী কি কি দিবেন দেন।

প্রাণেশ্বরী : আচ্ছা তরকারী দিচ্ছি। ঠাকুরী কলাইর ডাল,[৩৫] চন্দন চেউরি[৩৬] আর মুকুন্দ বড়ি।

প্রেমচাঁদ : হ্যাঁ দিদি গোসাই, এ তরকারী উত্তম তরকারী।

গোসাই : না বাবা এ তবকারী আমার চলবে না। তুমি বোধহয় বুঝিতে পার নাই। চন্দন চেউরি শুকতা আর মুকুন্দবড়ি সিদল। [৩৭]

প্রেমচাঁদ : না গোসাই আমারও চলবে না।

৩৩. জল খাওয়া -জল খাবার। জলপান বলেও প্রচলিত ৩৪. ভোজন, ৩৫. ঠাকুরী কলাইর ডাল—মাসকলাইর ডাল, ৩৬. চন্দন চেউরি—চান্দা চচ্চরি মাছ, ৩৭. সিদল—মাছ দিয়ে তৈয়ারি বিশেষ খাদ্য। এর প্রস্তুত প্রণালী হল, নানারকম ছোট মাছকে প্রথমে গরম জলে সেদ্ধ করে নিতে হয়। তারপর রোদে শুকিয়ে কাঠের ছামগাইনে বা উদুখলে ফেলে গুঁড়ো করে, পরে আবার রসুন মানকচুর ডাঁটা সহযোগে ঐ ছামগাইন বা উদুখলে একত্র মিশিয়ে গুঁড়িয়ে নিয়ে দুই হাতে তালুর সাহায্যে ছোট ছোট গোলাকার করে রোদে ভালভাবে শুকিয়ে তোলার পর মাটির পাত্রে রেখে দেওয়া হয়। এরই নাম সিদল। ভাত খাবার সময় ওই সিদল গরম জলে সেদ্ধ করে শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো ও নুন মাখিয়ে খেতে দেশী পোলি ও রাজবংশীদের খুবই সুস্বাদ লাগে। এই তথ্যটি আমাকে দিয়েছেন হেমতাবাদ থানার অন্তর্গত (পশ্চিমদিনাজপুর) রসোনপুর গ্রাম-নিবাসী শ্রীমানবেন্দ্র সরকার। ইনি নিজে দেশী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। এ বিষয়ে আরো দ্রঃ **Martin-Eastern India P. 943. VOL-III (Preparation of Some special foods of the Rajbansis of North Bengal)** এবং **Rajbansis of North Bengal by Dr. Charuchandra Sanyal P. 45.**

প্রাণেশ্বরী : মুগ কলাই ডাল, ভুষের[৩৮] সিং ও দশশির নহেত রাবণ ব্যঞ্জন করিলে হয় উত্তম।

(এক্ষেত্রেও প্রেমচাঁদ জবাব দিতে পারবে না। গোসাই জবাব দেবেন—ঝিঙ্গা*)

প্রাণেশ্বরী : বেটি নয়নসরি যা গোসাইকে রান্নার জল দিয়ে আয়। এইখানেই সব জানা যাবে। যদি ভাল গোসাই হয় তবে তোর হাতে জল লইবে না। আর যদি খারাপ গোসাই হয় তবে নিবে। তুই যা জল নিয়ে আয়।

নয়ন : গোসাই জল লও পাকে[৩৯] চল।

গোসাই : আচ্ছা মা তোমার নাম কি ?

নয়ন : আমার নাম ভালই নি।

গোসাই : ও মাই ভাল নাম হইলেই যে ভাল, খারাপ নাম হইলেই যে খারাপ তা নয়। কারণ কর্দমাক্ত পুকুরের অপেয় যে জল, তার মাঝে ফুটে সুরভি কমল।[৪০] আচ্ছা তোমার নাম বল।

নয়ন : আচ্ছা—বলিতেছি আমার নাম নয়নসরি।

গোসাই : আচ্ছা তুমি সধবা না বিধবা না অধবা।

নয়ন : সধবা, বিধবা, অধবা কাকে বলে জানান।

গোসাই : সধবা মানে যার স্বামী আছে, গায়ে রঙীন শাড়ী আছে, হাতে শাঁখা, কপালে সিন্দুরের ফোটা থাকে। বিধবা মানে যার স্বামী নাই, কপালে সিন্দুরের ফোটা নাই, গায়ে রঙীন শাড়ী নাই।

নয়ন : অধবা কি ?

গোসাই : যার স্বামী আছে কিন্তু অন্য লোককে নিয়ে বিদেশে পলাইয়া যায় তাকে অধবা বলে।

৩৮· ভুষের—ভৈষ > মোষ, * এটি ধাঁধার জবাব, ৩৯· পাকে—রান্না করতে, ৪০· এই উপমাটি দিয়ে গোসাই নয়নকে গুরুত্ব দিলেন, শুধু তাই নয় দেশী ও পলি সমাজে নারীর যে মূল্য আছে তার প্রকাশ।

নয়ন : একটা কথা শুন

গান

আরে ও সেদিন হইতে নাইরে নাথ[৪১]
বিধাতা লেখেছে মোর কপালে কি
বয়সে মা বাবার বাড়ী[৪২]
আরে ও সেদিন হইতে নাইরে নাথ
আন কুড়াল কপাল চিঁড়ি[৪৩]
বিধাতা......নাইরে নাথ
তালপাতা মঞ্জুরী হাতে[৪৪]
তোকে নাকি বৈরাগী
আরে ও সেদিন হইতে নাইরে নাথ
গোসাই একটা কথা শুন।

গোসাই : তবে বল।

নয়ন : গান

তরায় যে কহচেন কথা শুন বষ্টম গোসাই
তোমার মুখের কথা গোসাই শুনিবায় মনায় নাই
ওনা নেহ জল কর সেবা পিছে হবে গোসাই কথাবার্তা
গোসাই মরম জানিনা হায়রে বিধি মোর
হায়রে মরি হায় দারুণ বিধি কথা শুন বষ্টম বাবাজী
নেহ জল, কর সেবা পিছে গোসাই কথাবার্তা
গোসাই মরম জানিনা।

গোসাই : নয়নসরি, তুমি আমাকে জল নিতে বলিতেছ। আবার বলিতেছ মর্ম জানিনা। তবে আমি বলিতেছি।

৪১. নয়নসরী যে বিধবা তা সুন্দরভাবে ব্যক্ত, ৪২. যুবতী নারীর মা বাবার সঙ্গে থাকা বেদনাবহ, ৪৩. যে নারীর স্বামী নেই সে যে কত বড় দুর্ভাগিনী তা সুন্দরভাবে ব্যঞ্জিত হয়েছে, ৪৪. বৈরাগীর চিহ্ন।

গোসাই : গান

মুইয়ে যে কহুচু কথা শুন নয়নসরি
শিক্ষা দীক্ষা গুরুর[৪৫] মন্ত্র হইয়াছে কিনি
ওনা শিক্ষা দীক্ষা না হইলে
তোমার হাতের জল চলিবে না
কথা শুন নয়নসরি
হায়রে মরি দারুণ বিধি
কথা শুন নয়নসরি

নয়ন : কি গোসাই মন্ত্র হইলেই জল খাওয়া যায়, আর মন্ত্র না হইলেই খাওয়া যায় না তবে কি আপনি মন্ত্র দিয়ে জল খান।

গোসাই : মানুষ কুলে জন্ম হইলে গুরুর মন্ত্র নিলে কি হয়, না নিলে কি হয় তবে বলিতেছি।[৪৬]

গান

বুকখানি আপন মাইগে
পৃষ্ঠখানি পর
তুলসীর গোড়ায় জল ঢালিয়ে দেহ সফল কর
ওনা গুরুর মন্ত্র হইলে মাইগে
দেহ হবে তোর ফুল বাগান[৪৭]
তোর দেহটা ওগে শ্মশানের সমান
হায়রে মরি দারুণ বিধি কথা শুন নয়নসরি
গুরুর মন্ত্র না হইলে মাইগে
দেহটাতো শ্মশানের সমান

৪৫. শিক্ষা, দীক্ষা গুরু—চৈতন্যচরিতামৃত-এ উল্লেখিত—গুরুর দুই রূপ। শিক্ষাগুরু শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ। শিক্ষাগুরু দুরকম ঃ অন্তর্যামি। পরমাত্মা ও ভক্তশ্রেষ্ঠ। অন্তর্যামিরূপে শ্রীকৃষ্ণ শিক্ষাগুরুর কাজ করেন। গুরুদেব চৈতন্যের বা কৃষ্ণের প্রিয়তম ভক্ত, ৪৬. বৈষ্ণব গুরুবাদের প্রচার, ৪৭. ফুল বাগান—চিত্তশুদ্ধির ব্যঞ্জনা।

নয়ন : গোসাই একটা কথা শুন। যদি আমার উত্তর দিতে পারো তবে আমি মন্ত্র নিব।[৪৮]

গান

তোমরা যে কহচেন কথা
শুন বষ্টম গোসাই
তিনটি কথার উত্তর বল নিব হরিনাম
ওনা জলের জরা পথের অরা[৪৯] অটল বৃক্ষের পাত
তিন কথার উত্তর দিলে নিব হরিনাম[৫০]

গোসাই : অটল বৃক্ষের পাত জিহ্বা
পথের অরা পা দুইখান
জলের জরা জিহ্বার পরশ

নয়ন : গোসাই আর একটি কথা শুন।

গান

গোসাই বলি তোমারে
ওরে পঞ্চবায়ুর কথা
গোসাই বল আমারে
ওনা পঞ্চবায়ুর পঞ্চ নাম
বল গোসাই প্রকাশ করে
শুন বষ্টম বাবাজী
হায়রে মরি মোর
শুন বষ্টম বাবাজী
শুন বষ্টম বাবাজী
গোসাই পঞ্চ বায়ুর নাম কি কি বলেন

গোসাই : আমি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিব না।

৪৮. গুরু পরীক্ষা। নয়ন গুরুকে বুঝে নিতে চাইছে। এর একটি অন্য তাৎপর্যও আছে। নারীপ্রধান সমাজ পুরুষ প্রাধান্যের কাছে আত্মসমর্পণ করার আগে একবার যেন যুঝে নিতে চাইছে। এই সমাজে নারীও যে পুরুষের তুলনায় কত শ্রেষ্ঠ তার প্রমাণ নয়নের প্রশ্নগুলি, ৪৯. অরা—অবলম্বন, ৫০ এটি একটি ধাঁধা। দেশী, পলি ও রাজবংশীদের ভাষায় শিলুক।

নয়ন : গোসাই যদি না পারেন তবে জল লও পাকে চল।

গোসাই : ও বাবা প্রেমচাঁদ ও জল তুমি রেখে দাও। তার হাতে জল আমার চলিবে না। আমি যদি তার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি। ও মাই নয়নসরি তবে বলিতেছি।

গান

মুইয়ে যে কহচুঁ কথা তুই শুন নয়নসরি
পঞ্চবায়ুর নাম মাই বলি তোমারি
ওনা দেহতে আছে বায়ু প্রকাশিতে নারি
কথা শুন নয়নসরি
(কথায় পঞ্চবায়ু তত্ত্ব[৫১] গোসাই বলবেন)

গোজাই : নয়নসরি এবার আমার একটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

গান

মুই যে কহচুঁ কথা শুন নয়ানসরি
শাস্ত্র হেন কথা মাইগে বলি তোমারি
কোনখানেতে আছে সূর্য
কোনখানেতে শশী
কথা শুন নয়ানসরি
হায়রে কোনখানেতে আছে বায়ু
কোনখানে মন
সে কথা শুন নয়ানসরি
সূর্য মস্তকে, শশী নাভির ঊর্ধ্বভাগে[৫২]
বায়ু নাভির নিম্নে, মন বক্ষস্থলে

৫১. প্রাণ, আপান, সমান, উদান ও ব্যান্। "যোগ সাধনার দ্বারা শরীরের অভ্যন্তরস্থ প্রাণ আপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চবায়ুর কার্য সমীকরণ ও ইচ্ছানুরূপ বশীভূত বা রুদ্ধ করিতে পারিলে কালকে জয় করিবার পথ সুগম হয়"। বাংলার বাউল ও বাউল গান ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রথম খণ্ড পৃঃ ২৩৫। ৫২. সূর্য মস্তকে, শশী নাভির উর্দ্ধ ভাগে– হিন্দুতন্ত্রের 'পিঙ্গলা' নাড়ী বৌদ্ধতন্ত্রের সূর্য বা উপায়। হিন্দুতন্ত্রের 'ইড়া' বৌদ্ধতন্ত্রের 'চন্দ্র' বা প্রজ্ঞা। এই নাড়ী "কণ্ঠদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া নাভি প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছে।" পিঙ্গলা নাড়ী নাভি প্রদেশ থেকে আরম্ভ হয়ে দক্ষিণ দিক দিয়ে কণ্ঠে প্রবেশ

নয়ানসরি ঃ গোসাই আমার একটা কথা শুন

গান

শাস্ত্র হেন কথা গোসাই, গোসাই বল না মোরে
শাস্ত্র হেন কথা গোসাই বলি তোমারে
আঠ কুঠুরি[৫৩] নয় দরজা[৫৪] কোন দরজায় আছে
তরা শুন বষ্টম বাউদিয়া
হায়রে মরি মোর……বষ্টম বাবাজী

করেছে। (তত্ত্ব সংগ্রহ সূত্র ঃ বাংলার বাউল ও বাউল গান পৃঃ ৪৫১) সুতরাং সূর্য মস্তকে বলা তত্ত্বগত দিক থেকে ভুল। তবে লোকচিন্তা তত্ত্বের জটিল কঠিন পথ ধরে যায় না। সহজ সরল অভিজ্ঞতাই সে গ্রহণ করতে চায়, সেদিক থেকে সূর্যের স্থান মস্তকে। হিন্দু-বৌদ্ধতন্ত্রে যে ৪টি 'চক্র'-এর কথা বলা হয়েছে, সেখানে একটা 'চক্র' মস্তকের শীর্ষে অবস্থিত। হিন্দু ও বৌদ্ধতন্ত্রের 'চক্র'-'নাড়ী' তত্ত্ব হয়তো এক্ষেত্রে মিলে মিশে গেছে।
৫৩. আঠ কুঠুরি-নয় দরজা-সুফী সাধকরা যাকে বলেছেন 'মকাম' লালন, প্রভৃতি সাধকদের কাছে তা কুঠুরি, কোঠারি। লালনের প্রখ্যাত গানে যা রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং উল্লেখ করেছেন 'আঠ-কুঠুরি-নয় দরজা' কথাগুলোর হুবহু মিল পাই এখানে। গানটির প্রথম দুটি চরণ (খাঁচার ভেতর অচিন পাখী কেমনে আসে যায়। ধরতে পারলে মন-বেড়ী দিতাম তাহার পায়।) তারপরেই আঠ-কুঠুরি নয় দরজা আঁটা বলা হয়েছে। ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য রাচত 'বাংলার বাউল ও বাউল গান' গ্রন্থে উল্লিখিত ৮৭ সংখ্যক গান। পৃঃ ৭৩। ঐ গ্রন্থে ১৬৫ পৃষ্ঠায় ২০০ সংখ্যক গানে দেখি 'আট-কুটুরি, ষোল দরজা মধ্যে হীরার দ্বার' কবি পরিচয় অজ্ঞাত। ২৫০ পৃষ্ঠায় ৩১৫ সংখ্যক গানে 'আট কোঠারা, নয় দরজা সদা হাওয়া খেলে' (পদকর্তা আফসার ফকির) ২৮৯ পৃষ্ঠায় ৩৪৫ সংখ্যক গান 'আট কুঠুরি বন্ধ করে উজান তোল তারে' (পদকর্তা নারাণ)। ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেন 'সুফী সাধনার সাধক কতগুলো স্তর বা 'মকাম' এবং অবস্থা বা 'হাল' অতিক্রম করেন। এই 'মকাম' সাধকের সাধনা-লব্ধ বিভিন্ন মানসিক ও নৈতিক স্তর বিশেষ।
'মুসলমান বাউলদের গানে আঠারো মোকাম কথাটির উল্লেখ পাওয়া যায়।… …সপ্ত স্বর্গ, সপ্ত পাতাল এবং নাছুত, মালকুত, জবরুত ও লাহুত—এই চারি মোকামকে ধরিয়া বোধহয় মুসলমান-বাউলরা আঠারো মোকাম বলিয়াছে।' (ঐ পৃঃ ৪৭৬) ডঃ ভট্টাচার্য বাউল সাধনা ও গানের এত পারিভাষিক তত্ত্ব রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছেন কিন্তু 'আট কুঠুরির' সম্বন্ধে তিনি নীরব অথবা এড়িয়ে গেছেন।. ৫৪. নয় দরজা—চক্ষুদ্বার-২, কর্ণদ্বার-২, নাসিকা দ্বার-২, মুখদ্বার-১, মলদ্বার-১ ও লিঙ্গদ্বার-১=৯ দ্বার।

কোনখানেতে ছয় রিপু, কোনখানেতে দশ ইন্দ্রিয়

শুন[৫৫] বষ্টম গোসাই

গোসাই : প্রেমচাঁদ এই মেয়ে কেমন গো। এই চণ্ডালিনী মেয়ে। এর আচার ব্যবহার সব চণ্ডালের মত।

নয়ানসরি : গান

চণ্ডাল চণ্ডাল বল না গোসাই
গোসাই চণ্ডাল কারে কয়
চণ্ডালিনী হরির ভক্ত
জানিবে নিশ্চয়
ওনা চণ্ডাল চণ্ডাল বললে গোসাই
ঘরে রহিতে দিব না
শুন বষ্টম বাউদিয়া হায়রে মরি মোর হায়
শুন বষ্টম বাউদিয়া

গোসাই : চণ্ডালিনী[৫৬] হরির ভক্ত ঠিকই কিন্তু সেই চণ্ডালিনীর মূল্য ছিল তোমার মূল্য নাই। শাস্ত্রে বলে যদি কৃষ্ণ ভজে মুচি হয়ে শুচি হয়, যদি কৃষ্ণ ত্যাগে শুচি হয়ে মুচি হয়। অতএব তুমি মুচি। তোমার কৃষ্ণ বিষ্ণু কিছুই নাই।

৫৫. লক্ষণীয় : বাউল সাধনার দেহতত্ত্বের নানা ব্যাখ্যা চাইছে নয়ন। তাঁর মনোভাবটি ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে ওঠে, ৫৬. চণ্ডালিনী –হেবজ্রতন্ত্র-এ 'চণ্ডালী' উল্লিখিত। 'নাভির নিম্নে অগ্নির স্থান। এই অগ্নিকে নারী স্বরূপিনী কল্পনা করিয়া উহাকে চণ্ডালী নামে অভিহিত করা হইয়াছে। চণ্ডালী অবধূতীর প্রথম রূপ। সম্যক পরিশুদ্ধিহীন অবস্থাই চন্ডালী'। (বাংলার বাউল ও বাউল গান (১ম খণ্ড) ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য পৃঃ ৪৭৪) বাউল সাধনায় 'চণ্ডালী' এইভাবে এসেছে। এই তত্ত্বটি লোক-সাধকের হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। লক্ষণীয় এই গূঢ় তত্ত্ব এই দেশী ও পলিয়া সমাজের বোষ্টম বাউদিয়াদের উপর কিভাবে ভর করছে।

নয়ানসরি ঃ গান

মুইয়ে যে কহুচু কথা শুন বষ্টম গোসাই

তোমার মুখের কথালা মোক শুনিবায় মন নাই

হাড়ি ভাংলে খলা[৫৭] শুদ্ধ, জমিন শুদ্ধ চাষে

শুন বষ্টম বাবাজী নারী শুদ্ধ চান্দে মাসে[৫৮]

পুরুষ শুদ্ধ কোন দিবসে শুন বষ্টম গোসাই

কথায়

গোসাই পুরুষ শুদ্ধ কোন দিবসে হয় আমাকে বলেন

গোসাই ঃ এই প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারব না।

নয়ানসরি ঃ তাই হইলে জল নাও পাকে চল।

গোসাই ঃ যে দিবসে গুরু কর্ণে মন্ত্র দেয় সেই দিবসে পুরুষ শুদ্ধ। আচ্ছা তবে আমার একটি কথা শুন।

গান

চারি জাতি নারী আছে

মাইগে দেখ না শাস্তরে[৫৯]

কোন বা জাতি নারী মাই গে

লজ্জা নাই মুখে

ওনা হস্তিনী শংখিনী বুঝি

তুইয়ে হবা পাইস

কথা শুন নয়ানসরি মাই

নয়ানসরি ঃ গোসাই আমার একটা কথা শুন।

গান

মুইয়ে যে কহুচু কথা শুন বষ্টম গোসাই

হস্তিনী শংখিনী কথা প্রাণে সহে নাই

ওনা হস্তিনী শংখিনী বললে ঝললা দিব ঝাঁকিয়া

ঐলা কথা গোসাই প্রাণে সহে না

৫৭. খলা—ভাঙ্গা হাঁড়ির টুকরো, ৫৮. নারী শুদ্ধ চান্দেমাসে—নারীর রজোকাল নির্ণয় হয় শুক্লপক্ষের হিসাবে। ৫৯. 'ভারতচন্দ্রকৃত' রসমঞ্জরী।

নয়ানসরি : হস্তিনী শঙ্খিনী কাহাকে বলে গোসাই এর লক্ষণ কি? লক্ষণের কথা বলেন।[৬০]

গোসাই : হস্তিনীর লক্ষণ—যথা অতিদীর্ঘ শরীর যার ক্ষীণ তনুখানি সে কন্যা লক্ষণে হয় হস্তিনী। শঙ্খিনীর লক্ষণ—খরখিয়া পদ যাব বৃহৎ অঙ্গুলী অল্প বয়সে কন্যা বিধবা আড়ি।[৬১] এই জন্য সে আঁড়ি।

নয়ানসরি : আর একটা কথা শুন।
চারি জাতি পুরুষ আছে গোসাই খোনা[৬২] শাস্তরে।।
কোন বা জাতি পুরুষ লজ্জা নাই মুখে।

৬০. রসমঞ্জরীতে এরূপ বর্ণিত :

পদ্মিনী চিত্রিনী চৈব শঙ্খিনী হস্তিনী তথা।
চতস্রো জাতয়ো নার্য্যা রতৌ জ্ঞেয়া বিশেষতঃ ॥

চার শ্রেণীর নারীর লক্ষণ ওই রসমঞ্জরীতে বর্ণিত হয়েছে। তারমধ্যে শঙ্খিনীর লক্ষণ হল :

"দীঘল শ্রবণ দীঘল নয়ন
দীঘল চরণ দীঘল পাণি
মদন আলয় অল্প লোম হয়
মীন গন্ধ কয় শঙ্খিনী জানি ॥

হস্তিনী—

স্থূল কলেবর স্থূল পয়োধর
স্থূল পদকর ঘোর নাদিনী
আহার বিস্তর নিদ্রা ঘোরতর
রমণে প্রথম পরগামিনী
ধর্ম্মে নাহি ডর, দম্ভ নিরন্তর
কর্ম্মেতে তৎপর মিথ্যাবাদিনী
মদন আলয় বহু লোম হয়
মদগন্ধ কয়, সেই হস্তিনী,

(সংগ্রহ সূত্র : বিশ্বকোষ। দশমভাগ। নগেন্দ্রনাথ বসু)

৬১. আড়ি—বিধবা। এখানে শব্দদ্বৈতও ঘটেছে, ৬২. খোনা—খনা। প্রাচীন ভারতের বিদুষী নারী। কিন্তু তাঁর স্থানকাল সম্বন্ধে বিতর্ক আজও রয়েছে। তবে 'খনা' বাংলার সর্বত্র অতি পরিচিত। সামাজিক বিধি-বিধান, কৃষিকর্ম্ম, প্রভৃতির নির্দেশ তাঁরই নামে চলে। এখানে লক্ষণীয়—পুরুষের জাতি নির্ণয়ও খনার নামেই চলছে। রতিমঞ্জরীতে শশ, মৃগ, বৃষ ও অশ্ব

ওনা অশ্ব, বৃষ, শশক জাতি তুইয়ে বুঝি হবা পাইস
শুন বষ্টম গোসাই।

গোসাই : প্রেমচাঁদ—এই মায়া কেমন গো, আমি বহু জায়গা বহু রকম মায়্যা দেখিলাম কিন্তু এই নয়ানসরির মত মায়া দেখি নাই।

নয়ানসরি : গোসাই মায়া নিন্দা করবেন না গোসাই মায়ায় সব গোসাই আর একটি কথা শুন।

গান

মায়া[৬৩] নিন্দা করো না গোসাই
মায়া কারে কয়
মায়া হইতে ওরে বষ্টম
দেখিনু দুনিয়াই
ওনা মায়ায় গুরু মায়ায় মাতা
মায়ায় হইল
তোর জন্ম দাতা
শুন বষ্টম বাউদিয়া

গোসাই : প্রেমচাঁদ এই মায়া কেমন গো এর জন্ম কোন বারে এবং কোথায়। এর জন্ম বোধ হয় শুক্রবারে কারণ শুক্রবারে জন্মিলে কন্যা বড়ই কলংকিনী স্বামীকে ছাড়িয়া খায় অন্ন আর পানি।

নয়ানসরি : আচ্ছা গোসাই, শনিবারে জন্মিলে কি হয় আমাকে বলেন।

এই চারশ্রেণীর পুরুষের কথা বলা হয়েছে। ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরীতে তার উল্লেখ আছে। রতিমঞ্জরী অনুসারে শশজাতির পুরুষের বাক্য অতি সুকোমল, সুশীল, কোমলাঙ্গ, উত্তম কেশযুক্ত, সকল গুণাকর ও সত্যবাদী। মৃগ পুরুষ সর্বদা মধুর বাক্য বলেন, দীর্ঘ নেত্র, অত্যন্ত ভীরু, চপল মতি, সুদেহ ও শীঘ্রগামী। বৃষ পুরুষ—বহুগুণ, অনেক বন্ধুযুক্ত, শীঘ্রকাম, নতাঙ্গ, সুন্দর দেহ, সত্যবাদী। অশ্ব জাতিয় পুরুষ সম্বন্ধে এরকম বলা হয়েছে—"যাহার উদর এবং কোটিদেশ কৃশ, কন্ঠ ও অধরোষ্ঠ উগ্র, দশন, বদন, নাসা ওশ্রোত্র দীর্ঘ (সংগ্রহ সূত্র ঃ বিশ্বকোষ ১৯শ ভাগ। নগেন্দ্রনাথ বসু)। ৬৩. মায়া—নারী।

গোসাই : আচ্ছা নয়ানসরি বলিতেছি শুন। শনিবারে জন্মিলে কন্যা বড়ই উধারি[৬৪] অল্প বয়সে কন্যা বিধবা আড়ি।

নয়ানসরি : রবিবারে জন্মিলে কি হয় গোসাই

গোসাই : রবিবারে জন্মিলে, কন্যা বড় দারিদর ছেচা,[৬৫] মিছা কথা কয় গালে খায় চড়।

গোসাই : সোমবারে জন্মিলে পুত্র বড়ই হয় ঠেটা পর নারী হুরিয়া[৬৬] আসে ছাগলের পাঠা।[৬৭]

গোসাই : মঙ্গলবারে জন্মিলে পুত্র বড়ই অজ্ঞানী
পড়িতে না পারে বিদ্যা
কথা বার্তা না শুনি ঃ
বুধবারে জন্মিলে পুত্র বড়ই বুদ্ধি ছাড়া,
অল্প বয়সে পুত্র জন্মের নিয়াটা।[৬৮]
বৃহস্পতিবারে জন্মিলে পুত্র বড়ই হয় জ্ঞানী
পড়িয়া শুনিয়া হয় উধাসি।[৬৯]
শুক্রবারে হলে পুত্র বড়ই সুখমতি
যেখানে হয় কৃষ্ণ কথা সেখানে থাকে মতি।
শনিবার জন্মিলে পুত্র বড়ই গুনবান
ধনজন বাড়ে তার জলের সমান।

নয়ানসরি : আচ্ছা গোসাই বুঝিলাম আচ্ছা আপনার জন্ম কোন বারে। আপনার জন্ম বোধ হয় রবিবারে?

গোসাই : আচ্ছা নয়ানসরি রবিবারে জন্মিলে কি হয়?

নয়ানসরি : আচ্ছা গোসাই বলিতেছি শুন।
রবিবারে জন্মিলে পুত্র বড়ই উধরা[৭০]

৬৪. উধারি—হতভাগিনী, ৬৫. দারিদর ছেচা—দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত হয়, ৬৬. হুরিয়া—হরিয়া, হরণ করিয়া, ৬৭. ছাগলের পাঠা—ছাগল আর পাঠা। লক্ষণীয় যে গ্রামে চুরি করার মতো বস্তু প্রধানতঃ ছাগল-পাঠা, ৬৮. নিয়াটা—দুঃখী, ৬৯. উধাসী—উদাসী, ৭০. উধরা—ভাগ্যহীন।

অল্প বয়সে হয় মাউগমরা ঢেনা[৭১]
গোসাই এইজন্য আপনি ঢেনা।

গোসাই : নয়ানসরি তবে আমার একটি কথা শুন।

নয়ানসরি : তবে বলেন।

গোসাই : গান

মুইয়ে যে কহ্‌চু কথা শুন নয়ানসরি
মায়ার স্বভাব ওগে মাই মোক ভালয় লাগেনি
শুন যেরূপ পুকুরের পানা
ঢেউ দিলে যায় চলিয়া
মাইগে সেই রকম মায়া[৭২]

নয়ানসরি : আর একটি কথা বলি গোসাই তোমারে, মায়ের পেটে শিশুর জন্ম হয় কি প্রকারে। ওনা ইহার বিতান্ত কথা বল গোসাই প্রকাশ করি।[৭৩] শুন বষ্টম বাবাজী। শুন বষ্টম বাবাজী গোসাই, মায়ের পেটে শিশুর জন্ম কি প্রকারে হয় আমাকে বলেন। আর যদি না হয় তবে জল লও পাকে চল।

গোসাই : ও নয়ানসরি যদি আমি বলতে না পারি তবে কি আমাকে তোমার হাতে জল নিতে হবে।

নয়ানসরি : হাঁ গোসাই নিশ্চয়ই নিতে হবে। আপনি যখন মন্ত্র দিয়েই জল খান।

গোসাই : নয়ানসরি তবে বলছি

গান

যে রক্তে যে বীর্যে মায়ের উদরে লালরঙ ধরে
কুদরিতে[৭৪] একদিনের বিন্দু হলে নিয়ম মতে

৭১. ঢেনা—বিপত্নীক, ৭২. সাধনসঙ্গে নারীর অস্তিত্ব অস্বীকার করতে চাইছেন। ৭৩. নয়ানশোরী সন্তানসৃষ্টি রহস্যের বিষয় অবতারণা করছে। এইসব আলোচনায় তার আগ্রহে বোঝা যায় সে কতখানি যৌনকাতরা। তাছাড়া, সমাজে নারী-প্রাধান্যের ইঙ্গিত বহন করে। ৭৪. কুদরিতে—আরবী কুদরৎ (খুদ্‌রৎ) মহিমা (ঈশ্বরের) ‘সে বড় আজব কুদরতি।’ ‘কে বোঝে কুদরতি খেলা’। ৪২ সংখ্যক গান। লালন। বাংলার বাউল ও বাউল-গান ২য় খণ্ড পৃঃ ৪২।

দুই দিনের বিন্দু হইলে মিশে খুনেতে
তিন দিনের বিন্দু হইলে ফেনার মত হয়
চারি দিনের বিন্দু লাল পয়দা হয়
পঞ্চ দিনের বিন্দু হয় কাজল যেমন
ছয়দিনে ঘোলা রঙ্গ শুন হে বচন
সপ্ত দিনে হয় বিন্দু দেহের আকার ধরে
হাড় মাংস জরা হয় অষ্টম দিন পরে
নবম দিনের বিন্দু দেহের আকার
দশ দিনে হয় যেন আঁখিরসঞ্চার
এক মাসের গর্ভ কেহ চিনিতে না পারে
দুই মাসের গর্ভ হইলে লোকে জানাজানি করে
ধবল গবল হয় বন্ধ তিন চাইর মাসে
পাঁচ মাসে প্রাণ দান পায় সেই ছেলে
ছয়মাস হইলে উদরেতে ওরে
সাত মাস হইলে ব্যথা পায় সে পেটেতে
অষ্টম মাস হইলে রাঙ্গা বরণ হয় গর্ভবতী
নবম মাসে স্তনের ভার ডিম্বের আকৃতি
দশম মাস পুরা হইলে ছেলে পয়দা হয়
ভূমিতে পড়িয়া শিশু করে হায়রে হায়[৭৫]

(কথায়) নয়ানসরি মায়ের পেটে শিশুর রকম কিরূপ হয় সব বর্ণনা করিয়া বলিলাম।

নয়ানসরি : গোসাই আপনার জন্ম কোথায়। ছেলের জন্ম তো বলিলেন। এখন আপনার জন্মকথা বলেন। গোসাই আপনি নাকি বলে বৈষ্ণব। তবে বৈষ্ণবের জন্ম কোথায় আমাকে বলেন।

গোসাই : নয়ানসরি এই প্রশ্নের উত্তর দিবার আমার ক্ষমতা নাই।

৭৫. ভ্রূণের সৃষ্টি, ভ্রূণ থেকে ধীরে ধীরে গর্ভস্থ সন্তানের জন্ম।

শুধু আমার কেন এই প্রশ্নের উত্তর দিতে কেহই পারিবে না। কারণ বৈষ্ণব শব্দের অর্থ খুব গূঢ়। কোটি জন্মের পর থাকিলে ভাগ্য বিষয় ছেড়ে হয় বৈরাগ্য। কাজেই এই প্রশ্নের উত্তর দিবার আমার কেন আমার বাবারও হইবে না। বৈষ্ণবের জন্ম কথা এই সোজা কথা নয়। আদি কথা।

নয়ানসরি : গোঁসাই তবে জল লও পাকে চল।

গোসাই : ও বাবা প্রেমচাঁদ, ও জল তুমি দেও। ঐজল আমার খাওয়া হবে না। ঐ জল যদি আমি খাই তাহলে আমার বৈষ্ণবত্ব থাকিবে না। দেখি যদি আমি উত্তর দিতে পারি। ও নয়ানসরি আমাকে একটু বিশ্রামের সময় দাও। একটু পরেই উত্তর দিচ্ছি।

নয়ানসরি : গোসাই বুঝা গেছে হা করলে তালু দেখা যায়। আমি বলিতেছি শুনেন।

গান

তোমরায় যে কহচেন কথা শুন বষ্টম গোসাই।
তোমার মুখের কথালা মোক শুনিবার মনায় নাই
মাহরা জুম্পাপড়া[৭৬] সেঠি হইল গোসাই বষ্টমের গড়া
শুন বষ্টম বাউদিয়া
হায়রে মরি মোর হায়রে মরি হায় দারুণ বিধি
শুন বষ্টম বাবাজী
বষ্টমের চলন দেখি নিতান্ত জল্লাদের মত
শুন বষ্টম গোসাই

গোসাই : আমি পঞ্চভূত। আমি ব্রহ্মা আমি বিষ্ণু আমি মহেশ্বর আমি সব আমি ভূত ভবিষ্যত বর্তমান আমি সব।[৭৭]

নয়ানসরি : কি কি গোসাই আপনি সব আমি পঞ্চভূত। কাহাকে বলে গোসাই। পঞ্চভূতের নাম কি কি আমাকে বলবেন।

৭৬. জুম্পাপড়া—পোড়া কাঠ, ৭৭. গীতার প্রভাব। কৃষ্ণ ও গুরু একই।

গান

আর একটি কথা গোসাই
গোসাই বলি তোমার পঞ্চভূতের কথা
গোসাই বল আমারে
ও পঞ্চভূতের পঞ্চনাম বল গোসাই প্রকাশ করে
শুন বষ্টম বাবাজী
হায়রে মরি মোর হায় দরুণ বিধি
শুন বষ্টম বাবাজী
পঞ্চভূতের পঞ্চনাম বল গোসাই প্রকাশ করে
শুন বষ্টম বাবাজী

গোসাই ঃ নয়ানসরি তবে বলিতেছি।
পঞ্চভূতের নাম ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম।

নয়ানসরি ঃ গোসাই আর একটি কথা শুনেন।

গান

নবদ্বীপে হয় গোসাই বষ্টম আশ্রয়
বৈরাগী হয় তিন অক্ষরে বলিলাম নিশ্চয়
ব-ইকারেতে বৈরাগী
উকারেতে উপাসনা কেমনে হয় জীবের মুক্তি
শুন সর্বজনা[৭৮]

গোসাই ঃ নয়ানসরি এবার আমার একটি কথা শুন।

নয়ানসরি ঃ তবে বলেন

গোসাই ঃ গান

শ্রীচৈতন্য মহাগুরু জীবের যতন
শুনে হয় জীবের মুক্তি শুন সর্বজন
বৈকারেতে ব্যাধ হয় গৃহহীন

৭৮. শব্দধ্বনির অনুষঙ্গে এইরকম প্রকাশিত হয়েছে।

আকারে আধা[৭৯] কৃষ্ণ ভজে চিরদিন
হায়রে মরি মোর হায়রে মরি হায়
দারুণ বিধি শুন নয়ানসরি
বৈকারেতে ব্যাধ হয় গৃহহীন
আকারেতে রাধাকৃষ্ণ ভজে চিরদিন

নয়ানসরি : গোসাই কপালে কি যেন দেখা যায়।

গোসাই : প্রেমচাঁদ, নয়ানসরি কপালে কি দেখতে পায় গো।

নয়ানসরি : দেখতে সাদা সাদা কি যেন পাই।

গোসাই : ও এটি আমার দ্বাদশ ফোটা

নয়ানসরি : দ্বাদশ ফোটা কাহাকে বলে? গোসাই দ্বাদশ ফোটার নাম কি আমাকে বলেন।
গোসাই আমার একটি কথা শুন।

গান

আর একটি কথা গোসাই, গোসাই বলি তোমারে
দ্বাদশ ফোটার নাম গোসাই বল আমারে
ওনা দ্বাদশ ফোটার দ্বাদশ নাম
বল গোসাই প্রকাশ করে
শুন বষ্টম বাবাজী
হায়রে মরি মোর হায়রে মরি হায়
দারুন বিধি শুন বষ্টম বাবাজী

গোসাই : দ্বাদশ ফোটার নাম আমি বলতে পারব না নয়ানসরি।

নয়ানসরি : তবে জল লও পাকে চল গোসাই।

গোসাই : নয়ানসরি উত্তর দিতে না পারিলে আমাকে কি জল লইতে হইবে।

নয়ানসরি : হাঁ গোঁসাই নিশ্চয়ই লইতে হবে।

গোসাই : নয়ানসরি তবে বলিতেছি দ্বাদশ ফোটার নাম।[৮০]

৭৯. আধা—রাধা, ৮০. তিলক ধারণের বিভিন্ন নাম।

১। চূড়াতে চূড়ামণি ব্রহ্মাণ্ডতে থিতি

২। কপালেতে মহাবিষ্ণু করেছে বসতি

৩। চক্ষেতে কালাচান করেছেন ধ্যান

৪। নাসিকাতে নিত্যানন্দ মধু করে পান

৫। জিহ্বা মধ্যে সরস্বতী কথাবার্তা কন

৬। বাহুতে শ্রীদাম আছে। ৭। পৃষ্ঠে বলরাম

৮। হৃদয়েতে শ্রীকৃষ্ণ করেছেন ধ্যান

৯। নাভি মধ্যে ব্রহ্মা করেছে বসতি

১০। পদ দুইতে দ্বাদশ ফোটা শুন নয়ানসরি।

নয়ানসরি : মানিলাম গোসাই। গোসাই আর একটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

গান

আর একটি কথা গোসাই, গোসাই বলি তোমারে
নরকের কয়টি দ্বার বল আমারে
ওনা কোন দ্বারের কিবা নাম
বল গোসাই প্রকাশ করে
শুন গোসাই বাবাজী
হায়রে মরি মোর হায়রে মরি হায় দারুণ বিধি
শুন গোসাই বাবাজী।

গোসাই : নয়ানসরি আমি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারব না।

নয়ানসরি : গোসাই তবে জল লও পাকে চল।

গোসাই : ও বাবা প্রেমচাঁদ ও জল তুমি রেখে দাও। ঐ জল আমার চলবে না। (একটু ভেবে)

আমি যদি প্রশ্নের উত্তর না দিই তবে বাধ্য হয়ে আমাকে জল নিতে হবে তাহলে আমাকে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ও মাই নয়ানসরি তবে বলতেছি।

নরকের দ্বার তিনটি। কাম ক্রোধ ও লোভ, তিন আত্মনাশক। সেইজন্য এই তিনটি পরিত্যাগ করিবে।

নয়ানসরি : গোসাই কোপিন কোথায় পাইলেন। কোপিনের কথা বলেন। গোসাই আমার একটি প্রশ্নের উত্তর দাও। যে কোপিন পরিয়াছিল গোসাই শিব গৌর হরি / সেই কোপিন পরিলে গোসাই কার শক্তি ধরি / ওনা ডোর কোপিন তৈয়ারী করি কি ভাবে প্রভু নারায়ণ / শুন বষ্টম গোসাই।

গোসাই : প্রভু নারায়ণ ডোর কপিন তৈয়ারী করে ভাবিতেছিলেন, কি ভাবিতেছিলেন, না আমি যে এই ডোর[৮১] কোপিন তৈয়ারী করিলাম এখন এই ডোর কোপিন কাহাকে দিব। তখন উপযুক্ত ভক্ত না পাইয়া ভগবান তখন একটি গাধার গলে বেধে দিলেন। একদিন ভারতী[৮২] গোসাই সেই গ্যধার গলে ডোর কোপিন দেখিতে পেয়ে ডোর কোপিনখানি খুলে নিলেন। তারপর যখন তিনি নিমাইকে মন্ত্র দেন তখন তিনি সেই কোপিন খানি নিমাইকে দান করেন। তারপর নিমাইয়ের নিকট হইতে আমি পাই। নয়ানসরি ডোর কোপিন আমি এইভাবে পাই।

নয়ানসরি : আচ্ছা গোসাই যুগ কয়টি ও কি কি ?

গোসাই : যুগ চারিটি।

গান

সত্যযুগে লক্ষ্মী নারায়ণ মাইগে হইয়াছে হরি
ত্রেতাযুগে রামঅবতার, তীর ধনুক ধরি
ওনা দ্বাপরেতে নৃসিং ধরি
কলিতে গৌরাঙ্গ হরি
কথা শুন নয়ানসরি
হায়রে মরি মোর হায়রে হায় দারুণ বিধি
কথা শুন নয়ানসরি
দ্বাপরেতে নৃসিং ধরি কলিতে গৌরাঙ্গ হরি
কথা শুন নয়ানসরি।

৮১. ডোর—ডোড়, ৮২. কেশব ভারতী—যাঁর কাছ থেকে চৈতন্যদেব দীক্ষা গ্রহণ করেন।

নয়ানসরি : না, গোসাই হয় নাই।

গোসাই : নয়ানসরি তুমি বলিতে চাও যুগ পাঁচটি। তবে পাঁচটি যুগ কোথায় আছে কোন শাস্ত্রে আছে দেখাইতে পার। ৪ যুগের চারটি হরি আছে। ৪ হরি বা চারি সমপাদক কি কি না জগৎ মহোন নিত্যানন্দ, আমাত ও অদ্বৈত এই চারি[৮৩] সম্পাদকে চারি যুগ। ৫টি যুগ হইতে পারে না।

নয়ানসরি : কেন গোসাই আরও একটি হরি আছে চিন্তা করে দেখেন তো।

৮৩. এই অঞ্চলে দেশী পলি, রাজবংশী সমাজে বৈষ্ণবধর্ম এমনভাবে জনজীবনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে যে গৌরমণ্ডলের প্রধান চার পুরুষের নামানুসারে কোথাও কোথাও তাঁরা গোত্র চিহ্নিত করেন। ডাঃ চারুচন্দ্র স্যান্যালকৃত রাজবংশীস অব নর্থবেঙ্গল গ্রন্থে উল্লিখিত যে রাজবংশীরা বৈষ্ণব ধর্মমতে দুটি মতে বিভক্ত—কৃষ্ণ ও বলরাম। কৃষ্ণপন্থীরা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এবং বলরামপন্থীরা উত্তর-পূর্ব দিকে তুলসীবৃক্ষ রোপণ করেন। দ্রঃ The Rajbansis of North Bengal P. 136. বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীরা চক্রধারী ও পাতাধারী—দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। চক্রধারীদের মধ্যে ১৬টি পন্থীর অস্তিত্ব আছে। ১. নিতানন, ২. বলরাম, ৩. গদাধর, ৪. চৈতন, ৫. আদইত, ৬. উদয়ত, ৭. কানাইয়া, ৮. যুগল, ৯ পণ্ডিত, ১০. কৃষ্ণ, ১১. ছাওয়াল, ১২. সইৎগুরু, ১৩. আছিদর, ১৪. পাগল, ১৫. আমাউত, ১৬. বলাইয়া। দ্রঃ উত্তরবঙ্গে রাজবংশী সমাজের দেবদেবী ও পূজা-পার্বণ পৃঃ ২৪. পশ্চিম-দিনাজপুর জেলায় আমি ৫টি পন্থীর সন্ধান পেয়েছি। ১. চৈতন্য (চৈতন), ২. অদ্বৈত (আদইত), ৩. রামানন্দ, ৪. নিত্যানন্দ, ৫. নরহরি।

অদ্বৈত আচার্য : শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য। শ্রীহট্ট লাউড় গ্রামে ১৩৫৫ শকাব্দে মাঘ মাসে শুক্লা সপ্তমীতে বারেন্দ্রব্রাহ্মণ বংশে জন্ম। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য মতে ১৪৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম। ১৪৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাপতির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ। তিনি ১২৫ বছর পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। প্রেমবিলাস মতে : হরিসহ অভেদহেতু নাম হইল অদ্বৈত। অদ্বৈত প্রভুভক্তিকল্পবৃক্ষের স্কন্ধস্বরূপ (চৈ. চ. আদি ৯।২১)। ইনি সর্বশাস্ত্রের কৃষ্ণ ভক্তিমূলক ব্যাখ্যা করতেন। (সূত্র : শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান (৪র্থ খণ্ড) হরিদাস দাস)

গোসাই : ও মনে হইল, হ্যাঁ নয়াসর্সার আছে বৈ কি। সেই হরিটি হচ্ছে নরেগুরু নরে শিষ নরে দেয় পথের উদ্দেশ, সেই হরিটি হচ্ছে নরহরি।[৮৪]

নয়ানসরি : গোসাই ৫টি হরি হইলে ৫টি যুগও হইবে। আপনি চিন্তা করে দেখেন।

গোসাই : আমি প্রশ্নের উত্তর কিছুতেই দিতে পারব না।

নয়ানসরি : গোসাই তবে জল লও পাকে চল।

গোসাই : নয়ানসরি আমি যদি প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারি তবে কি সত্যিই আমাকে জল নিতে হইবে।

নয়ানসরি : হ্যাঁ গোসাই সত্যি জল নিতে হইবে।

গোসাই : নয়ানসরি—আচ্ছা দেখি গুরুর কাছে খুজে দেখি পাই কিনা। আমাকে ১ ঘণ্টা সময় দাও। আমি ১ ঘণ্টা পর ইহার উত্তর দেব।

(প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারায় গুরু নয়ানসরি কর্তৃক বন্ধন)

গোসাই : গান

মুইয়ে যে কহুচ্ কথা শুন নয়ানসরি
বন্ধন জ্বালা[৮৫] ওগো মাই সহিতে না পারি

৮৪. নরহরি—নরহরি সরকার ঠাকুর—বৈদ্য। শ্রীচৈতন্যশাখা। ১৪০১ অথবা ১৪০২ শকাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম নারায়ণ দেব। নরহরি সুপণ্ডিত ও ভক্তিরসজ্ঞ ছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ সঙ্গ লাভের পূর্বে তিনি সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় শ্রীরাধাগোবিন্দ লীলা বিষয়ক পদাবলী রচনা করতেন। চামর-ব্যজনই নরহরির সেবা ছিল। মহাপ্রভুর সঙ্গে থেকে নিরন্তর তাঁর সেবা করতেন। ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর তিরোভাব হয়। এই তিরোভাব উৎসবে শ্রীনিবাস আচার্য ছিলেন কর্মকর্তা। এই উৎসবে প্রায় সব বৈষ্ণবই যোগ দিয়েছিলেন। কয়েকটি গ্রন্থ প্রণেতাও ছিলেন তিনি। (১) ভক্তচন্দ্রিকা পটল, (২) শ্রীকৃষ্ণ ভজনামৃত, (৩ শ্রীচৈতন্য সহস্র নাম, (৪) শচীনন্দনাষ্টক, (৫) শ্রীরাধাষ্টক।

৮৫. বৈষ্ণব বাউদিয়া সংসারের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করেন। কিন্তু এখানে বৈষ্ণব গোসাই তাঁর শিষ্যকন্যা নয়নশোরীর বন্ধনে আবদ্ধ। এই বন্ধন নাট্যরসের পক্ষে চমৎকার।

ওনা হস্তে পড়ি পায়ে পড়ি
খুলে দে মোর বন্ধন দড়ি
কথা শুন নয়ানসরি
হায়রে মরি মোর হায়রে মরি হায় দারুণ বিধি
কথা শুন নয়ানসরি
হস্তে পড়ি পায়ে পড়ি খুলে দে মোর বন্ধন দড়ি
কথা শুন নয়ানসরি
যে কৃষ্ণের ভক্ত হবে
বন্ধন দড়ি মোর খুলে দিবে
কথা শুন নয়ান সরি

কথায়

নয়ানসরি আমার বন্ধন দড়ি খুলে দাও। আর সহ্য হচ্ছে না। নয়ানসবি আমার জীবনে বন্ধন হয় নাই কাজেই বন্ধন জ্বালা যে কিরূপ জ্বালা আমি জানি না। কিন্তু তাও জানিলাম বন্ধন জ্বালা কত মারাত্মক। নয়ানসরি, তোমার পায়ে ধরি বন্ধন খুলে দাও আর যে সহ্য করিতে পারিতেছি না।

অতিথি হয়ে তোমার হাতে এবং পায়ে ধরিলাম কিসের জন্য না বন্ধন খুলে দেওয়ার জন্য তবু তোমার দয়া হইল না।

আমি তোমার গোঁসাই। গোসাই, যদি নাও হয় তবু অতিথি। শাস্ত্রে বলে অতিথি গুরু হয় সবাকার। স্ত্রীলোকের গুরু হয় পতি আপনার। নয়ানসরি তবে তুমি বন্ধন খুলে দেবে না?

নয়ানসরি: বন্ধন খুলে দেব গোসাই তবে আগে আমার সঙ্গে সত্যি[৮৬] কর তবে আমি বন্ধন খুলে দেব।

৮৬. সত্যি—এ যাবৎ যে কটি খন্ গান শুনেছি বা তার খাতা দেখেছি—সর্বত্রই সত্য বন্ধন রয়েছে।

গোসাই ঃ নয়ানসরি তবে তুমি সত্যি না করলে বন্ধন খুলে দিবে না ? তবে নারীর সঙ্গে সত্যি করেছিল কে বলতে পার, আমাকে দেখাইতে পার কোন শাস্ত্রে আছে ?

নয়ানসরি ঃ হ্যাঁ বলতে পারি নারীর সঙ্গে সত্যি করেছিল রাজা দশরথ।

গোসাই ঃ

গান

সত্যি করেছিল রাজা দশরথ মাইগে ত্যাজিলে জীবন
ভরতকে রাজ্য দিয়ে শ্রীরাম গেল বন
সে কি দশা বুঝি আমার হবা পায়গে
কথা শুন নয়ানসরি
হায়রে মরি মোর হায়রে মরি হায় দারুণ বিধি
কথা শুন নয়ানসরি
সে কি দশা বুঝি আমার হবা পায় গে
কথা শুন নয়ানসরি
বনে কাঁদে বনমালি, রামের সীতা হয় চুরি
সেই দুঃখ ঘটিল মাইগে শুন নয়ানসরি
ওনা সেই স্থানে কাঁদে সীতা রাম রাম বলি
কথা শুন নয়ানসরি
হায়বে মরি মোর হায়রে মরি হায় দারুণ বিধি
শুন নয়ানসরি
চিহ্ন হেতু রেখেছিল জটায়ু পাখী
কথা শুন নয়ানসরি
(কথায়) নয়ানসরি আমার একটি কথা শুন।

গান

মুইয়ে যে কহুচু কথা
শুন নয়ানসরি
তোর মুখের কথা মাইগে প্রাণে সহেনি
ওনা যা বলিনু তা বলিনু আর ও বলিসনি

কথা শুন নয়ানসরি
হায়রে মরি মোর হায়রে মরি হায় দারুণ বিধি
কথা শুন নয়ানসরি
মোর কথালা মিথ্যা
তোর কথালায় সত্যি গে
কথা শুন নয়ানসরি[৮৭]

কথায়

নয়ানসরি তবে সত্যি না করলে খুলবে না, আচ্ছা তবে সত্যি করিতেছি।

গান

মুই করেছু সত্যি বন্দি
চন্দ্র সূর্য্য ওগে মাই মুই রাখিলাম সাক্ষী

(কথায়) এই যে আমি সত্য বন্দি করিব বা চন্দ সূর্য্য সাক্ষী রাখিব কিসের জন্য তুমি যদি দাসী হও

গান

ওনা তুমি যদি দাসী হও
তবে আমি সত্যি করি
কথা শুন নয়ানসরি

নয়ানসরি : গোসাই আমি যে দাসী হব তাহলে সম্বন্ধে কি হব।

গোসাই : সম্বন্ধ বলব কিন্তু তুমি যুগের কথা না বলিলে আমি সম্বন্ধের কথা বলব না।

নয়ানসরি : তবে বলতেছি শুনেন। নাহি ছিল জল নাহি ছিল স্থল পৃথিবী ছিল নিরাকার, ডিম্বরূপে ভেসেছিল প্রভু ভগবান, কে কে না ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বর সে যুগে হচ্ছে গোসাই দিব্যযুগ।[৮৮]

৮৭. নয়ানশোরীর কাছে গুরুর দুর্বলতা প্রকাশিত হল, ৮৮. দিব্যযুগ—তত্ত্ব অস্পষ্ট।

গোসাই : নয়ানসরি আচ্ছা আমি সম্বন্ধের কথা বলছি।

গোসাই : গান

মুইয়ে যে কহুচু কথা শুন নয়ানসরি
তোর মা হবে শিষ্য বেটি তুইত নাতিনী
ওনা জানা গেল বুঝা গেল সম্বন্ধে হবু নাতিনী
কথা শুন নয়ানসরি
হায়রে মরিরে মোর হায়রে মরি হায় দারুণ বিধি
কথা শুন নয়ানসরি
জানা গেল বুঝা গেল সম্বন্ধে হবু নাতিনী
শুন কথা নয়ানসরি

নয়ানসরি : গোসাই আমার একটা কথা শুনেন

গান

মুইয়ে যে কহুচু কথা শুন বষ্টম গোসাই
অল্প বয়সে স্বামী মোর গেল মরিয়াই
ওনা ছোটতে মরেছে স্বামী না পুরায় মোর আশা
শুন বষ্টম গোসাই

গোসাই : গান

মুইযে কহুচু কথা মাইগে
শুন নয়ানসরি মোর
দুখের কথা মাইগে তুইয়ে কহচিস
ওনা মনের মত মানুষ পাইলে
নাই রহিম বাড়ি
কথা শুন নয়ানসরি

নয়ানসরি : গোসাই আমার একটা কথা শুন

গান

নয়ন দেখিয়ে ভাবের মানুষ হয় গো জানা
আমি নারী পুরুষ ছাড়া রহিতে পারিনা

ওনা আজি হইতে তোমার দাসী হইলাম হে
শুন বষ্টম গোসাই[৮৯]

নয়ানসরি   গোসাই আমার একটা কথা শুন

গান

হাসি হাসি কথা কয় সে তো রসিক নয়
ভারিয়ে গুলিয়ে, বুঝিয়ে সুঝিয়ে সে তো রসিক হয়
সে যদি হইতে পারো তবে আমি সঙ্গে চলি
কথা শুন গোসাই বাবাজী

প্রেমচাঁদ : গোসাই আমি চলিলাম। আপনি এখন থাকেন, গোসাই আমার কথা শুনেন।

গান

ও তোক সংহার করিবে গোসাই আধাপথেতে।
ও চামের দড়ি লোহার ডাং গোসাই ভাঙিবে তোমার
মাথাতে। গোসাই সেদিন কি হবে।[৯০]

দৃশ্যান্তর

প্রাণেশ্বরী : স্বামী গুরুদেবের সঙ্গে কি বাক্য করিলেন। গুরু সেবার কার্য্য করেই যাচ্ছ তবে কি বাক্য করেছেন।

ঘুটু প্রধান : বাক্য করিলাম এই যে নয়ানসরি গোসাইর কাছে দাসী হওয়ার স্বীকার করেছে। তাই আমি বলিলাম সে যখন নিজে দাসী স্বীকার করেছে তবে আমার আর আপত্তি কি।

প্রাণেশ্বরী : স্বামী আমার একটি কথা শুন।

৮৯. নয়ান সরাসরি গুরুর কাছে আত্মসমর্পণ করে। এখানেই 'খন'-এর বৈশিষ্ট্য, ৯০. গোসাইর 'শিরভক্ত' প্রেমচাঁদ নয়ানশোরীর সঙ্গে গোসাইর রঙ্গ, তাঁর সেবাদাসীগ্রহণ সমর্থন করতে পারে না। সাধনার পথে এই নারী বিপজ্জনক বলে প্রেমচাঁদ মনে করে।

গান

মুইয়ে যে কহুচু কথা শুন প্রাণস্বামী
ঐলা কথা কহিতে স্বামী লজ্জায় লাগেনি
ওনা তোমরায় নেহ ঘরবাড়ী
আমি হলাম স্বামী দেশান্তরী
কথা শুন প্রাণস্বামী[৯১]

ঘুটু প্রধান ঃ

গান

মুইয়ে যে কহুচু কথা শুন প্রাণেশ্বরী
মোর কথালা শুনি তুই হলো পাগিলি
বুঝিয়া কহনা কথা রাগ করিয়া করিবু কি
কথা শুন প্রাণেশ্বরী

নয়ানসরি ঃ মা আমার একটি কথা শুন

গান

মুইয়ে যে কহুচু কথা শুন মোরে বাণী
এ যৌবন ধরিয়া মাগো রহিবায় পারুনি
ওনা ছোটতে মরিয়াছে স্বামী
না পুরায় মোর মনের আশা
গোসাইর চরণে মাগো করিব সেবাপুজা
হায়রে মরি মোর, হায়রে মরি হায় দারুণ বিধি
মাগো শুন মোরে বাণী
ছোটতে মরিয়াছে স্বামী
না পুরায় মোর মনের আশা
গোসাইর চরণে মাগো করিব সেবাপুজা

প্রাণেশ্বরী ঃ বেটি নয়ানসরি এই কথা বলতে তোর লজ্জা হয়না। বেটি আমার একটা কথা শুন।

৯১. প্রাণেশ্বর প্রভৃতি সোহাগমূলক সম্বন্ধের কথা আমরা জানি। প্রাণস্বামী অনুরূপ একটি সম্বন্ধ বাচক পদ।

গান

মুইয়ে যে কহুচু কথা শুন নয়ানসরি
ঐলা কথা কহিতে বেটি লজ্জা লাগেনি
ওনা ঘর মধ্যে এক বেটি
মুখ পোড়ালে বেটি কলঙ্কিনী
কথা শুন নয়ানসরি

দৃশ্যান্তর

॥ গোসাই নয়ানসরীকে নিয়ে পথে ॥

গোসাই ঃ গান

মুইয়ে যে কহচু কথা শুন সয়ানসরি
মুই হনু বষ্টম বাউদিয়া তুই নয়ানসরি
আজি হইতে হলু তুই গোসাইর সেবাদাসী
কথা শুন নয়ানসরি

নয়ানসরি ঃ গোসাই আমি আর হাঁটিতে পারিবনা। চল কোনখানে বিশ্রাম করি।

গোসাই ঃ নয়ানসরি বাস্তবিক তোর কষ্ট হচ্ছে। ঐ যে বটবৃক্ষের গাছ দেখা যায়, ঐখানে বসে বিশ্রাম করিব।

গান

মুইয়ে যে কহুচু কথা শুন নয়ানসরি
ঐ দেখা যায় বটবৃক্ষ জিরাব বসি
ওমা একেতে মাঘ নাসের রোদ
রোদে হলু লোনালোট[৯২] তোক
দেখিয়া ওগে মাই দয়া লাগে মোক
হায়রে মরি·········দারুণ বিধি
কথা শুন নয়ানসরি
একেতে মাঘ মাসের রোদ······দয়া লাগে মোক

৯২. লোনালোট—রোদে ঘামে লাল হয়ে যাওয়া।

নয়ানসরি ঃ গোসাই আমার একটা কথা শুন

গান

মুইয়ে যে কহুচু কথা শুন বষ্টম গোসাই
মুই হনু অবলা নারী হাটিবায় পারু নাই
ওনা একেত দূরের রাস্তা
পায়ে হইল মোর বেদনা হাটিবায় পারু না
হায়রে মরি মোর..... শুন বষ্টম বাবাজী
একেত দূরের রাস্তা পায়ে হইল মোর বেদনা
গোসাই হাটিবায় পারু না

গোসাই ঃ

গান

মুইয়ে যে কহুচু কথা শুন নয়ানসরি
এখান হইতে যাব মুই প্রেমচাঁদের বাড়ি
ওনা প্রেমচাঁদ আমার শিরভক্ত
যাইলে করিবে গুরু ভক্তি
হায়রে......শুন নয়ামসরি

গোসাই ঃ নয়ানসরি তুমি যে গুরুর দাসত্ব স্বীকার করেছ। কিন্তু গুরুর কর্ম করিতে হইবে।

নয়ানসরি ঃ গোসাই কি কর্ম করিতে হইবে।

গোসাই ঃ তবে শুন বলিতেছি।

গোসাই ঃ হরি নামের মালা গেথে হৃদয়ে জপনা।

* * * * *

কৃষ্ণ নামে রুচি হইলে মন
যমে তারে ছুইবে না
হরিনামের মালা গেঁথে হৃদয়ে জপ না।

বর্মোশোরী / ব্রহ্মশ্বরী

চরিত্রলিপি

মানিকচাঁদ গোসাঁই	ঃ	বৈষ্ণব গুরু
গৌরচান	ঃ	ঐ শিষ্য
জলশবরী	ঃ	গৌরচানের স্ত্রী
বুড়াবুড়ি	ঃ	বৈষ্ণব মন্ত্রে অদীক্ষিত একটি পরিবার
ব্রহ্মশবরী	ঃ	বুড়াবুড়ির মেয়ে

মানিকচাঁদ

গোসাই ঃ গান

ও আমি যাই শিষবাড়ী[১]

কোনটি রাস্তা দিয়ে যাব গৌরচাদের বাড়ী

মরিরে পীর তলায় শিষ্যের বাড়ী নামটি গৌরচান

নবদ্বীপে বাড়ী আমার[২] নাম হয় মানিকচান

(গোসাই গৌরচান শিষ্যের বাড়ীতে গেল আর গৌরচান তার স্ত্রী জলশ্বরীকে[৩] বলিতে লাগিল)

গৌরচান ঃ গান

আর একটি কথা জল[৪] কহচু যে মুই

ঘরে আছে কি কি খাওয়ার জোগার[৫] করেক তুই

মরিরে অনেক দিনের পরে আমার গোসাই[৬] এসেছে

তারাতারী[৭] ওগে জল জোগার করে দে

জলশ্বরী ঃ গান

মুহেযে কহুচু কাথা শুনে প্রাণস্বামী

আলাপন কর তুমি জোগার[৮] করি আমি

মরিরে চিড়া আছে মুরী[৯] আছে আর আছে দৈ

মানকী[১০] কলার ছরা[১১] আছে আর আছে খৈ

(জলশ্বরী ও গৌরচান গোসাই যেভাবে গুরুকে সেবা দিতে হয় সেইভাবে ভক্তি সহকারে সেবা দিল। গোসাই সেবা করিয়া তাহার শিষ্য গৌরচানকে বলিতে লাগিল।)

১. শিষবাড়ি—শিষ্যবাড়ি, ২. নবদ্বীপে বাড়ি আমার—গুরু এই সমাজের নন—বহিরাগত, ৩. জলশ্বরীকে—হওয়া উচিত ছিল জলেশ্বরীকে। 'জল' এবং 'শ্বরী'র উচ্চারণ পৃথক পৃথকভাবে হয়েছে, ৪. জল—জলশ্বরী, ৫. জোগার—যোগাড়, ৬. গোসাই—নাসিক্য ভবনের অভাব, ৭. তারাতরী—সম্ভবতঃ 'ত্বরাত্বরি' থেকে জাত, ৮. জোগার—যোগাড়, ৯. মুরী—মুড়ি, ১০. মানকী—মানিক কলা বা সবুরি কলা, ১১. ছুরী—ছড়ি।

গোসাই ঃ গান

ভজন* করালো বাপু কাথা শুনেক মোর
রামকেলি[12] যাবায় মনায়েছে[13] সঙ্গে লয়ে তোক,
মরিরে সেই খানেতে ওবে বাপু নানা রঙ্গ[14] হয়
সাধুজন নিত্য[15] করে বাতি জালায়[16] দেয়

গোবচান ঃ গান

মায়াজাল[17] ছারিয়া[18] গোসাই যাই কেমন করে
আমার ঘরে আছে গোসাই নয়া নদারী[19]
মরিরে নদীর চিকন[20] বান বরিষা তৈলেব চিকন গাও
তার চাহে অধিক চিকন নদারীর মুখের আও

গোসাই ঃ গান

দিন গেল ভালই ভাল শেষে হয় বাকী
মায়া জালে ডুবে আছ না ভজ হরি
মরিরে নয়ন মুদিলেরে বাপু কার কেহ নয়
আপন মায়াতে[22] ভুলে আছ আপনায়

* ভজন—ভোজন, ২১. রামকেলী—বৈষ্ণবতীর্থ। মালদহ জেলায়। মালদহ স্টেশন থেকে ২½ ক্রোশ দূরে। প্রাচীন গৌড়ের নিকটবর্তী। রামকেলী তীর্থে পিয়াসবাড়ী ডাকবাংলার পশ্চিম দিক দিয়ে যেতে হয়। রামকেলিতে মহাপ্রভু যে স্থানে উপবেশন করেছিলেন সে স্থানে এখনও তমাল ও কেলিকদম আছে। বৃক্ষতলের উপরে উচ্চবেদীতে প্রভুর শ্রীচরণযুক্ত একখানি প্রস্তর আছে। তার পাশে একটি মন্দিরে নিতাই গৌর এবং অদ্বৈত প্রভুর শ্রীমূর্তি আছে। হোসেন শাহের 'দবির খাস' বা প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন সনাতন আর শ্রীরূপ 'সাকর মল্লিক' ছিলেন রাজস্ববিভাগের কর্তা। রামকেলীর উত্তরভাগে সনাতন দিঘি তার পশ্চিমে সনাতনের আবাসবাটী ছিল। হোসেন শাহের সোনা মসজিদের উত্তরদিকে রূপসাগর তার পূর্বদিকে রূপের আবাস ছিল। (সংগ্রহসূত্র ঃ হরিদাস দাসকৃত শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান (৪র্থ খণ্ড) পৃঃ ১৯৩৭-৩৮, ১৩. মনায়েছে—মন হয়েছে, ইচ্ছে হয়েছে, ১৪. রঙ্গ—লীলা, ১৫. নিত্য—নৃত্য, ১৬. জালায়—জ্বালায়, ১৭. মায়াজাল—স্ত্রীর মোহ, ১৮. ছারিয়া—ছাড়িয়া, ১৯. নদারী—যুবতী স্ত্রী ২০. চিকন—শোভা, ২১. আও—রব, স্বর, ২২. মায়াতে—স্ত্রীতে।

গৌবচান ঃ গান

ও গোসাই ছাড়িলাম মায়া জাল
সকলি ভরসা গোসাই ঐ পদে তোমার
মবিরে ঘর ছাড়িলাম বাড়ী ছাড়িলাম হইলাম দেশান্তরী
বিষ্ণুপ্রিয়া ছেড়ে যেমন নিমাই সন্ন্যাসী

(গৌবচান তার স্ত্রী জলশ্ববীকে বামকেলি যাওয়াব কথা বলতে তাব স্ত্রী গৌবচানকে কিছুতেই গোসাইর সঙ্গে যাইতে দিবেন না। সে অনেক প্রকাব আপত্তি কবিতে লাগিল। গান দিয়া বলিতে লাগিল।)

জলশ্ববী ঃ গান

পতি ছারা[২৩] নাবী লোকেব কিবা শুক[২৪] আর
সকল যন্ত্রণা ভুলে গৃহ অন্ধকাব
মরিবে আকাশেতে চন্দ্র নাই কি কবে তাবায়
যে বৃক্ষের পত্র নাই ভরে না ছায়ায়[২৫]

গৌরচান ঃ গান

তুইরে আমাব প্রাণের পাখী ভাবিস নারে আর
গুরুব বাক্য পালিতে যাব সঙ্গেতে তাহার
মরিরে গুরুর বাক্য মহাবাক্য যে কবে লঙ্ঘন
অন্তিম[২৬] কালেতে হয় নরকে গমন

(এসমস্ত কথা বলা সত্ত্বেও তার স্ত্রী কিছুতেই যাইতে দিবে না পরে তার স্বামীকে আর একটি উপমা দিল)।

জলশ্ববী ঃ গান

নারী জাতী পুষ্প ফুল সৌবভ ছুটে তার
ফুলের লোভে ভ্রমর ঘুরে মধু কবে আহার

২৩. ছারা—ছাড়া, ২৪. শুক—সুখ, ২৫. নারীর মোহ বিস্তার। গুরু গোসাইর প্রতি নারীর অবিশ্বাস, ২৬. অন্তিম—লক্ষণীয় 'নয়ানশোরী' বা অন্যান্য খনে ব্যবহৃত 'আখির'।

মাঁরিরে মৃগেয়া মারিতে যখন শ্রীরাম গেল বন

শূন্ন[27] ঘর পেয়ে সীতায় হরিল রাবণ

(এই উপমাটিতেই গোরচান হতবুদ্দিধ হয়ে সমস্ত ঘটনা গোসাইকে জানাইল। গোসাই রাগান্বিত হয়ে তার শিষ্য মেয়ে জলশ্বরীকে বলিতে লাগল।)

গোসাই : গান

মুইহে যে কহচু কাথা শুনেক জননী[28]

যেন হবে সতী নারী পতিকে নিষেধ করিবেনী

মাঁরিরে পতির পদে সেবা করে হয় অনুগাতা

হস্তিনী শঙ্খিনীর[29] মত তুই বলিস কাথা

(জলশ্বরী রাগান্বিত হয়ে গোসাইকে বলিতে লাগিল)

জলশ্বরী : গান (প্রশ্ন)

হস্তিনী শঙ্খিনী বল কয় জনো নারী

তাহার বৃত্যান্ত[30] গোসাই বল আমারী

মাঁরিরে কয়জনা পুরুষ আছে কি কি তার নাম

সত্য গোসাই হইলে আমায় বাতাবেন সন্ধান[31]

গোসাই : গান (উত্তর)

চার জাতি পুরুষ মাইগে চার জাতী নারী

তাহার বৃত্যান্ত মাই বলি তোমারী

শশক, মৃগ, বৃষ, অশ্ব, পুরুষ চার জাতী

পদ্মিনী, চিত্রানী,[32] শংখিনী আর হস্তিনী

২৭. শুন্ন—শূন্য, ২৮. জননী—গুরুর কাছে শিষ্য পুত্রবৎ। শিষ্যপত্নী কন্যার মতো। কন্যাকে স্নেহভরে 'জননী' সম্বোধন বাংলাদেশে সুপরিচিত। ২৯. হস্তিনী শঙ্খিনী—চার শ্রেণীর নারীর মধ্যে হস্তিনী শঙ্খিনী শ্রেণীর নারী নিন্দনীয়, ৩০. বিত্যান্ত—বৃত্তান্ত, ৩১. গোসাইকে শিষ্য পত্নীর কাছে পরীক্ষা দিতে হয়, ৩২. চিত্রানী—চিত্রিণী।

জলশবরী ঃ গান

হস্তিনী শংখিনী নারীগণের কিরূপ লক্ষণ
কোন কোন পুরুষের সঙ্গে হয় কাহার মিলন
নারীরে কাহার শরীরে বল কিরূপ গন্ধ হয়
সত্য গোসাই হইলে পরে দিবেন পরিচয়[৩৩]

(গোসাই রতিশাস্ত্র অনুসারে তাহার প্রশ্নের উত্তর দিল ও তার শিষ্য মেয়েকে বৈষ্ণবকে ঐ ভাবে কথা না বলে তার জন্য একটি উপদেশ গান করিয়া শুনাইল)।

৩৩ রতিমঞ্জরীতে উল্লেখ আছে শশ জাতির পুরুষের বাক্য অতি সুকোমল, সুশীল, কোমলাঙ্গ, কেশযুক্ত সকল গুণাকর ও সত্যবাদী। মৃগ পুরুষ সর্বদা মধুর বাক্য বলেন। দীর্ঘনেত্র, অত্যন্ত ভীরু, চপলমতি, সুদেহ ও শীঘ্রগামী। বৃষ পুরুষ বহুগুণ, অনেক বন্ধুযুক্ত, শীঘ্রকাম, নতাঙ্গ, সুন্দর দেহ, সত্যবাদী। অশ্বজাতির পুরুষের উদর ও কোটিদেশ কৃশ। কণ্ঠ ও অধরোষ্ঠ উগ্র, দশন, বদন, নাসা ও শ্রোত্র দীর্ঘ। (সংগ্রহ-সূত্র ঃ বিশ্বকোষ ১১শ ভাগ। নগেন্দ্রনাথ বসু)। ভারতচন্দ্র রস-মঞ্জরীতে চার জাতি নারীর বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

পদ্মিনী ঃ "নয়ন কমল কুঞ্চিত কুন্তল
ঘনকুচস্থল মৃদুহাসিনী
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাসা মৃদুমন্দ ভাষা
নৃত্যগীতে আশা সত্যবাদিনী
দেবদ্বিজে ভক্তি পতি অনুরক্তি
অল্পরতি শক্তি নিদ্রাভোগিনী
মদন আলয় লোম নাহি হয়
পদ্মগন্ধ কয় সেই পদ্মিনী।"

চিত্রিণী ঃ "প্রমাণ শরীর সব্বকর্ম্মে স্থির
নাভি সুগভীর মৃদুহাসিনী
সুকঠিন স্তন চিকুর চিকণ
শয়ন-ভোজন-মধ্যচারিণী
তিন রেখা যুত কণ্ঠ বিভুষিত
হাস্য অবিরত মন্দগামিনী
মদন আলয় অল্প লোম হয়
ক্ষার গন্ধ কয় সেই চিত্রিণী"

গোসাই ঃ গান (উপদেশ)

বৈষ্ণবের অপমান করে যেই জন
তার প্রতি তুষ্ট নাহি রহেন নারায়ণ
নরিরে বৈষ্ণব দেখিয়া যার আনন্দ অন্তর
তাহারই কৃষ্ণ প্রাপ্তি হইবে সত্বর

জলশ্বরী ঃ গান (প্রশ্ন)

ও গোসাই বল তোমারে
আর একটি প্রশ্নের উত্তর বল আমারে
ভাব বৈরাগী, পেটুক বৈরাগী আর বৈরাগী রসিক
আপনি কোন বৈরাগী হন বলিবেন সঠিক

গোসাই ঃ গান (উত্তর)

দেবের শক্তি নাই বৈরাগ্য চিনিবার
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ ভাবে জানিতে তাহার
নরিরে নিত্যানন্দ ভাব বৈরাগী, পেটুক মহেশ্বর
শ্রীকৃষ্ণ রসিক হন বলিন, তোমার

শঙ্খিনী ঃ "দীঘল শ্রবণ দীঘল নয়ন
দীঘল চরণ দীঘল পাণি
মদন আলয় অল্প লোম হয়
মীনগন্ধ কয় শঙ্খিনী জানি"

হস্তিনী ঃ "স্থূল কলেবর স্থূল পয়োধর
স্থূলে পদকর ঘোর নাদিনী
আহার বিস্তর নিদ্রা ঘোরতর
রমণে প্রখর পরগামিনী
ধৰ্ম্মে নাহি ডর দম্ভ নিরন্তর
কর্ম্মেতে তৎপর মিথ্যাবাদিনী
মদন আলয় বহু লোম হয়
মদগন্ধ কয়, সেই হস্তিনী"

(সংগ্রহ সূত্র ঃ বিশ্বকোষ। ১০ম ভাগ। নগেন্দ্রনাথ বসু)

(গোসাইর এই সমস্ত কথা শুনিয়া জলশ্বরী পায়ে হাত দিয়া ক্ষমা চাহিল ও বলিল আমিও আমার স্বামীর সঙ্গে রামকেলি দেখিতে যাইব। গোসাই তাহাকে ক্ষমা করিয়া গৌরচান ও জলশ্বরীকে লইয়া বাড়ী হইতে রওনা হইল।[৩৪]

গোসাই তাহাদেরকে লইয়া ভিক্ষা করিতে করিতে সারাদিন রাস্তা হাঁটার পর সন্ধ্যার সময় এক গরিব বুড়াবুড়ীর বাড়িতে রহিল। গোসাই আসন পাড়িয়া সন্ধ্যা করিতে আরম্ভ করিল। বুড়াবুড়ি গৌরচানকে ও তার স্ত্রীকে মুড়ি সেবা করিতে দিল।

গোসাইর পূজা ও সন্ধ্যা করার পর বুড়া গোসাইকে সেবা করিতে বলিলে, গোসাই বলে বাবা তোমাদের মন্ত্র হয়েছে, বুড়ো বলিল না আমাদের মন্ত্র হয় নাই।

গোসাই বলিল আমার অদীক্ষিতের হাতে সেবা চলিবে না। তোমরা যদি মন্ত্র গ্রহণ[৩৫] কর তাহা হইলে তোমাদের হাতে সেবা চলে।

বুড়া ও বুড়ি মন্ত্র গ্রহণ করিল। তাহাদের মেয়ে ব্রহ্মশ্বরীকে আয়োজন করিতে বলিল ও গোসাইকে যত্ন করিয়া খাওয়াইতে বলিল। গোসাই কিন্তু ব্রহ্মশ্বরীকে তাদের বাসায় দেখে নাই। সে ঘরে ঘুমাইয়া ছিল।

ব্রহ্মশ্বরী সেবার থাল, জল, ধূপ ও প্রদীপ লইয়া গোসাইর কাছে গেল, প্রণাম করিয়া বলিল, গোসাই সেবা করুন।

গোসাই হঠাৎ তাহাকে দেখিয়া বলিল তোমার হাতে শাঁখা নাই কপালে সিন্দুর নাই তোমার কি মন্ত্র হয়েছে? তুমি কে? সে উত্তর করিল আমি বুড়োর মেয়ে। গোসাই বলিল আমার আর সেবা করা হইল না। অদীক্ষিতের হাতে আমি খাই না।

গোসাই সেবা ছাড়িয়া উঠিয়া গেল।)

৩৪. গোসাঁইর কাছে জলশ্বরীর হার স্বীকার। গুরুবাদের জয়. ৩৫. বৈষ্ণব-ধর্ম ও গুরুবাদের প্রচার ও বিজয়-অভিযান।

ব্রহ্মেশ্বরী ঃ গান (প্রশ্ন)

অদীক্ষিতের হাতে সেবা কেন চলে না
এইটি কথার তত্ত্ব গোসাই আমায় বলনা
মরিরে আপনার মত কত গোসাই চেয়ে[৩৬] খায়
আজি দেখি বড় গোসাই আমার বাসায়

গোসাই ঃ গান (উত্তর)

হরিনাম কৃষ্ণনাম গলায় কর হার
ভব সিন্দু[৩৭] পার হইবে ভজ একবার
মরিরে যার কণ্ঠে হরি নাম নাই দেহ শ্মশান সমান
তাহার হাতের জল চণ্ডালে না করে পান

(গোসাই রাগান্বিত হইয়া মেয়েটির নাম জিজ্ঞাসা করিল)

ব্রহ্মেশ্বরী ঃ গান (প্রশ্ন)

ব্রহ্মেশ্বরী নামটি আমার লোকে জনে কয়
এক অক্ষরের গুরু কেবা দিবেন পরিচয়
মরিরে দীক্ষা শিক্ষা দুইটি গুরু শাস্ত্র হেন কয়[৩৮]
নারী লোকে সেই গুরুটি কোন মানুষে কয়

গোসাই ঃ গান (উত্তর)

এক অক্ষরে বা আদ্য গুরু পিতা ও মাতা
দীক্ষা গুরু তিনি হন যিনি দীক্ষাদাতা
শিক্ষা গুরু তারেই কয় যিনি শিক্ষা দাতা
নারীর গুরু নিজের স্বামী অন্যে কেহ হয় না তা

ব্রহ্মেশ্বরী ঃ গান (প্রশ্ন)

কৃষ্ণনাম ছাড়া গতি নাই সাধু জনে কয়
কেমন করে কৃষ্ণ পাবো বল না আমায়
মরিরে আমি ত অভাগী নারী পাপী একজনা
জীবের কিসে মুক্তি হয় আমায় বল না

৩৬. গোসাঁই সম্পর্কে অশ্রদ্ধা। ব্রহ্মেশ্বরী যুবতী বিধবা, ৩৭. সিন্দু— সিন্ধু, ৩৮. দ্রঃ চৈতন্য চরিতামৃত।

গোসাই ঃ গান (উত্তর)

কুল ধরিয়া বসিয়া রহিলে কৃষ্ণ পাবে না
কৃষ্ণ ভজন করিলে কুলের বিচার থাকে না
মরিরে ভাবের নদীতে তোমার ডুব দিয়ে মন
স্নান করিতে পারিলে জীবের মুক্তি হয় তখন

ব্রহ্মচারী ঃ গান (প্রশ্ন)

ভগবান ডাকি আমি তত্ত্ব জানিনা
ভগবানের সন্ধান গোসাই আমায় বলনা
মরিরে ভগবান কোথায় থাকে বলিবেন আমাকে
না বলিতে পারিলে জানিব কেমন গোসাই

গোসাই ঃ গান (উত্তর)

রসিক ভক্তের কাছে আছে তাহার সন্ধান
কিঞ্চিত করিয়া কহি তাহার প্রমাণ
মরিরে প্রকৃতির কাছে আছে ভগের স্থান[৩৯]
রসিকের কাছে আছে সেই পঞ্চটি বান[৪০]
মরিরে ভগ আর বান মিললে সন্ধান পাওয়া যায়
ভগবানের তত্ত্ব কিছু বলিনু তোমায়

৩৯. সহজিয়া সাধনতত্ত্ব—রত্নসার পুঁথি, ৪০. পঞ্চটিবান—মদন, মাদন, শোষণ, স্তম্ভন ও সম্মোহন। মদন মাদন আর শোষণ স্তম্ভন সম্মোহন আদি করি রসিক-কারণ, ৪১. মনুরায়—মন বা প্রাণ। এই শব্দটি বৌদ্ধ সহজিয়া গ্রন্থে 'মন-রাঅ' রূপে (কৃষ্ণাচার্যের দোহাকোষ নং ১৯) এবং নাথ-সাহিত্যে 'মনুরা' রূপে অনেকবার ব্যবহৃত হয়েছে। গ্রাম্য গানেও মনুরা বা মনুরাই অনেকবার ব্যবহৃত হতে দেখা যায়—'মনুরা উড়িয়া গেল পড়ি রইল কায়া'—পূর্ববঙ্গ গীতিকা (সূত্র ঃ বাংলার বাউল ও বাউল গান ১ম খণ্ড ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৪৬৯) এবং দ্রষ্টব্য ঃ লালন ফকিরের গান ২৭নং 'বাংলার বাউল ও বাউল গান' ২য় খণ্ড পৃঃ ৩২ 'দিবানিশি দেখ মনুরায়'।

ব্রহ্মেশ্বরী : গান (প্রশ্ন)

আর একটি কথা গোসাই বলনা আমায়
মনুরায় কোথায় থাকে স্থিতি কোথায়
মরিরে কোথায় আহার করে বসতি কার কাছে
মনুরায়[৪১] নিদ্রা কালে কোন ঘরে থাকে

গোসাই : গান

কতইনা বুঝামু মাই বুঝে বুঝিস না
এ সংসার ওগে মাই ভবের কারখানা
মরিরে মিছে কর আপন আপন মিছে কর আশা
পবন পাখী উড়ে গেলে শ্মশানে হবে বাসা
মরিরে যমের দূতে ওগে মাই লয়ে যাবে বান্ধি
শ্রীহরি বিনে গে মাই কার দুহাই দিবি

(পাঠ বা কথায় উত্তর)

নাসিকাতে থাকিয়া কর্ণেতে ইস্থিতি তার
জিহ্বাতে থাকিয়া সদা করেন আহার
সুগন্ধ দুর্গন্ধ পায় নাসিকা থেকে
মনুরায় নিদ্রাকালে দীলের কোনে থাকে

ব্রহ্মেশ্বরী : গান (প্রশ্ন)

দীলের কিবা রঙ্গ রূপ বল না এখন
মনুরায় কিবা রঙ্গ[৪২] পবন কেমন
মরিরে ধুয়া উঠে কি কি রঙ্গে কি রঙ্গে মরণ
তাহার বৃত্যান্ত গোসাই বলনা এখন

গোসাই : গান

পরকালের চিন্তা মাই কর এক বার
ভাবহ শ্রীকৃষ্ণ নাম সংসারের সার
মরিরে ধন জন পুত্রকন্যা কার কেহ নয়
হাটের হাটুয়া যেন পায় তার পরিচয়

৪২. রঙ্গ—রঙ।

(কথা বা পাঠে উত্তর)

দীল আছে ডিম্বরূপ জর্দ্দরঙ্গ[43] তার
মনুরায় হাওয়া রঙ্গ শুন সমাচার
পবনের রঙ্গ তুমি সবুজ জানিবে
সপ্তরঙ্গ[44] ধুয়া উঠে মরণ কালেতে
সেই ধুয়া মিটে গেলে মরণ হয় নিশ্চয়
এ দেহ ছাড়িয়া তখন পবন পলায়

ব্রহ্মাশ্বরী : গান (প্রশ্ন)

নৈলাকার[45] পৃথিবীর মধ্যে ভাসে নারায়ণ
ক্ষীরোদ সাগরের জলে বট পত্রের শয়ন
মরিরে বটপত্র কে হই গোসাই বল না আমায়
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর কার গর্ভেতে হয়

গোসাই : গান (উত্তর)

একা কৃষ্ণ ভাসে মাই দেব নারায়ণ
বট পত্র হইল মাই শ্রীরাধিকার জীবন
মরিরে এতবলি ফেলিলেন একবিন্দু ঘাম
তাহাতে জন্মিল আদ্যাশক্তি যাহার নাম
মরিরে তাহার গর্ভেতে হয় পুরুষ রতন
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই তিন জন*

পাঠ বা কথায়

ব্রহ্মারে কহিল তুমি করহ সৃজন
বিষ্ণুরে কহিল তুমি করহ পালন
সংহার কারণে মহাদেবকে দিল
তিনজনকে তিন কর্ম তিনি দিয়েছেন।

৪৩. জর্দ্দরঙ্গ—জরদ রঙ, হলুদ। 'ধন, জন পুত্র কন্যা কার কেহ নয়' অংশে মনে পড়ে 'কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ সংসারোয়ং অতি বিচিত্র'। (মোহমুদগর : শঙ্কর) ৪৪. সপ্তরঙ্গ - সপ্তরং। নীল, পীত, লোহিত, শুক্ল, রক্ত হরিদ্রাভ, ৪৫. নৈলাকার—নৈরাকার। * সহজিয়া মত : আগম-সার স্মরণীয়। অধ্যাপক মনীন্দ্রমোহন বসু সম্পাদিত। 'একা কৃষ্ণ ভাসে·········এই তিনজন।'

(এইরূপ সারা রাত্রি ধরিয়া বহু আকর্ষণীয় তত্ত্ব প্রশ্ন উত্তর কথা কাটাকাটি করিতে থাকিলে তাহার শিষ্য গৌরচান গোসাই কষ্টে ও অনাহারে আছে এই মনে ভাবিয়া ব্রহ্মাশ্বরীকে বাধা দিয়া বলিল আমার কথা শুন।)

গৌরচান : গান

সিদ্ধির দেশের মানুষ মাইগে বাবাজী আমার
চিনা বড় কঠিন মাই তাহার ব্যবহার
মরিরে তর্ক ছাড়িয়া মাই ধর গোসাইর চরণ
অন্তিম কালেতে পাবে ঐ রাঙ্গা চরণ

(তখন ব্রহ্মাশ্বশ্বরী গৌরচানের সহিত কথা কাটাকাটি করিয়া বলে বেশত তোমার গোসাই আমার হাতে সেবা করিয়া তোমরা যেখানকার মানুষ সেইখানে চলে যাও. না হয় তুমি যে বলিলে আমার গোসাই সিদ্ধির দেশের মানুষ সে দেশ সম্বন্ধে তোমার কতদূর অভিজ্ঞতা আছে আমায় বল নৈলে তোমায় ছাড়িব না। গৌরচান বলিল, আমি ওসব জানিনা আমার গোসাই বলিবে।

গোসাই দেশ কাল পাত্র সম্বন্ধে ব্রহ্মাশ্বরীকে কিছু কথা বলিতেছে।)

গান

গোসাই : দেশের দেশী না হইলে বলা নাহি যায়
কিছু কিছু দেশের কথা বলি যে তোমায়
মরিরে স্থূল প্রবর্ত[৪৬] সাধক সিদ্ধি এই চারিটি দেশ
তার কিছু কর্মের কথা বলি যে বিশেষ

পাঠ ও কথা

বেদ কর্ম জগ তপ স্থূল দেশে হয়
প্রবর্ত্তে আত্মজ্ঞান বলি যে তোমায়

৪৬. "প্রবর্ত অবস্থায় ভগবানের নিকট দৈন্য ও গুরুর করুণা প্রার্থনা, সাধক অবস্থায় দেহতত্ত্ব, মনের মানুষ, সাধনার স্বরূপ প্রভৃতির বর্ণনা, সিদ্ধ অবস্থায় সাধনার পরিপূর্ণতার স্বরূপ"। (বাংলা বাউল ও বাউল গান—পৃঃ ১১১)" প্রবর্ত অবস্থায় নামাশ্রয় ও মন্ত্রাশ্রয়বিহিত। (ঐ পৃঃ ৪০৫)।

সাধকেতে সখি ভাব হইবে যাহার
সিদ্ধির দেশে প্রেমের ভাব হয়ে থাকে তায় ॥
প্রেমের দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণকে জয় লাভ করা যায়, টাকা পয়সার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে জয় লাভ করা যায় না।

ব্রহ্মশ্বরী : গান (প্রশ্ন)

ও গোসাই আমায় বল না
প্রেমের কি ভাব হয় আমার আছে অজানা
মরিরে ছা'তে হইল বিয়ে না পুরে আশা
অভাগিনী কোপাল[৪৭] মন্দ হইলাম নৈরাশা

গোসাই : গান (উত্তর)

প্রেম করিতে পারিলে মাই স্বর্গে বাস হয়
কামেতে মজিয়া গেলে নরকে যেতে হয়
মরিরে বৃন্দাবনের ব্রজ ভাব[৪৮] নাহি জানিলে
জানিতে প্রেম সেই দেশে গেলে

পাঠ বা কথা

বৃন্দাবনে মিলে কৃষ্ণ ভাগবতে কয়
বৃহৎ বন্দাবনে[৪৯] কৃষ্ণ প্রাপ্ত হয় ॥

৪৭. কোপাল —কপাল, ৪৮. ব্রজভাব হল ব্রজপ্রেম। শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত কেউ ব্রজপ্রেম দিতে পারে না। 'আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে' (চৈতন্য চরিতামৃত ১।৩।২০)। 'ব্রজ প্রেমের প্রথম স্তরে রতি বা ভাব বা প্রেমাঙ্কুর সাধকের মনে উদিত হয়। এই রতি গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলে প্রেমে পর্যবসিত হয়। ব্রজে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারি ভাবের লীলা আছে। ব্রজভাবের সাধক ইহার যেকোন একটি ভাবের লীলায় শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করিতে পারেন।' (চৈতন্য চরিতামৃত ২।২২।৭৪ অবলম্বনে লিখিত। সূত্রঃ সংক্ষিপ্ত বৈষ্ণব অভিধান কুমুদরঞ্জন ভট্টাচার্য। পৃঃ ১৭০)। ৪৯. বৃন্দাবন তো মথুরা জেলায় অতি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব তীর্থ। কিন্তু 'বৃহৎ বৃন্দাবন' খুব স্পষ্ট নয়। সনাতন গোস্বামীর 'বৃহৎ ভাগবতামৃত' গ্রন্থ আছে। সম্ভবতঃ চৈতন্যচরিতামৃত কথিত 'কৃষ্ণলোক' বা 'কৃষ্ণধাম' বোঝানো হয়েছে। বৈকুণ্ঠের উপরে কৃষ্ণলোক বা কৃষ্ণধাম। এর ত্রিবিধ অভিব্যক্তি - দ্বারকা, মথুরা, গোকুল। গোকুলের অন্যান্য নাম ব্রজলোক গোলক, শ্বেতদ্বীপ ও বৃন্দাবন। বৃন্দাবনের অবস্থান সর্বোপরি। এখানেই মাধুর্য, ঐশ্বর্য ও কৃপাদির ভাণ্ডার।

ব্রহ্মশ্বরী ঃ গান (প্রশ্ন)

ও গোসাই বলনা এখন
কোথায় আছে গোসাই বৃহৎ বৃন্দাবন
মরিরে শ্রীকৃষ্ণ ভজিবার তরে কেবা পাত্র হয়
তাহার বৃত্যান্ত গোসাই বল না আমায়

গোসাই ঃ গান (উত্তর)

সিদ্ধির দেশে ওগে মাই বৃহৎ বৃন্দাবন
কাল হলো ১৮ দণ্ড নিশি নিরূপণ
মরিরে পাত্র হইল মাই শ্রীরাধিকার জীবন
আশ্রয় লইল মাই মঞ্জুরীর ধন[৫০]
মরিরে প্রেম সেবা ওগে মাই করিয়া আলম্বন[৫১]
উদ্দীপনে বংশীধ্বনি শুনরে আমাব মন

(গোসাইর ঐ সব কথা শুনিয়া ব্রহ্মশ্বরী ইতস্তত হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল যে, আমি বাল্য বিধা হইয়া ব্রহ্মচার্য্য* সাধন অবলম্বন করিয়া ভগবানকে স্মরণ করিব। আমি বহু বৈষ্ণব গোসাই পরীক্ষা করিলাম এতদিন ধরিয়া কেহই আমার মনপুত হয় নাই। মন্ত্রও নেই নাই এই যে আমার সাক্ষাত নবদ্বীপের শ্রীমানিকচান গোসাই ইনি আমার উপযুক্ত গুরু কি করিয়া মন্ত্র লইয়া সেবা দেওয়া যায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।
ব্রহ্মশ্বরী গোসাইকে বলিতে লাগিল আমার একটি ছট কথা শুনেন।)

৫০. মঞ্জুরীর ধন—এ কথাটিও খুব স্পষ্ট নয়। রূপ গোস্বামী 'মঞ্জুরীভাব' এর কথা বলেছেন, ৫১ আলম্বন উদ্দীপন—অলংকার শাস্ত্রের কথা। যা দ্বারা এবং যাতে রতি প্রভৃতি ভাবের আস্বাদন করা যায় তাকে বলে বিভাব। বিভাব দুই প্রকার। আলম্বন ও উদ্দীপন। 'আশ্রয়-আধার, গতি, রত্যাদির যোগ্য বিষয় রূপে শ্রীকৃষ্ণকে এবং আশ্রয় রূপে ভক্তগণকে 'আলম্বন বলে'। (সংক্ষিপ্ত বৈষ্ণব অভিধান পৃঃ ২৪) উদ্দীপন হল যা স্থায়ীভাব প্রভৃতিকে প্রকাশিত করে। (ঐ পৃঃ ২৯)। * বিধবা বিবাহ সমাজে প্রচলিত, তাসত্ত্বেও ব্রহ্মশোরীর আকাঙ্ক্ষা ভিন্ন। একেই বলে সামাজিক সংস্কৃতায়ন।

ব্রহ্মেশ্বরী : গান (প্রশ্ন)

জন্ম দুঃখী কোপাল পুড়া আমি একজনা
অপরাধ খমা+ কর আপন জানিয়া
মরিরে কোন নক্ষত্রে জন্ম আমার স্বামী যায় মারা
তাহার বৃত্যান্ত গোসাই দিবেন বলিয়া

গোসাই : গান (উত্তর)

রুহিনী নক্ষত্রে জন্ম তোমার বলি যে এখন
সেই নারী বিধবা হয় শাস্ত্রের লিখন
মরিরে মঘা নক্ষত্রে জন্ম হইবে যাহার
সেই নারী বন্ধ্যা হয় বলি যে তোমার[৫২]

ব্রহ্মেশ্বরী : গান (প্রশ্ন)

বন পুড়ে যায় সবাই দেখে আকাশে উড়ে ধুয়া
মনের আগুন জ্বলে দ্বিগুণ কেউ ত দেখেনা
মরিরে অভাগিনী নারী আমি ধরি যে তোমায়
না করিনু গুরু সেবা কি হবে উপায়

গোসাই : (উত্তর কথায়)

গুরু সেবা না করিলে কি হয় সেই কথাই তোমাকে বলিতেছি

গান

গুরু সেবা নাহি করে যেই দুরাচার
মহাপাপ ঘিরে তাতে সংসার মাঝার
মরিরে ব্রত যগ্য,[৫৩] উপবাসে যেই ধর্ম হয়
সেই ধর্ম হয় নাই গুরুর সেবায়

ব্রহ্মেশ্বরী : গান

বুঝিতে পারিলাম জীবের নাম মন্ত্র সার
মন্ত্র দিয়া ওহে গোসাই করিবেন উদ্ধার

* ব্রহ্মচার্য—ব্রহ্মচর্য, + খমা—ক্ষমা, ৫২. ফলিত জ্যোতিষ বিদ্যা। ৫৩ যগ্য—যজ্ঞ।

মরিরে জানিতে পারিন, গোসাই গুরু বড় ধন
মন প্রাণ জীবন যৌবন করিলাম সমার্পন[৫৪]

(এই বলিয়া ব্রহ্মশ্বরী গোসাইর দুই চরণ ধরিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল ও কাঁদিতে লাগিল। গোসাই তখন হাত ধরিয়া ব্রহ্মশ্বরীকে উঠাইল ও বলিতে লাগিল—দেখ ব্রহ্মশ্বরী তুমি যে কথা বলিলে সে কথা সত্য যে, গুরু বড় ধন কিন্তু আমি একটি তোমাকে নিগুর[৫৫] তত্ত্ব কথা জিজ্ঞাসা করিব সেই কথাটির উত্তর যদি আমার মন মত হয়, তাহলে জানিব যে তুমি গুরু বস্তু চিনিয়াছ।)

গোসাই : গান (প্রশ্ন)

কোথায় গুরুর জন্ম কোথায় তাহার বাস
কি বস্তু পাইয়া তুমি হইলে গুরুর দাস
মরিরে কিভাব পাইয়া তুমি বাঁধা দিলে মন
কি শক্তি জানিয়া দেহ করিলে সমার্পণ

ব্রহ্মশ্বরী : গান (উত্তর)

পরাকিয়া[৫৬] ভাবে গুরুর ব্রজ মধ্যে বাস[৫৭]
প্রেম ভাবে পাইয়া আমি হইলাম তার দাস
মরিরে মহাভাব লইয়া আমি বাঁধা দিনু মন
কৃষ্ণশক্তি জানিয়া দেহ করিলাম সমার্পণ ॥

(এই গান করিতে করিতে ব্রহ্মশ্বরী শ্রীমানিকচান গোসাইর চরণ জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল।)

তারপর দিন সকালে গুরু ব্রহ্মশ্বরীকে নাম মন্ত্র দিল। ব্রহ্মশ্বরী গোসাইকে সেবা করাইল। ব্রহ্মশ্বরী তাহার বাবা ও মায়ের মত লইয়া গোসাইর সেবাদাসী হইয়া রামকেলির পথে রওনা হইল।

৫৪. সমার্পণ—'বমেশোরী' গুরুর কাছে আত্মসমর্পণ করল। সহজিয়া গুরুবাদের জয়, ৫৫ নিগুর- নিগূঢ়, ৫৬. পরাকিয়া—পরকীয়া, ৫৭. এই বক্তব্য স্পষ্ট নয়। চৈতন্য চরিতামৃতকার বলেছেন 'পরকীয়া ভাবে অতিরসের উল্লাস ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস'। (চৈতন্য চরিতামৃত—১।৪।৪১-৪২। সংগ্রহ-সূত্র—সংক্ষিপ্ত বৈষ্ণব অভিধান ঃ কুমুদরঞ্জন ভট্টাচার্য পৃঃ ১০৫)।

পালাটিয়া ঃ খাস পাচালি

চিন্তাশোরী/চিন্তাসরী

চরিত্রলিপি

ফাকতাল	—	একটি যুবক / পেশা কৃষিকর্ম
ফাকতালের মা	—	ঐ মা
মিয়া সাহেব	—	একজন ফকির
চিন্তাসরি	—	বিধবা যুবতী
চিন্তার দাদা	—	ঐ দাদা

* এই পালার খাতাটি জলপাইগুড়ির শিক্ষক ও লোকসংস্কৃতিপ্রেমী শিবপদ ভৌমিকের কাছ থেকে ১৯৭৭ সালে আমি পেয়েছি। তিনি জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ থানা থেকে এটি সংগ্রহ করেছিলেন। পালাটিয়া জলপাইগুড়ি অঞ্চলে প্রচলিত 'ধামগান'-এর অন্তর্ভুক্ত। পালাটিয়ার তিন রূপঃ 'মান পাচালি', 'রঙ পাচালি' ও 'খাস পাচালি'।

বন্ধানা[১]

ওমা দেখ কলির ব্যেবহার
পাপে ডুবিল সংসার
ও মা জলপাইগুড়ি ডুবিল জলে
দেখিয়া মন কান্দে সভাকার[২]

চিতান*

ও মা পাহাড় ভাঙ্গি আসিল জল সংসার করে টলমল
ও মা জলের বেগে ভাঙ্গে গেল, এল গাড়ির[৩] লাইন
ও মা চিত্থা নদির[৪] বান[৫] ভাঙ্গিয়া (ভাংগিয়া)
কার ভাসিল বুড়াবুড়ি
কার ভাসিল ছুয়া[৬] ও মা জলের বেগে ভাংগি গেল
এল গাড়ির লাইন।

১

ফাকতালের মা ও ফাকতালের পাঠ

ফাকতাল : হাগে মামা[৭] উত্তর পাসে[৮] হামার হুটা[৯] কিসের টিপি গে ওইটা মুই কাটি ফেলে তাংকু[১০] গাড়ি দিম।

মা : হে রা হুটা নাকাটিস ওইঠে হাউ ঠাকুরটা আসে,[১১] হাউ ঠাকুরটা

ফাকতাল : হা গে মা হুটা ঠাকুরটা পূজা করিলে কি হয় ?

মা : হারে বা[১২] হুটা ঠাকুরক যায় যেইটা মানে তারে সেইটা ফলে।

ফাকতাল : মা পূজা করিতে কি কি নাগে গে।

১· বন্ধানা—বন্দনা, ২· সভাকার—সবার, * চিতান—গানের সুর, ৩· এল—রেল, ৪· চিত্থা নদি—তিস্তা নদী, ৫· বান—বাঁধ, ৬· ছুয়া—ছেলে, ৭· মামা—মা, ৮· পাসে—দিকে, ৯· হুটা – ওইটা, ১০· তাংকু—তামাক, ১১· হাউ ঠাকুরটা আসে—লৌকিক দেবতা, ১২· বা—বাবা (ছেলেকে স্নেহের সম্বোধন)।

মা : বা নাগে আর কি কলা আলয়[১৩] চাউল খুই[১৪] এইলা।[১৫]

ফাকতাল : মা তুই ঠাকুরটা পরিসকার করেক মুই যাছু পূজার খরচ[১৬] করিবা।

২

পূজা ফাকতাল

ফাকতাল : গান

ওরে হাউ ঠাকুর তোক ভক্তি করু
মনের আশা পুরাইস মোর
দুধে কলা আলয়ে খইয়ে
পূজা করিম তোর।

চিং : ওরে হাউ ঠাকুর
তোক ভক্তি কর
চিন্তাক যদি নিবা পারু
দে মোক বর
চিন্তা যোদি আসে মোরে ঘর

চিং : ওরে যদি বুদ্ধি খটে মোর
তাহলে তোর আছে জোর
মালা ভোক কল[১৭] দিয়ারে ঠাকুর
পূজা করিম তোর।

৩

চিন্তাসরি : মোরত স্বামিটাত মারা গেলেক গাভুর[১৮] বয়সে
মুই এলা কি করিম যাও[১৯] ওই স্বামীর কবরটাত
ওইটে কনেক কান্দিয়া দেহাটা জুড়াম।[২০]

১৩. আলয়—আতপ, ১৪. খুই—খই, ১৫. এইলা—এইসব, ১৬. খরচ—জিনিসপত্র খরিদ করা, * চিঃ—চিতান, ১৭. মালা ভোক কল—মালভোগ কলা, দেশী ও পলিরা বলেন মানকি বা মানিক কলা অর্থাৎ সবরি কলা, ১৮. গাভুর—যৌবন, ১৯. যাও—যাই, ২০. জুড়াম—শীতল করব।

ফাকতাল : আচ্ছা মুই যাওদি দেখু চিন্তাসরিটাক নিবা পারু কি না পারু। আজি ওর স্বামীর কবরটাত থাকিয়া রহিম ভুত সাজিয়া। চিন্তাসরিটা ত পতিদিন কান্দে। আসিয়া দেখুতো তাহ অক নিবা পারেছু না পারু।

চিন্তাসরি : এইটায় ত মোর স্বামীর কবর। এইঠে কনেক কান্দিয়া দেহাটা জুড়াও। এই স্বামী তুই মোক গভুর[২১] বয়সে আড়ি[২২] করিলো।

চিন্তাসরি : গান

চিতুন[২৩] বয়সে মোক আড়ি কল্লোরে
ও কি হায়রে নারায়ণ।

চিং : দারুন বিধিরে ওরে কি দোসে[২৪]
মারিলো[২৫] মোর স্বামীধন
ওরে ধিক ধিক নারী এ ছাড় জীবন।

চিং : দারুণ বিধিরে ওরে কি দোসে মারিলো স্বামীধন
ওরে স্বামীর শোগে[২৬] মোর যাবে জীবন

ফাকতাল : ডাকেছিৎ কান্দেছিৎ কেনে খালি দেহাটাক ফুরালো[২৭] একেলায় যদি অভা[২৮] না পারিস তে ফাকতালটাক আনিয়া তুই ডাংগুয়া[২৯]

চিন্তাসরি : হুই স্বামীটা ত মোর ঠিকে ভুত হইছে। অক যদি মুই না খেদাও[৩০] তাহলে ত অত্তাচার[৩১] করিবে।

২১. গভুর—যৌবন, ২২. আড়ি—বিধবা, ২৩. চিতুন—চড়া বয়স, যৌবন ২৪. দোসে—দোষে, ২৫. মারিল মরিল, ২৬. শোগে—শোকে, ২৭. ডাকেছিৎ কান্দেছিৎ কেনে খালি দেহাটাক ফুরালো—ডাকাডাকি কাঁদাকাটি করে শুধু শুধু দেহটাকে নষ্ট করছিস কেন, ২৮. অভা—রভা, থাকা, ২৯. ডাংগুয়া—বিধবা নারী সম্পত্তি ও যৌবন রক্ষার জন্য যখন অন্য পুরুষকে তার ঘরে রাখে, তখন সাধারণতঃ সে লাঠি নিয়ে বিধবার ঘরে প্রবেশ-করে। তাকে বলে ডাংগুয়া। ডাংগুয়া বিবাহরীতি রাজবংশী দেশী-পলি সমাজ-স্বীকৃত, ৩০. খেদাও -খেদাই, তাড়াই, ৩১. অত্তাচার অত্যাচার।

মিয়া সাহেবঃ গান

ওই রাজ্যের শুক[৩২] নাই আর শুক নাই আর
ভাইরে জীবন বাচায়[৩৩] ভার
ভাইরে কাউ[৩৪] না করিলো নুন তেল বোলে
পুয়োয়[৩৫] না জায় আর
এমা চাইটি ভিক্ষা দেও মা
চাইটি ভিক দেও।

চিন্তাসরি ঃ হে ফকির তুউ আসিল মোর বাড়ী ভিক্ষা করিবা এই সমে[৩৬] মোর দুঃখ দেখিয়া কাউয়া[৩৭] ছিটায় ছিটায় ভাত খায় না।[৩৮]

মিয়া সাহেবঃ এই মাই তোর আর দুঃখটি কিসের হে, মাই মোক কহদি তোর দুঃখটি কিসের।

চিন্তাসরি ঃ দেখ ফকির ওযে মোর স্বামীটা যে মারা গেইছে এলা আর ভুত হইছে আক মুই খেদাও কেমন করি।

মিয়া সাহেবঃ এ মাই এইটার চিন্তা তোক ধরিছে, মাই তোর কুন চিন্তা নাই এমন হাংকার[৩৯] মাই মুই জারিম[৪০] কুত্তি[৪১] যাবে অয়[৪২]।

চিন্তাসরি ঃ ফকির তাহলে মোর একটা কথা শুন।

গান

কহিতে দুঃখের কথা ও মোর বুক ফাটিয়া যায়
ও মোর চোখের জল মোর পড়ে সদায়।

চিং ঃ কি মোর কপালের নিখন[৪৩]
স্বামীর শোগে যাবে জীবন
মন মোর কান্দে সদায়।

৩২. শুক—সুখ, ৩৩. বাচায়—বাঁচায়, ৩৪. কাউ—কেউ, ৩৫. পুয়োয়—পোষায়, ৩৬. সমে— সময়, ৩৭. কাউয়া—কাক, ৩৮. ছিটায় ছিটায় ভাত খায় না—গভীর দুশ্চিন্তার আভাস, ৩৯. হাংকার—হুংকার, হাঁক, ৪০. জারিম—জুড়ব, ৪১. কুত্তি—কোথায়, ৪২. অয়—ও, ৪৩. নিখন—লিখন।

চিং ঃ কি মোর কপালের লিখন
স্বামীর শোগে যাবে জীবন
মন মোর কান্দে সদায়
ওরে স্বামী কি মোর পাপি ছিল
স্বর্গবাসে নাই গেল
ও মোর নাম ধরিয়া ডাকায়

পাঠ

ফকির মোর দুঃখের কাথা তুই শুনিলো।

মিয়া সাহেব ঃ এহে মাই তোর কুন[৪৪] চিন্তা নাই। চলদি[৪৫] যাই কুনঠে তোর স্বামী ভুত হইছে[৪৬] চল।

(ভুত তাড়াইতে গেল)

৫

মিয়া সাহেব ঃ গান

মোর হাংকার রে শালার ভুত
তুই কৈলাসে যা।

চিং ঃ মোর হাংকার শুনিয়ারে শালার ভুত
তুই নাই যাব ছাড়িয়া
হাত দুইখান বান্দিম তোর
চানড়ার দড়ি দিয়া।

চিং ঃ এ মিঠু মিঠু মিঠু পাক
মুই যে কেমন ওঝা
শালার ভুত তুই চিনিবা নাই পারিস তাক
ঘাট্টা[৪৭] ধরিয়া শালার ভুত দেছু দুইটা পাক।

৪৪. কনু—কোন, ৪৫. চলদি যাই—চল দেখি যাই, ৪৬. কুনঠে তোর স্বামী ভুত হইছে—কোথায় তোর স্বামী ভুত হয়েছে, ৪৭. ঘাট্টা—ঘাড়টা।

চিং : এ হে মাই চখুনা[৪৮] তার বড় বড়
দাতলা না হয় কম[৪৯]
অভুত্তাক[৫০] দেখিয়া মোর
মন্তরে হারাইল ফম[৫১]

(ভূত তাড়ায় দিল)

ফাকতাল : আচ্ছা মুই যাওদি কনেক[৫২]। ওই চিন্তাসরির বাড়ী দেখুদি। চিন্তাসরিটাক নিবা পারছু না না পারু।

মিয়া সাহেব : এই ভাই এত্তি শুনেকদি শুনেক। কহেক নারে। ভাই কবরটাত তুহে ছিল না কিরে।

ফাকতাল : ধোর ভাই মুই নাহাও।[৫৩]

মিয়া সাহেব : এ ভাই তুই যে রাগ হছিত কিতায়।[৫৪] কবরত যে ছিল ঠিক এখেনে তোর মতন। হারে ভাই তুহে না কিরে ঠিকক্[৫৫] কহনা।

ফাকতাল : এ ভাই ফকির তোক আর মিছা কাথা কয়হা হবে কি ভাই। মুহে ছিনু ভুত সাজিয়া।

মিয়া সাহেব : হারে ভাই কিতায় ছিলরে তুই। মক কহদি[৫৬] ভাংগিয়া।

ফাকতাল : ফকির মুই যে কিতায় ছিনু শুনিবা চাহাচিৎ?[৫৭] তাহলে শুনেক ওই চিন্তাসরিটাক নিবার বাদে[৫৮] কহদি ভাই কেমন করে নিবা পারু।

মিয়া সাহেব : কহদি ভাই তোর নামটা কি।

ফাকতাল : মোর নামটা ফাকতাল।

মিয়া সাহেব : ফাকতাল এই চিন্তাসরিটাক নিবার বাদে তুহে কবরটাত ভুত সাজিয়া ছিল ওইটাক মুই একটা মন্তরে আনি ফেলাম।

৪৮. চখুনা—চোখ দুটো, ৪৯. দাতলা না হয় কম—দাঁতগুলোও কম নয়, ৫০ অভুতা—একটা গালি, ৫১. ফম—স্মরণ, ৫২. কনেক—খানিক ৫৩. মুই নাহাও—আমি না হই, ৫৪. রাগ হছিত্ কিতায়—কেন তুই রাগ হচ্ছিস, ৫৫. ঠিক্ক্—ঠিক করে, ৫৬. মক কহদি—আমাকে বল দেখি, ৫৭. চাহাচিৎ—চাচ্ছিস, ৫৮. বাদে—জন্যে।

ফাকতাল : মিয়া সাহেব—ঠিক আনিবা পারিবো তাহলে মোর একটা কাথা শুন।

গান

ও কিরে মিয়া সাহেব হাত ধরিয়া কহচু তোক
চিন্তাসরিটাক মিল করিয়া দে মোক।

চিং : চিন্তাসরিটার বাদে মোর পালাইছে পেটের ভোক[৫৯]
আতি[৬০] দিনে মন কান্দেছে কি আর কহিম তোক।
কি আর কহিব বাপ কহ মোক।

চিং : চিন্তাসরিটার বাদেরে মিয়া সাহেব
ভাতে খাবার মনায়না
বিছিনার থাকিয়া মোক
নিন্দে ধরেনা।

(কথায়) মিয়া সাহেব তুই জোদি[৬১] মোক ওই চিন্তাসরিটাক আনি দিবা পারিস তাহলে তোক এক'শ (১০০) টাকা দিম।

মিয়া সাহেবঃ ফাকতাল টাকা শটি দেদিহেনে।[৬২] তোক, চিন্তাসরিট লাগিবে তো এহে মুই জাছু তুই টাকাটি দেদিহেনে।

ফাকতাল : মিয়া সাহেব—ঠিক দিবো তো আনিয়া চিন্তাসরিক।

মিয়া সাহেবঃ ঠিকে দিম আনিয়া। তুই টাকাশটি দেদি মুই। যাছু চিন্তার বাড়ী।

৬

মিয়া সাহেবঃ চিন্তাসরি বাড়ীতে আছিনা।

চিন্তাসরি : হই ফকির আজি আর আসিল কিতায়।

মিয়া সাহেবঃ চিন্তাসরি আসিনু আর কেনে তোর বাড়ী। ওইটা ভুত না হায় মাই। ওই ফাকতালটা ছিল ওই ভাবে ভুত সাজিয়া তোকে নিবার বাদে।
চিন্তা ফাকতালট নিবা চাহচে তোক
তারে বাদে ১০০ টাকা দিছেরে মোক।

৫৯. ভোক—ক্ষুধা, ৬০. আতি—রাত্রি, ৬১. জোদি—যদি, ৬২. টাকা শটি দেদিহেনে—শ'টাকাটা দে দেখি।

চিন্তা : হই মিয়াসাহেব হুটা আর কেমন কাম করিছিত তুই।

মিয়া সাহেবঃ মাই হুটা বুদ্দিধ মোরঠে[৬৩] আছে। তোর দেওরটা আছেনা। অয় তো বোবা। অক কহিস যে তুই যে ঘরটাত থাকিস ওইটা ঘরত অক থাকিবা আর তুই মোর নগত[৬৪] চলি যাবো তোর ভাইয়ের বাড়ী। তোক নিগায় থুম।[৬৫] আর কহিম ফাকতাল আতির ১২টার সময় যাইস। মাই মুই তাহলে যাছু ফাকতালের ঠে। মাই ভুল জেনে না হয়।

৭

মিয়া সাহেবঃ ওই ফাকতাল এতি[৬৬] শুনেকদি মোর একটা কথা।

গান

ওরে নামটা তোর ফাকতাল ডাংগাতপাতাইছিত জাল
সাদ[৬৭] কিরে তোর বুদ্দিধ চড়িবে আগে দেখি ঘামাইতে হবে।

চিং : ওরে কোন বংশে তুই মাছ নাই মারিস
ডাংগাত পাতাইছিত্ জাল
আগে দেহা না নেটালে কেমনি খাবো শাল[৬৮]
ও তুই ডাংগত পাতাইছিত জাল।

মিয়া সাহেব পাঠ

এই ফাকতাল কিছু আর টাকা পইসা দে। তোর আর কনু চিন্তা নাই। তামান[৬৯] ঠিক আছে। এ হে শুনেক দি মোরঠে। চিন্তাসরি মোক এখেনে কথা দিয়া দিছে উত্তর ঘরটাত চিন্তাসরি থাকিরাহিবে তুই আতির ১২টার সময়

৬৩. মোরঠে—আমার কাছে, ৬৪. নগত—সঙ্গে, ৬৫. থুম—থোব, রাখব, ৬৬. এতি—এখানে, ৬৭. সাদ—সাধ্য, ৬৮. আগে দেহা না নেটালে কেমনি খাবো শাল—'শাল' একরকমের মাছ। এই মাছ ধরতে গেলে কৌশল জানতে হয়, পরিশ্রমী হওয়াও দরকার, ৬৯. তামান—সকল।

যাইস চুপ করি জানিসত কুকুর আছে। হাতখানা ধরিস তাহলে চলিয়া আসিবে। কিন্তু কথা কহিস না। নাহলে কিন্তু ঠেলা পাবো। মুই গেনু।

৮

মিয়া সাহেবঃ মাই ফাকতালক কিন্তু কাথা ওই ভাবে কহিচু ওয় মাই আজি আসিবে। অনুক[৭০] তুই চল মোর নগত তোর ভাইয়ের বাড়ী তোক থইয়া কয়হা আসু।

(মিয়া চিন্তাকে নিয়া গেল)

৯

(ফাকতাল বোবাকে চিত্তাসরি মনে করি তার বাড়ী নিয়া গেল)

ফাকতাল ঃ মাগে মা একটা মুই কইনা আনিছু আজি আত্তিটা তোরে নগদ থাকা। কালি সেলা[৭১] একটা সেবা[৭২] দেওয়া যাবে। (বোবাকে খিদা লাগাইছে তার মা ভয় পায়)

মা ঃ হারে বাউ বাই ইটা আর কি আনিছিত বা।

ফাকতাল ঃ হাগে মা কি হইল গে তোর।

মা ঃ হারে বেটা তুই এইটা কি আনিছিত দেখছি। গংগাটাক[৭৩] আনিয়া মোর নগদ থাকালো, বেটা তুই মোর একটা কাথা শুনেক কি তোক আর বাড়ীত রহিবা দিবা নাহাও। বেটা শুনেক দি।

মা ঃ গান

ভাগরে বেটা কলংকিয়া[৭৪] মারনে বিদেশে যায়া[৭৫]
বাচিয়া তুই আছিত রে কিতায়।[৭৬]
তোক ত আর দেখিবার না মনায়।[৭৭]

৭০. অনক—এখন, ৭১. সেলা—যাহোক, ৭২. সেবা—গোসাই রীতিতে বিয়ে, ৭৩. গংগাটাক—বোবাটাকে, ৭৪. কলংকিয়া—কলংকি, ৭৫. মারনে বিদেশে যায়া—মর গিয়ে বিদেশে যেয়ে, ৭৬. কিতায় – কি জন্যে, ৭৭. না মনায়—ইচ্ছে নেই।

চিং ঃ ওরে চোখ থাকিতে আন্দেলা[৭৮] হোল
মাইয়াক ছেড়ি[৭৯] মন্দক[৮০] আনিলো
গংগাটাক আনিয়া তুই মোর নগত থাকালো
তুইত মোকে চমকালো।

পাঠ ঃ বেটা বাড়ী থিকে নিকালিয়া[৮১] যা।

ফাকতাল ঃ মা মুই যাছু চলিয়া।

(বাড়ী থেকে বাহির হইয়া গেল)

হায় ভগবান মুই কি করিন, মনের দুঃখে একটা গান করু।

গান

ওরে আপন দোষে সবেতো হারানু হে হায় বিধি
দিনেতে মোর হইল আন্ধার আতি।[৮২]

চিং ঃ ফকির শালার বুদ্ধি ধরিনু
ধন মান সবে হারানু
মোর কি হবে গতি।

চিং ঃ ওরে কুনঠে গেলে চিন্তাক পাম
দেখিয়া কনেক দেহাটা জুড়াম
এ জীবনে নাই মোর সুখ শান্তি।

পাঠ ঃ যাওদি দেখু ফকিরটারে দেখা যদি হয়।

১০

মিয়া ঃ মাই তুই চল মোর নগত তোর আর ছাড়াছাড়ি নাই।

চিন্তাসরি ঃ ফকির তুই মোক কি পাকত ফেলালো মোর একটা কথা শুনেকদি ফকির।

গান

নানান তালে আনিয়ারে তুই
মোক বিষম পাকত ফেলালো
তোর কি মনে ফকির এই ছিল।

৭৮. আন্দেলা—অন্ধ, ৭৯. ছেড়ি—ছেড়ে, ৮০. মন্দক—পুরুষ, ৮১. নিকালিয়া—বেরিয়ে যাওয়া, ৮২. আন্ধার আতি অন্ধকার রাত্রি।

চিং ঃ দেছু তোকে ধরম দাই[৮৩]
ওরে অবাগনির[৮৪] আর কেহ নাই।
মোক নিলে তোর লাগিবেরে ফকির
আল্লাজির[৮৫] দহাই।[৮৬]

চিং ঃ ওরে পাও ধরিয়া কহছু তোকে ছাইড়া দে মোকে, ও ভাই
আমার কেহ নাই।

মিয়া ঃ মাই ও কথা চলিবে নাই মোর একটা কথা শুনেক মাই

গান

ও মাই কান্দিলে রক্ষা করিবে কে
স্বামী বোলে মানেক মোকে
জীবন গেলে মাই ছাড়িবা নাহাও তোকে।

চিং ঃ ও মাই গে হে তোক আনিনু মাই বড়য় গে আশে
জিয়া পত বাড়ী[৮৭] মাই নোগাম তোকে
দন জনে[৮৮] বেড়াম সুখে।

চিন্তাসরি ঃ ফকির তোর পাও ধরি কহচু তুই মোক ছাড়িয়া দে।

মিয়া ঃ মাই হুলা[৮৯] কাথা তোর চলিবে নাই।

চিন্তাসরি ঃ ফকিব তাহলে তু মোর একটা কথা শুন।

গান

তুই মোক ছাইড়া দেরে ফকির ছাইড়া দে
মা জলনি[৯০] কান্দিবেবে মোর বাদে

চিং ঃ তাহ যদি না হয়ে রে ফকির
গলার মালা ভিক্ষা লে

৮৩ ধরম দাই—ধরমের ভাই সম্পর্ক পাতানো। এই সমাজে ধর্মবাবা, ধর্ম মা পাতানোর নিয়মকে যথাক্রমে বাপু দাই, মা দাই বলে। ৮৪. অবাগনি—অভাগিনী, ৮৫. আল্লাজি—আল্লার নামে, ৮৬. ৮৬. দহাই—দোহাই। ৮৭. জিয়াপত বাড়ী—নিমন্ত্রণ বাড়ি, ৮৮. দনজনে—দুইজনে, ৮৯ হুলা—ঐগুলো, ৯০. জলনি—জননী।

তাহ যদি না হয়ে রে ফকির

কানে সনা তাহ লে[৯১]

তাহ যদি না হয়ে রে ফকির

হাতের চুড়ি তাহ লে।

ফকির : মাই চল মোর নগত।

(ফাকতাল আসে)

ফাকতাল : হাবে ফকির তুই এইবকম মানিস ছা[৯২] ফকির ছাড়ি দে চিন্তাসরিটাক মুই নিম।

মিয়া : হুলা কাথা বলিবা না হয় মুই নিম।

(এখানে দুজনে টানাটানি করিবে)

চিন্তাসরি : গান

এ ভাই শুন মোব একটা কাথা

কেন বুঝনা মুই হনু একেলা নারী

তোমরা দুজনা।

চিং : তোমবা করেন টানাটানি

মুই হনু একেলা নারী

ও ভাই প্রাণে সহেনা।

চিং : ওবে শিমিলায়[৯৩] কি হয়রে চন্দন। পরনারী কি হয়রে আপন। ও ভাই তাহ কি জাননা।

চিন্তার পাঠ : দেখ ভাই তম[৯৪] হলেন দুই জনে মুই হনু একেলায় কহদি মুই কারঠে[৯৫] জাম ভাই মোর একটা তমা কাথা শুন যাহে জিতিবেন মুই তারঠে যাম কাথা আর কি এইটা ডোঁঘত[৯৬] ডুব দেও দন জনে যায় বেসি রহিবেন মুই তার নগত জাম।

৯১. কানে সনা তাহ লে—কানের সোনা তাও নে, ৯২. মানিস ছা—মানুষের ছেলে, ৯৩. শিমিলায় কি হয়রে চন্দন—শিমুল গাছ কি চন্দন হয়? ৯৪. তম—তোমরা, ৯৫. কারঠে জাম—কার কাছে যাব, ৯৬. ডোঁঘত—দীঘিতে।

মিয়া : ঠিক আছে মাই ওটায় হইল।

ফাকতাল : ঠিক আছে যা কায় বেশি ডুবে থাকে।

(দুইজনে ডুব দিল)

ফাকতাল : মাই চল জাই পালায় দন জনে। অয় হলেক মছলমান, তার সাথে তুই কেনে যাবো চল হামা পালায়।[৯৭]

(ফাকতাল ও চিন্তা পালাইল)

মিয়া : শালার ফাকতাল তোর মনত এত হারামি আছে আচ্ছা যাওদি দেখু কুনাঠি গেইছেন তমা পালায়।

১১

(খোঁজ করিতে লাগিল মিয়া এবং দেখিতে পাইল)

মিয়া : এই ফাকতাল কুনঠে যাবেন পালায় তোমা।

(ওখানে দুইজনে টানাটানি চিন্তার দাদা আসে)

দাদা : হাগে মাই তমা কিসের এত টানাটানি লাগাইছেন।

চিন্তা : দাদা দে, মুই হনু একেলায় ফাকতাল ভাই অহ চাহাছে নিবা মিয়াসাহেবটা অহ ভাই চাহচে নিবা মুই ত ভাই একেলায় দুইজনে করেছে টানাটানি।

দাদা : এ ভাই মোর একটা কাথা শুন। দেখ লোক হইল একটা তমা দুইজনে কহদি কায় নিবেন।

ফাকতাল : মুই কহচিত মুই নিম অয় কহচে মুই নিম।

দাদা : একটা মোর একটা কাথা শুন।

মিয়া ও
ফাকতাল : কহদি তোর কি কাথা আছে।

দাদা : এহে মুই না তমার চখুলা[৯৮] বান্দি[৯৯] দেছু নায় ভাই মোর বহিনিন[১০০] আগেত ধরিবেন তারে নগত যাবে মোর বহিনি।

(চিন্তার দাদা চোখ বান্দে দিল এবং তারা পালায় গেল)

৯৭. হামা পালায়—আমার সঙ্গে পালিয়ে, ৯৮. চখুলা—চক্ষুগুলো, ৯৯. বান্দি—বেঁধে, ১০০. বোহিনিন—ভগ্নীকে,।

মিয়া : এই ফাকতাল মুই ভাই আগত ধরিচু, আগত মুই ভাই নিম।

ফাকতাল : এই মিয়া সাহেব মুই আগত ধরিচ, মুই নিম।

(ওখানে দুজনে চোখ খুলে দিল দেখে চিন্তা নাই)

ফাকতাল : গান

তুই ত ফাকি মোক দিল একশ টাকা ফাকেতে খাল।[১০১]

চিং : তোর বে ফকির বুদ্ধি ভারি / গংগাটাক সাজায় দিল

তুই চিন্তাসরি।

মিয়া : গান

ভুত সাজিয়া ও তুই কবরত ছিল

ফকির মানষিটাক তুই কিতায় চমকাল।

চিং : তাতে তোক ফাকি ত দিন একশ টাকা ফাকতে খানু।

ফাকতাল : গান

মোক যেমন মিয়া সাহেব দিলরে ফাকি

তারে বাদে মাজানো[১০২] তোক চিন্তাসরি।

মিয়া : গান

মোক কেমন মাজান তুই চিন্তাসরি

দন জনে চল জাই এলা জিয়াপত বাড়ি।

চিং : মোক মাজানো চিন্তাসরি

আয় দি কনেক পেংটা[১০৩] করি।

ফাকতাল : মিয়া সাহেব যা হমার ভাই হয়ে গেল এলা চল যাই নিজের নিজের বাড়ী। এইলা হামার কপালত ছিল।

১০১. ফাকেতে খাল—ফাঁকি দিয়ে খেলি, ১০২. তারে বাদে মাজানো—তার জন্যে মজালি, ১০৩. পেংটা—রসিকতা, মজা।

পালাটিয়া ঃ রঙ পাঁচালি

সংসার গোপীর পালা

চরিত্রলিপি

সংসার গোপী	—	একজন দরিদ্র
চিন্তা	—	ঐ স্ত্রী
সরপন সিং গিরি	—	জমিদার
ধরল সিং মরল		ঐ চাকর
ছপর সিং	—	জিলাদার
মাইরুল	—	জমিদারের ছেলে

১

সংসার গোপী : মোর মায়ার[১] নাম চিন্তামনি। মোর নাম সংসার। দুঃখের কথালা গে হে দশঠাকুর কৈমু কি আর। স্ত্রী পুরুষ সকল হামারা ২জন, ফল ফাকর[২] নাই। দণ্ডবত করেছি হামারা গে হে দশমুনি।
দেখ ভাই হামার কপালে কিছুই নাই। কয়[৩] কারিম ধাকুরবাত[৪], জন খাটিয়া খাবু ভাত, ভাই পেটে ভুরে কানা।[৫] যম মোর মারিয়া লেগায় না।[৬]

চিন্তা : দেখ স্বামী তোর দেখচু সদায় বেড়ানির ঠায়। কি হোবে হামার ঘরত ভাই। তুই হোলো গোপী[৭] লোক, কাম না কাজ, ধমকান ভায় খোব,[৮] তোর ধমকানত্ মোক না লাগে ডর। কাম করবা যা তুই গিরিদার ঘর।

সংসার গোপী : আচ্ছা ভাই তুই ঘরত্ রোহগে, মুই যাছু।

গান

ভগবান দিলেন হে দুঃখ
আর কুনকালে[৯] হোবে সুখ
আমার বিধি হোল বিমুখ।
(চিতান)* দুঃখে দুঃখে জীবন যাবে
আর কোনকালে সুখ হোবে
আমার পোড়া কপালে ত
দুঃখে দুঃখে জীবন যাবে

১. মায়া—বউ, ২. ফলফাকর—সন্তানাদি, ৩. কয়—কত, ৪ ধাকুরবাত—ঝামেলা, ৫. পেটে ভুরে কানা—পেটভরা খানা, ৬. যম মোর মারিয়া লেগায় না—যম আমাকে মেরে নিয়ে যায় না, ৭. গোপী—গপ্ করা অর্থাৎ যে গালগল্প করে সবাইকে মাতিয়ে রাখে, ৮. খোব—খুব, ৯. কুনকালে—কোনকালে, * চিতান—গানের সুর।

(চিঃ)* কপাল হোল মোর নি আটা[10]
বিধি কোলে জন খাটা[11]
তুপান নদীর ভাসান খুটা[12]

কথায়

এলা[13] কার বাড়ি মুই যাম। কি করিম কি খাম।

২

(কাজের খোঁজে বিফল হইয়া বাড়ি ঘুরিয়া আসিল)

সংসার গোপী : দেখ ভাই আজ কেহ জন নিবে নাই। একজন লিলে[14] জন[15] টাকা পয়সা নাই ১ সের চাউল দিলে কি করবো কর—

চিন্তা : চাউলায় না আর কিছু লাগে? দাল,[16] নুন তরিতরকারী কিছুই নাই, ভাতলায় রাশ্ধিয়া দিছু খা মোর ভাই—

৩

(সরপন সিং গিরির প্রবেশ)

গিরি : হারে মরল,[17] মরল এদিক আয়।

(ধরল সিং মরলের প্রবেশ)

ধরল : গিরি বাবু, মোর নমস্কার, হামারে ডাকিবার কি দরকার

গিরি : ডাকিবার দরকার এই, তুই আজ ছপর সিং জিলাদার ঠাক[18] সঙ্গে লইয়া কাছারি যা। কিছু খাজনা কড়ি আসুল[19] তাগাদা করিবা হোবে।

(ছপর সিং জিলাদারের প্রবেশ)

মরল : হারে ভাই ছপর সিং কাচারিত চল তুই তাড়াতাড়ি। অসুল কোরবা হোবে খাজনা কড়ি—

* চিঃ—চিত্তান, ১০. নি আটা—খাদ্য জোটে না যার, দুঃখী, ১১. জনখাটা—দিনমজুরী, ১২. খুটা—কাঠ, ১৩. এলা—এখন, ১৪. লিলে—নিলে, ১৫. জন—দিন মজুরী। পশ্চিমদিনাজপুর জেলায় জনমজুরীর হার ১ টাকা এবং ১ সের চাল, ১৬. দাল—ডাল, ১৭. মরল—জলপাইগুড়ি ও তরাই অঞ্চলে চাকরকে বলা হয়, ১৮. ঠাক—কাছে, ১৯. আসুল / অসুল—সুদ-আসল পরিশোধ করার জন্য।

(৩ জনের কাচারি গমন এবং ১ জন গোপীর দরকার ও গোপী বিষয় পরামর্শ করিয়া খাজনা অসুল করিয়া বাড়ি আসিয়া পৌঁছিল।)

মরল : জমিদার বাবু খাজনা কড়ি টাকা পয়সা ল। সভারে[20] পরামর্শ হইচে ১ জন গোপী ছাড়িয়া দ।

(ঢুলিদারের প্রবেশ)

ছপর সিং : হো ভাই ঢুলিদার—জমিদার বাবুকা হুকুম হুয়া—গাঁও গাঁও মে ঢোল পিঠা দেউ[21] যো হুলিয়া আখেরি গোপী হে[22] এ মালিক সেকো চাকুরি রাখে গা। খোরাকী দেয় গা। উসকো খালি কাচারিমে গপ[23] করনে হোগা—

(সংসার গোপীকে রাজ কাছারিতে লইয়া গেল)

৪

(মাইরুলের প্রবেশ)

মাইরুল : মন আমার অশান্তি। কোনদিন শান্তি হবে না। বাপ মা কুনদিন বেহায় দিবে। দেখিম মাইয়ার* মুখ। গাভুর কাল ছাড়িয়া যায় কুনো দিন হোবো সুখ। আজ একটু মনসাদে[24] মাই চিন্তার বাড়ি বেড়ায় আসু—(গমন) মাই চিন্তা বাড়িতে ছিস না নাই গে ?

চিন্তা : হে দাদা বাড়িতেই আছু। আয় দাদা বাড়িরতি আয়। বিড়ি খাবো সিগারেট খাবো ? কি মনে বেড়াইবা আসিলো বহু দিন পড়ে+ গরীব বহিনডার ঘরে—

মাইরুল : মাই বড়য় আশায় আসিনু মুই। দারুন দাগা না দিস না দিস তুই। মুই আলা প্রেমের ভিখারী প্রেম ভিখা করিবা আসিছু তমার বাড়ি। মোর কথা শুন।

২০. সভারে—সকলে, ২১. দেউ—দাও, ২২. যো হুলিয়া আখেরী গোপী হে—যে সেরা গল্প করতে পারবে, ২৩. গপ—গল্প, ২৪. মনসাদে - মনের সাধে। * মাইয়া—বউ, + পড়ে - পরে।

গান

মদন জ্বালায় অন্তর জ্বলে গে ও মাই
কতয় আর সহিমু তোর বাদে[25]
মোর মন পাগেলা গে ও মুই
আশা বিণ পুরামু গে
শুনেক শুনেক মোর প্রাণ কুমারী

(চিতান)* যেমন ও তোর গোপী স্বামী গে
ও মাই নিঃশব্দ নিরাকার
জন খাটিয়া কি খিলাবে গে
তোর পেটে পুষা[26] ভার গে
শুনেক মোর প্রাণ সুনরী[27] গে—

চিন্তা : দাদা আকাশ পাতাল ভাবিয়া কহেছিস কথা ঘুরায় দিলো মোর নারীর মাথা। ইনং নি করিস কাম[28]। পরে হোবে প্রেমের ভিক্ষা। আগে লাগে দাম—তা হলে দাদা আমার একটা কথা শুন।

গান

অবুঝা অজ্ঞান বন্ধুরে
বন্ধু তোক বুঝামরে কেমনে
নিশ্চয় ডুবাবো বুঝি মোর
কালান্দির[29] জলে বন্ধু রে

(চিঃ) হাতের উপর হাত দিয়ারে ও-ও বন্ধু
কর সত্যকার। ছাড়াছাড়ি করিস যদি
মাথা খাইস আমার বন্ধু রে।

(চিঃ) শাল পাতা তুলিয়া বন্ধুরে ও-ও
বন্ধু নৌকা গড়াবো দুইজনে।
চড়িয়া নৌকায় তুফানে ভাসিব বন্ধুরে।

* চিতান—চড়া সুরে। ২৫. বাদে—জন্যে, ২৬. পুষা—পোষণ, ২৭. সুনরী—সুন্দরী, ২৮. ইনং নি করিস কাম—এই রকম কাজ করিস না, ২৯. কালান্দি—কালিন্দী।

কথায়

চিন্তা : ভাই তুই দাদা নহায় প্রাণের বন্ধু পার কোরেক ভবসিন্ধু। ই দেখ সপিনু তোক দুটা বন্ধু প্রেমের ভোক। আয় দাদা সত্যবন্দি হোক—সত্য—সত্য—সত্য—
এই দাদা মোর সত্যের উপর ৫০ টাকা মোক দে ধার। মুই ভাই শাড়ী বটি৩০ নিমু মুই, কাল সন্ধ্যায় আসিস তুই।

মাইরুল : মাই মোর নমস্কার। মুই তাহলে বাড়ি যাও। (প্রস্থান)

(সংসার গোপীর গৃহে প্রবেশ)

সংসার গোপী : মুই আসিনু ঘর খরাক পানির যোগাড় কর—

(খাওয়া দাওয়া করিল)

৫

চিন্তা : লে ভাই যেই খাবো খা ৮টা বেলা হোল কচহরি যা।

গোপী : তা হলে মুই যাউ। (প্রস্থান)

৬

গোপী : নমস্কার কাচারির লোক। কি কথা কহবল মোক।

মরল : গোপী কি খবর—

গোপী : খবর কি নয়া খবর—শুন—
মাথা উঠায় দেখে নারীটা দৌড়ে পালাল ঘর। ধর ধর করে উঠিনু মুই দিলত খানু ডর।

মরল : গোপী হিটা কথা বুঝিবা পারিমনি, তুই ভাঙে বুঝায় দে।

গোপী : কাল হাম সমঝাকে দিমু।

ছপর সিং : আচ্ছা আজ একঠো গান শুনাও কুচ মন ফুর্তি কিয়া যায় ?

৩০. শাড়ি বটি—মূল শব্দটি ঠেটিবটি। কিন্তু ঠেটির জায়গায় এখন শাড়ি হয়েছে। কিন্তু ঠেটির অনুকারী শব্দ 'বটি' থেকে গেছে।

গোপী : গান

ওরে কলিকালের নারী গিলার
ভাতার[৩১] রৈতেবাউধিয়া[৩২] কতয় ঝন[৩৩]
বিহাল সুহামী[৩৪] নারীর না হয় রে পছন।

চিঃ ওরে জাত জাতির বিচার নাহি
হিন্দু কি মুসলমান ভাই।
প্রেম ফাসতে ঘর কোলে ধাই ধাই।[৩৫]

চিঃ ওরে কুন্ কাটিমের কাকায়[৩৬] চুল,
কানঝপা, আর নটন ঝুল।
খপা হেদেলি নারী ডুকায় রাজার ফুল।

চিঃ ওরে কুন্ কাটিমের ব্লাউজ সিলায়।
দেখে বুড়ার মন পস্তায়।
বুকেতে বুকবান[৩৭] পেটি গলাটা ধরে হায়।

(৫টায় কাচহরি শেষ)

গোপী : আজ ভাই কচরির কাজ শেষ। মুই আজ সোনাপুর[৩৮] গুদরি বাজার[৩৯] বেসাইয়া[৪০] দেরি করিয়া বাড়ি যাম। দেখুদি মোর মায়া কি করছে কাম।

৭

(মাইরুলের প্রবেশ)

মাইরুল : মাই চিন্তা, কাল কাল করে ৩ দিন গেল আসিবা পারিনু নাই। এলা আসিন মনের কথা জাঙ্গিয়া[৪১] কোহো, মনের আশা পুরায় দে।

৩১. ভাতার—স্বামী, ৩২. বাউধিয়া বাউন্ডুলে, ৩৩. ঝন জন, ৩৪. বিহাল সুয়ামী—বিবাহিত স্বামী। তিন রীতির স্বামী—বিহাল, ডাংগুয়া, ঘরজিয়া, ৩৫. ধাই-ধাই—ফাঁকা, ৩৬. কাকায় - আঁচড়ায়, ৩৭. বুকবান—ব্রেসিয়ার, ৩৮. সোনাপুর - পশ্চিমদিনাজপুর জেলার ইসলামপুর মহকুমার একটি অঞ্চল, ৩৯. গুদরি বাজার · দৈনিক বাজার, ৪০. বেসাইয়া—শেষ করে, অর্থাৎ বাজার ভাঙ্গা অবধি, ৪১. জাঙ্গিয়া—ভাঙ্গিয়া। বিস্তৃত করে।

চিন্তা : তাহলে দাদা মোর কথা শুন—

গান

ও কি রে আমার স্বামীর মতন বন্ধু ধন
কেমনে ভুলিনু বন্ধু তোর চান বদন— ।

চিঃ ওরে পূর্ণিমার চন্দ্র যেমন রে
ও-ও-ও-বন্ধু তোমার মুখের হাসি ।
চক্ষের ঠারে কও গো কথা
আমি ভালবাসি বন্ধুরে ।

চিঃ ওরে পেটের জ্বালা বড় জ্বালা রে
ও-ও-বন্ধু কতয় আর সহিমু উড়ন পিন্ধন
গায় গহেনার দেহা ভরাম বন্ধুরে—

কথায়

বন্ধু ঐ দেহা সপিনু তোকে । দিলেন[৪২] কথা ভাঙিয়া
কোহ মোক, বন্ধু তোর নাম কি ?

(প্রাণবন্ধু ধরিয়া বিছানায় শয়ন)

মাইরুল : মোর নামটা সিধায় মারুল । মোর বাপটাই টেল[৪৩] বাড়ায় নাম রাখিচে মাইরুল । কেনে ? মাই মানে আমার, রুল মানে হাতের রুল । মুই হচু বাবার আদরের ছুয়া ।[৪৪] রুল যেমন হর বেলায়, হাতে রাখে । ঐ রকম বাপ মায়ের হাতের মুঠিত থাকবার দরকার । কিন্তু মুই একটুক লাইনের বাহিরে চিন্তা ।

চিন্তা : না বন্ধু লাইনের বাহির কেনে, লাইনেতে ছিস । বেলাইন যালে মুই ঠিক রাখিম । বেলাইনত যাবা দিমু নি ।

(সংসার গোপীর প্রবেশ । টাটির[৪৫] লাগি চুপ করি কথা শুনিতেছে)

গোপী : এ হ্যা ? তমরা করছেন লাইন লাইন মোর হাতত দেখছেন বুড়া গাহিন ?[৪৬]

(মাইরুলের ঘুমকি[৪৭] টানিয়া প্রস্থান)

৪২. দিলের—মনের, ৪৩. টেল—বেশি করে, ৪৪. ছুয়া - ছেলে, ৪৫. টাটি—বেড়া, ৪৬. গাহিন—উদুখলের খল । পূর্ববাংলায় হামান দিস্তা । উত্তরবাংলায় পলিয়া ও রাজবংশী সমাজে ছাম গাইন দিয়ে ধান, চিড়া কোটা যায় ।

গোপী : হাইরে বাপ হিডা কথা কহমু কাক। কহিলে নিজেকে লাজ যেই দেখেচু পরত সেই দেখেচু আজ ঘরত।[৪৮]

৮

(এই কথা ধরিয়া পর দিন কচাহির গমন)

গোপী : যেই দেখেচু পরত সেই দেখচু আজ ঘরত।
(একই কথা বলিতে থাকিবে।

ছপর সিং : মরল বাবু এ যেইসা পাগল পন্থী বাত ধরালিয়া। এ গোপী আউর তোরা দুসর বাত নাহি আবেইছে ?[৪৯]
মরল বাবু এসকো কিয়া যায়।
এসকো কান ধরকে কচহরিসে বাহির করকে দে।
(মারে পিঠে কচহরি হইতে বাহির করিয়া দিল এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ি গমন। বাড়িতে গোপীর ব্যারাম)।

৯

গ্রামবাসী
১ জন : হাগে মাই চিন্তা তোর কি কিছু মনে পড়ে না সংসারটা যে কি দেখে চমকিল। আজ ৮ দিন হতে খালি একটায় কাথা। চমকনের পাকে তেল জল কর, আর ডাক্তারের ঘর খবর কর। মানসি হাসা করিস না।

চিন্তা : মুই কুণ্ঠে টাকা পামু তে ডাক্তার আনিমু অঝা[৫০] সিয়া না[৫১] করবা পারু। যাই দিখি দাদার বাড়ি।

১০

(চিন্তার জমিদার বাড়ি গমন)

চিন্তা : দাদা দাদা দাদা বাড়ি ছিস, না নাই।
(মাইরুলের প্রবেশ)

মাইরুল : কেনে মাই হঠাৎ কি কাজে আসিলো—

৪৭. ঘুমকি—ঘোমটা, ৪৮. যেই দেখেচু পরৎ সেই দেখেচু ঘরৎ—পরের বাড়ি যা দেখছি, তাই দেখছি আজ নিজের ঘরে, ৪৯. দুসর বাত নাহি আবেইছে—অন্য কথা আর নেইরে, ৫০. অঝা—ওঝা, ৫১. সিয়া না—সেহ না। তাও না।

চিন্তা : দাদা মাইনছি হাসা করাইস না হামার গোপীটার ব্যারাম ভারী। মুই যাছু অঝায়ের বাড়ি টাকাকড়ি কোমরৎ কর। মোক আনে দে সিবিল সার্জন ডাক্তর মুই যাছু ঘর।

১১

(মাইরুল ৫০ টাকা নগদ ও ডাক্তার লইয়া গোপীর বাড়ী উপস্থিত হয়)

ডাক্তার : কে তোমার রোগী কোথায় ?

চিন্তা : ডাক্তারবাবু তমা মোর বাপদাই[৫২] ল, হামার স্বামীকে বাচায় দ। হামার কথা শুন।

গান

ডাক্তারবাবু গে ও গে বাবু
একটু এলাজ[৫৩] ভাল কর
মোর স্বামী পাগেলা হইচে,
ছাড়েচে বাড়ি ঘর।

চিঃ বাবু কাহার কথা ধরিমকরে।
কেহ কহে হৈ চৈ বালাড পেসার[৫৪]
ওগে হাড়ফেল[৫৫] হৈয়া মরিয়া গেলে গে
বাবু গতি নাই আমার।

ডাক্তার : মাই আমি হলাম সিবিল সারজন। বিলাত হইতে পাশ করেছি। আমি আসিলে পরে হঠাৎ রোগীকে মরিতে দি না। আমার নাম ডাঃ অক্ষয় কুমার চেটার্জি। আমি ছিলাম কোলকাতায়, বর্তমানে এখানে। (একটু পরে) জল নিয়ে এসো সিউ[৫৬] না দিলে হয় না—

৫২. বাপদাই—ধরম বাবা মানা। বাপদাই একটি সামাজিক নিয়ম, ৫৩. এলাজ—মূল শব্দ ইলাজ অর্থাৎ চিকিৎসা, ৫৪. বালাডপেসার—ব্লাডপ্রেসার, ৫৫. হাড়ফেল—হার্টফেল, ৫৬. সিউ—সুঁই, ইনজেকশান।

গোপী : ডাক্তারবাবু মুই হি জলমত[৫৭] সিউলনি মুই সিউলিমনি। ওষুধ—দ।

ডাক্তারবাবু : বাবা এখন সিউ ছাড়া রোগী বাঁচেনা।

(৩ট সিউ দিল। ২০ টাকা ওষুধ নিল+)

(ডাক্তারের প্রস্থান)

১২

ম্যাইরুল* : মাই যদি তুই মোর কথা ধরিস। চিরদিন সুখে থাইস একটা কাজ করিবা পারিব তুই কি মুই,+ যেন অন্য লোক জানে না আর তোর আমায় বেহা করুনি—

চিন্তা : কি কথা দাদা কোহো অবাধ্য হমুনি—

ম্যাইরুল* : সত্যই করিব?

চিন্তা : হ্যা সত্যই করিম— সত্য— সত্য— সত্য—

ম্যাইরুল* : মাই তোর স্বামী তোক রিধ মিলায় করিবা হোবে।[৫৮] যদি চিরদিন সুখে থাইস। তোর ভালয় হবে—

চিন্তা : হ্যা দাদা জহিলা[৫৯] স্বামী ধরিয়া মোর কোন আশায় পূর্ণ হয় না—কি করে দিমু—

ম্যাইরুল* : মাই চাউলের গুণ্ডা কুঠিয়া—[৬০] তাহার সঙ্গে সানিয়া দিবো আর অক্ত[৬১] কুন প্রকারে খড়ি কাটিবা পাঠাইয়া দিবো—

১৩

(গোপীর মাথা একটু ভালো হইল)

চিন্তা : দেখ স্বামী এমন করিয়া থাকিয়া পড়িয়া রইলে গাজয় মরণ।[৬২] তুই ভাই আজ দুঃখে একটা সাজ লে।

৫৭. জলমত্—জন্ম থেকে, +ডাক্তারের ফি ও ঔষধ বাবদ, * ম্যাইরুল—মাইরুল, + তুই কি মুই—তুই আর আমি ছাড়া, ৫৮. তোর স্বামী তোক রিধ মিলায় করিবা হোবে—তোর স্বামীর প্রতি হৃদয়হীন হয়ে করতে হবে, ৫৯. জহিলা—পুরুষত্বহীন, ৬০. গুণ্ডা কুঠিয়া—গুঁড়ো কুটে, ৬১. তাহার সঙ্গে সানিয়া দিবো আর অক্ত—তার সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দিবি, ৬২. গাজয় মরণ—এখনই মরণ।

খড়ি কাটিবা যা—খড়ি কাটে বাজারে বেচে দ। দন প্রাণী যেই ভগবান দেয় খাম। মোর বুদ্ধি ধরবো তো ?

গোপী : হারে ভাই। কেনে নি ধরিম, কেনে নি করিম যখন বরাতে লেখিচে দুঃখ খড়ি কাটে যদি হয় সুখ, দে মোকে কিছু ভাল খাবার দে। মুই খড়ি কাটিবা যাও।
(১ খানা গামছাত গুন্ডার মধ্যে বিষ দিয়া পাতত বান্ধিয়া দিল)

চিন্তা : লে ভাই ভোক লাগেতে জংগলত খাইস হেতা গরম ভাত ৪টা খায় নে।

১৪

(খড়ি কাটিতে গমন ছাত, গুন্ডা লিয়া জংগলের রাস্তায়—)

গোপী : গান

এতয় দুঃখ দিলরে বিধি মোর কপালে এ-এ
জীবন যাবে বুঝি এ মোর জংগলে

চিঃ বিধি জন খাটিয়া পেট না ভরে
দুঃখের সাগর দিনে বাড়ে
লয় যা যম মোক ঠাকুর দরবারে।

(কথায়) বিধি মোর মরণ দে। ছাই মাটি খাইবা কি তায় রাখিছিস মোক সংসারে—(কিছুক্ষণ লকড়ি কাটার পড়ে ময়রার মরণ দেখিতে পাইল) হিডা আর কুন মরণ। (মনে মনে অনেক কিছু ভাবাগোনা করিয়া কান্দিতে কান্দিতে গান করিতে লাগিল)

গান

মোহ মায়ার বন্ধন রে কাটা না যায়
কখন কি দোষে মরিলরে ময়রা[৬৩]
এই কি তোর বিধির লিখন।

চিঃ ময়রা রে হে অল্প ফানো[৬৪] মেলো তুই।
বড় ফানো পিছু মুই ময়রা রে এ—
হে খড়ি কাঠা সাজিছু মুই এ

৬৩. ময়রা—ময়ূর, ৬৪. ফানো—ফাঁদ।

চিঃ ময়রা রে এহে দিন রাতি মোর উপবাসে।
অগম দরিয়ায় তরী ভাসে
ময়রারে এহে কুনোদিন তরী মোর ঘাটে লাগে।
যাউ বাড়ি যাউ। দিন গেলো বেলা অবসান।
হামার ভাগত[৬৫] উঠবে কুনোদিন পূর্ণিমার চান?

(সাত চরার[৬৬] প্রবেশ)

১নং চরা : আচ্ছা আজত ভাই কুনখান সিদ হোলনি, আজ দিনের বেলায় ঘর যামনি এ্যা জংগলত রহম রাত হলে কুনো ঘরত সিদ করবা যাম—

২নং চরা : সিদ করবা যাম আলা কি খাম?

(জংগলে গাছের উপর ছাতুর টপলা পাইয়া ৭ জনে নদীর ঘাটে লইয়া গেল। ৭ জন মৃত্যু)।

(শিয়াল শকুরি[৬৭] ও মরণ)

গোপী : আলা মুই যাউ দি খড়ি কাটা তো হইয়া গেল— জলপানলা খায় লু। হায় বিধি এইটা তো সিন্দুর টুপির গাছ। এইডা গাছ তো মোর গুন্ডার গামছাখান বান্ধা ছিল। কি হোলো কি হোলো কয় লে গেল। ভগবান কি মোর কপালত খাবার লিখে নাই। আছা যাক—যাউ মুই নদীর তীরে। সিনান করিম, জল খাম, বাজার যাম।

(নদীতীরে চক্ষে ৭ চোরের মৃত্যু দেখিল, গামছা দেখিয়া চিনিল, রোদন)

(ছদ্মবেশে ভগবানের প্রবেশ)

বিবেক : গান

ও ভাই মায়া নদীর তরঙ্গ ভারী সাবধান ভাই—কান্ডারী।
চিঃ ধর্ম বলে বাঁচে গেলে হো—এলা—ও—তুই হুশিয়ারী—
হি—হি সাবধান রে কান্ডারী—।

৬৫. ভাগত্—ভাগ্যে, ৬৬. চরা—চোর, ৬৭. শকুরি—শকুন।

চিঃ যাই কোরবার তুই শীঘ্রয় কর।
ঈশ্বরের পর কর নির্ভর।
ও তুই চৈলা যা বাড়ি।
হি—হি সাবধান ভাই কান্ডারী। (অন্তর্ধান)

গোপী : হারে বাপু দেখিনু কি, শুনিনু কি। কি হোল কি হোলু। (ভাবিতে লাগিল)
ও আমি চর্ম চক্ষে চিনতে পারিলাম সে যে অন্তর্যামী ভগবান। এখন খড়ির ভার লইয়া হাটে যাম। বেচা কিনা করে পরে যাম ঘর। মোর মাইয়া যে কতদূর। বাড়ি গেলে দেখি লিমু -
(মুরলিগঞ্জের হাটে খড়ি বিক্রয় তারপর বাড়িতে গমন)

১৪

মাইরুলের প্রবেশ

মাইরুল : এলা যাউদি মুই চিন্তার বাড়ি চিন্তা নিজের চিন্তাওছেনা, সব কথা ভুলে গেইছে।
গোপী কি বাড়ী আসিচে কাজ করে দিদি—

চিন্তা : না ভাই বাড়ি আসে নাই, কাজ ফিনিস।[৬৮]

মাইরুল : কাজত ফিনিস, মোক একটা দন[৬৯] গালের চুমা দিস।
(চিন্তা মাইরুলের মিলন)

গান

ঐ এতয় দিনে হোলরে দুঃখের অবসান
ভাগ্যতে উঠিচে আজি পুরণিমার চান—
চিঃ ও ভাই রাস পুরণিমার রাস মেলা,
গোপী কৃষ্ণের লীলাখেলা
আর বৃন্দাবনের মদন মোহন,
ওরে বুদ্ধিতে বুদ্ধি জমি
দেখিল ছলবল আর কল কৌশল
এক ধারাতে কেশ হলরে খতম।

৬৮. ফিনিস—ইংরেজি শব্দ, শেষ, ৬৯. দন—দুই।

চিন্তা : হ্যা ভাই কেশ শেষ জীবন শেষ এলা রাধা মিলন।

(গোপীর প্রবেশ)

গোপী : হ্যাঁ হ্যাঁ রাধা মিলন খালি কেনে রাধা মিলুন, কৃষ্ণ মিলন, গৌরাঙ্গ মিলন, গৌর মিলন—গোটেলায়[৭০]—

হরি বল মন

হরি বল মন

(গোপীর কথা শোনামাত্র মাইরুল দৌড়ে গোয়ালঘরের পাশ দিয়ে পালাতে যায়। কিন্তু গোরুর লাথি খায় বেজায়গায় এবং মরে)।*

চিন্তা : স্বামীধন ঐ দেখো বাছাগরুটার লাথে মরে গেছে। ভাই আগত[৭১] এর ব্যবস্থা কর নিতে কাল দুজনার মরণ।

১৫

(জমিদারের ঘর। মরা বাউধিয়াক পিঠে করিয়া জমিদারের ধানের বাজারিতে খাড়া করিয়া রাখিয়া আসিল। ধানের বাজারিতে জমিদার সরপন সিং এর টর্চ লাইট লইয়া প্রবেশ)

সরপন সিং : ঐ তো চোর, আমার ধান লইয়া পালাইয়া যায়। (নিজের ছেলের কোমরত ডাং[৭২])।

গান

ও রানী রানী। মোর বড়য় দুলালের

যাদুরে হে গেল রে ছাড়িয়া

ও কে ডাকিবে হামারে মা বাবা বলিয়া।

রানী : স্বামী নিজে ও তুই যম সাজিল। নিজেও তুই মল। ইহদোষ কার উপর দিব।

৭০. গোটেলায়—সবকিছু, * এই অংশটি আমার দ্বারা সম্পাদিত। আমার লেখা। নয়তো অর্থ অস্পষ্ট হতো। ঘর বলতে বাড়ি বোঝানো হয়েছে, ৭১. আগত—আগে, ৭২. কোমরে ডাং- কোমরে লাঠির আঘাত।

জমিদার : ইহ মোর দোষ না হয়, বিধির চক্রান্ত। মোর বাড়িত কাঁদিতে কাঁদিতে মরিল, মরা মাত্র হিম ঠাণ্ডা কেনে হোবে? বোধহয় ছুয়া রাত্র করে উঠিছে। চোরে মারে এইভাবে খাড়া করে দিছে। দেখু মুই এর বিচার কি হছে। করিম ছাড়মু। রানী তুই বাড়ি যা। (প্রস্থান)

১৬

জমিদার : হে রে ছপর সিং ঢুলিদারসে ঢোল পিটাও জো জমিদার লেড়কা আজ রাত মে মরা হুয়া জো আদমী মরণে কা হালত্ বলনে সকে উসকে গজমোতি হার আর লাখটাকা পুরস্কার দিয়া যায় গা।

(ঢুলিদার ঢোল দিল শুনে চারদিকের জমিদারগুলি ও পণ্ডিত প্রবেশ)।

(হঠাৎ গোপীর প্রবেশ)

গোপী : গণক, পণ্ডিত বিদ্বান ও বাবু জমিদার, সভারে উপর গোপীর নমস্কার।

জমিদার : হ্যারে গোপী। তুই তো মোর পুরানা লোক, এর বিষয় তুই কিছু জানিস? যদি জানিস তো নির্ভয় কহো।

গোপী : অল্প ফান্দে মরে ময়রা লোভে মরে সাত চরা, অধিক লোভে মরে শৃগাল আর শূকরী, আরীয়ার পাছত গরিয়ার মরণ[৭৩]-এর বৃত্তান্ত কি। বুঝ দশ ঠাকুর, গণক পণ্ডিত।

৭৩. আরীয়ার পাছত্ গরিয়ার মরণ—এটি একটি প্রবাদ। "আরীয়া" —বলদ হবার আগের অবস্থাকে 'আরীয়া' বা আড়িয়া গরু বলে। অর্থাৎ এঁড়ে। বলদ করতে গেলে আড়িয়াকে 'বান' বা 'বাধিয়া' করা হয়। অর্থাৎ অণ্ডকোষ কেটে দেওয়া প্রয়োজনে। যে গরু অলসপ্রকৃতির তাকে বলে গড়িয়া। গড়িয়ে বা শুয়ে বসে থাকা যার প্রকৃতি। আড়িয়া গরু চালাক চটপটে। তাই আড়িয়া গরুর সঙ্গে গড়িয়া গরু এঁটে উঠতে পারে না।

জমিদার : বাবু সভায় যদি কেহ গোপীর কথা ভাঙিয়া বুঝাইয়া দিতে পারিবে সে হাজার টাকা পুরস্কার—

(কেহই পারিল না)

জমিদার : : কি গোপী, কেহ তো তোমার কথা বুঝাইয়া দিতে পারিল না। তোমাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে।

গোপী : বাবু, মুই হনু গরীব লোক। সংসারে মোর কেহ নাই। তুমরায় মা, বাপ, তুমরায় ভাই। মনত পাপ কথা মুই রাখিম নাই।

(সমস্ত কথা ভাঙ্গিয়া বুঝাইয়া দিল)

১৭

দশবুঝা গান

কলি কালে কলি ফুরালে কল্কি অবতার
পাপের জয় ধর্মের ক্ষয় ভাবে দেখ এই সংসার।
চিঃ পাপ করিলে বেটার পাপ হচেরে
পুণ্য করিলে হচে ক্ষয়
খাদ[৭৪] ওরে না ভুলো না ভুলো সবে
ধর্মের দিকে রাখ মন
যা করোক তা করোক বিধি
জনম সফল ঐ ও কি ঐ মরিরে।
পাপের ফলে বেটা হোবে মর্ত্তভোগী
দুঃখে রৈভে—মরণ কালে
পিণ্ডে জল দিবার কেহ না রোভে।*

৭৪. খাদ—গানের সুরের রকমফের বোঝানো হয়েছে। *এই লোকনাট্যটির দৃশ্য বিন্যাস মূল খাতায় ছিল না, ওগুলো আমার তৈয়ারি। চিহ্নগুলো যথাযথ রাখার চেষ্টা করেছি তবে কোন কোন ক্ষেত্রে অর্থ সুস্পষ্ট করার জন্য আমি যতি চিহ্ন দিয়েছি। বানানগুলো প্রায়শই যথাযথ রাখার চেষ্টা করেছি।

সম্পাদক